* সর্বশেষ শহর সংস্করণ
ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক
ESTD. 1878 REGD. NO. C 1080

বাসন
পিতল, কাঁসা ও তামা
সর্বপ্রকার বাসনের
জন্য
শশীভূষণ প্রভাপদ দে

রবিবাসরীয়
আনন্দবাজার পত্রিকা
ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

সততার সহিত ১০০ বৎসর পরিচালিত
অক্ষয় কুমার লাহা
১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলি-১৩
ফোন: ২৩-২৭৬৫
রং

মূল্য : ২২ পয়সা (22 Paise)
শুল্ক : ২ পয়সা (2 Paise)
মোট : ২৪ পয়সা (24 Paise)

৫০ বর্ষ, ২৮৬ সংখ্যা
রবিবার, ১০ পৌষ ১৩৭৮ (৫ পৌষ ১৮৯৩ শক)
Sunday, December 26, 1971

নব কংগ্রেস চায়, এই রাজ্যে মারচেই নির্বাচন, আর সি পি আই-এর সঙ্গে সমঝোতা

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেস চায়, অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে এখানেও বিধানসভার নির্বাচন মারচেই হোক। আপাতত ঠিক হয়েছে, নির্বাচনী সমঝোতার জন্য কংগ্রেস সি পি আই-এর সঙ্গে আলোচনা চালাবে।

দলের বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে ওয়ারকিং কমিটির সদস্য শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নির্বচিন সংক্রান্ত আলোচনার সময় বলেছেন, জানুয়ারির মধ্যে প্রার্থী তালিকা দিল্লিতে পাঠাতে হবে। শ্রীরায় বলেছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দলের সরকার গঠন করতে হবে।

প্রদেশ কংগ্রেস অফিসে শনিবার সমস্ত জেলার সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক, যুব কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদের নেতা ও আড হক কমিটির সদস্যদের ওই বৈঠকে মোটামুটি সমস্ত জেলার নেতারাই মত দিয়েছেন, জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী এই রাজ্যেও এক সঙ্গে নির্বাচন হওয়া উচিত।

কোন কোন জেলা, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের কংগ্রেস নেতারা চেয়েছিলেন, নির্বাচনে কংগ্রেস কারোর সঙ্গে আঁতাত বা সমঝোতা করবে না। কিন্তু অধিকাংশের মত হল, 'সি পি এম কে চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত করার জন্য সি পি আই-এর সঙ্গে আঁতাত করা প্রয়োজন।

ঠিক হয়েছে আঁতাত বা সমঝোতার ব্যাপার নিয়ে অন্য দলের সঙ্গে কথা বলার সময় ওয়ারকিং কমিটি সদস্য শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং রাজ্য সভাপতি শ্রীআবদুস সাত্তারও থাকবেন।

এদিনের বৈঠকে শ্রীরায় নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সংগঠন এবং কর্মপন্থা নিয়ে পর্যালোচনা করেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর শ্রীঅজয়কুমার মুখারজি বিশেষ আমন্ত্রণে বৈঠকে যোগ দেন। তাঁকে অনেক কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেন। অজয়বাবু বলেন, 'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম—এইটুকুই শুধু বলতে পারি।'

বৈঠকে সি পি আই-এর সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাতে রাজি হলেও অনেকেই মুসলিম লীগ এবং সোসালিসট পারটির সঙ্গে আঁতাত বা সমঝোতার প্রশ্নে আপত্তি করেন। অনেকে ফরোয়ারড ব্লকের সঙ্গে সমঝোতারও বিরোধী।

নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা এবং বিশেষ 'সেল' গঠনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার জন্য রাজ্য নব কংগ্রেসের কর্ম সমিতির বৈঠক ডাকা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলার নির্বাচন প্রার্থী মনোনয়নের কাজও অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।

জোট বাঁধায় সি পি এম-রও তোড়জোড়

স্টাফ রিপোরটার

সি পি এমও নির্বাচনী জোট গড়ার জন্য সব রকমে প্রস্তুতি চালাচ্ছে। কিন্তু দলের পলিটব্যুরো মনে করেন, তাঁদের কতকগুলি দাবি না মানা হলে আগামী নির্বাচন হবে গণতন্ত্রের নামে ভাঁওতা।

সি পি এম-এর মূল দাবি হল, 'সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান ঘটাতে হবে এবং জেলে আটক বন্দীদের মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।'

পলিটব্যুরোর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, যুদ্ধ বিরতি যখন হয়েছে তখন অবিলম্বে জরুরী অবস্থা তুলে নেওয়া হোক। আর সঙ্গে বাংলা দেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যাহার এবং মারকিন যুক্তরাষ্ট্রকে ঋণ পরিশোধ বন্ধ করা হোক।

পলিটব্যুরো বলেছেন, এটা অদ্ভুত লাগছে চীন সরকার সাড়ে সাত কোটি মানুষের জঙ্গীশাহীর অত্যাচার উপলব্ধি না করে বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনকে তিব্বতের বিদ্রোহের সঙ্গে এক করে দেখছেন।

শনিবার রাত্রে নির্বাচনী জোট বাঁধার প্রশ্ন নিয়ে সি পি এম এবং এস ইউ সি নেতাদের মধ্যে আলোচনা হয়।

বর্তমান ভোটার তালিকা অনুযায়ি

পঃ বঙ্গে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে কমিশন রাজি

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর—সরকার রাষ্ট্রপতির শাসন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিলে নির্বাচনী কমিশন বর্তমান ভোটার তালিকার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে রাজি আছেন।

সি পি এম নেতা শ্রীজ্যোতির্ময় বসুর পত্রের জবাবে নির্বাচনী কমিশনের সচিব শ্রী এ এল সেন উপরোক্ত মর্মে ইঙ্গিত দেন।

শ্রীসেন বলেন, সরকার যদি রাষ্ট্রপতির শাসন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

আজ রাত্রে ঠাণ্ডা বাড়বে

আজ রবিবার কলকাতার আকাশ পরিষ্কার থাকবে। রাত্রের তাপমাত্রা হ্রাস পাবে। শনিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ২৭.৫ ডিঃ সেঃ (৮১.৫ ডিঃ ফাঃ) এবং ১৭.১ ডিঃ সেঃ (৬২.৭ ডিঃ ফাঃ)। বাতাসের আর্দ্রতার হার উপরে ১০০ শতাংশ, নিচে ৩৪ শতাংশ।

বেগম মুজিবের ভারত সফরের আমন্ত্রণ গ্রহণ

ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বর—প্রকাশ, বেগম মুজিবর রহমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভারত সফর বিশেষ করে আজমীর শরীফ পরিদর্শনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতি নির্ধারক দফতরের চেয়ারম্যান শ্রী ডি পি ধর শ্রীমতী গান্ধীর ব্যক্তিগত আমন্ত্রণের কথা বেগম মুজিবরকে জানিয়েছিলেন।

তবে বেগম অবশ্য বলেছেন যে, তাঁর স্বামী বাংলাদেশে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁর পক্ষে ভারত ভ্রমণে যাওয়া সম্ভব হবে না।

—ইউ এন আই

উ থানটের বিশেষ প্রতিনিধি

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ২৫ ডিসেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব উ থানট ভারত ও পাকিস্তানে মানবিক সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জে ইতালীয় অফিসার ভিকটোরিয় গুইসিআরডিকে তাঁর বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন।

—এ পি

বিচারের জন্য

ভারতীয় ফৌজ আটক ব্যক্তিদের বাংলাদেশ সরকারকে দিতে পারে

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বর—পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন গভরনর ডাঃ মালিক ও তাঁর পুতুল মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ সহ পাকিস্তান সামরিক চক্রের সঙ্গে যোগসাজসকারী যে সব অসামরিক ব্যক্তিদের ভারতীয় সেনাবাহিনীর হেফাজতে রাখা হয়েছে তাঁদের বিচারের জন্য বাংলাদেশ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হতে পারে বলে সরকারী সূত্রে জানা গিয়েছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ মালিক সহ ত্রিশজন ব্যক্তি রেডক্রশের নিরপেক্ষ এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। পাক সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে এঁরা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন ও পরে এঁদের সকলকে সেনাবাহিনীর হেফাজতে রাখা হয়।

বাংলাদেশ সরকার এঁদের যুদ্ধাপরাধী ও গণহত্যায় অংশগ্রহণকারী হিসাবে বিচার করতে চান। সরকারীসূত্রে জানা গিয়েছে যে বাংলাদেশ সরকারের হাতে এদের সমর্পণের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি এখন ভারত সরকার খতিয়ে দেখছেন। কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে, ডাঃ মালিক নাকি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের

(১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তির সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে

— নজরুল ইসলাম

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বর—বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম গত এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেন যে, তাঁর সরকার ভারতের সঙ্গে এক মৈত্রী চুক্তির সম্ভাব্যতা নানা দিক খতিয়ে দেখেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু মন্তব্য না করে তিনি বলেন, ইমিধ্যেই এ ব্যাপারে অনেকটা এগোনো গিয়েছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীইসলাম বলেন যে, বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্য বলতে কিছু ছিল না। বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশাধীন মিত্রবাহিনীরই তারা অংশ। "আমিই মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক—মিত্রবাহিনীতে ভারতও ঋণ হিসাবে সৈন্য দিয়েছিল।" তিনি বলেন, মিত্রবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীর সত্তা এক হয়ে গিয়েছে।

তিনি আরও বলেন যে, তাঁর সরকারেরই কর্তৃত্বাধীনে ভারতীয় সেনারা বাংলাদেশে এসেছেন এবং বাংলাদেশ সরকার যতদিন চাইবেন

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

মুজিবের মুক্তির জন্য সোচ্চার হোন

সমাজতন্ত্রী দেশগুলিকে আবেদন

ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বর—শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তির জন্য বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন আজ এখানে এক বিবৃতিতে বিশ্বের সমস্ত গণতান্ত্রিক ও সমাজতন্ত্রী সরকারকে এবং আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীকে আবেদন জানান।

ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীনুরুল ইসলাম বলেন যে, বাংলাদেশ এখন সার্বভৌম রাষ্ট্র, কিন্তু জনগণের প্রিয় নেতাকে এখনও ফিরিয়ে আনা হয়নি। বঙ্গবন্ধুকে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্য আমরা সমস্ত সংস্থার প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে সক্রিয় সাহায্য করার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন ভারত ও রাশিয়াকে কৃতজ্ঞতা জানান।

—পি টি আই

কলকাতা-ঢাকা বিমান চলাচল আজ শুরু হচ্ছে

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতা-ঢাকা বিমান চলাচল আজ রবিবার থেকেই শুরু হচ্ছে। ১৯৬৫তে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করার পর দীর্ঘ ৬ বছর ঢাকা-কলকাতার মধ্যে বিমান যোগাযোগ বন্ধ ছিল।

শনিবার ইনডিয়ান এয়ার লাইনস-এর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, রবিবার থেকে তাঁদের ডাকোটা বিমান কলকাতা-ঢাকার মধ্যে চলাচল করবে। এক পিটের ভাড়া ১০৭ টাকা, এ ছাড়া শুল্ক বাবদ শতকরা দশ ভাগ। কলকাতা থেকে ঐ বিমানখানি বেলা ১০টা ছেড়ে ১০-৫৫তে তেজগাঁও বিমানঘাটিতে পৌঁছবে। ঢাকা থেকে রওনা হয়ে ঐ বিমানখানি বেলা ১২-২৫'এ কলকাতায় পৌঁছবে।

ডাকোটা বিমানে ২৮ জন যাত্রীর আসন আছে। শনিবার সন্ধ্যায় দমদম বিমান ঘাটির কনট্রোলার শ্রী বি হাজরা জানান : আমরা এদিন সকালে ঢাকায় গিয়েছিলম। কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসেছি। তেজগাঁও বিমান ঘাটির ৫ হাজার ফুট রানওয়ে মেরামত হয়ে

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

ইনডিয়ান এয়ার লাইনসের ডাকোটা শনিবার ঢাকার তেজগাঁও বিমান বন্দরে পৌঁছলে তোলা ছবি। এদিন আই এ অফিসাররা ওই পরীক্ষামূলক বিমান ভ্রমণে যান।

শনিবার—বড়দিনের বিকালে আলিপুর চিড়িয়াখানার সামনে। —নিজস্ব-চিত্র

চৈতন্যোদয়, তবে বিলম্বে

ইসলামাবাদ, ২৫ ডিসেম্বর—মুজিবের নীতির বিরোধী বলে খ্যাত পশ্চিম পাকিস্তানের দুই রাজনৈতিক নেতা মুজিবকে মুক্তি দিতে ও 'পাকিস্তানের ঐক্যের জন্য' তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করতে শ্রীভুট্টোকে অনুরোধ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁরা হলেন : মারকাজি জামিয়া উলেমা ইসলামের নেতা মৌলানা ইথাশামুল হক থানভি ও সংসদীয় জমিয়ত উলেমা পাকিস্তানের নেতা মৌলানা শাহ আহমদ নুরানি। দু'টিই ধর্মীয় মুসলিম দল।

মুজিবের মুক্তি ও ভুট্টো-মুজিব কথাবার্তার অনুরোধ জানিয়ে তাঁরা করাচিতে পৃথক পৃথক বিবৃতি প্রচার করেছেন বলে সরকারী সূত্রে বলা হয়েছে। তাঁরা আশা প্রকাশ করেছেন যে, বর্তমান সংকট থেকে দেশকে রক্ষার জন্য শেখ মুজিবর রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন। —ইউ পি আই

গণহত্যার দায়ে বহু লোক অভিযুক্ত হতে পারে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর—বাংলাদেশ সরকার যদি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করতে চান, তাহলে ভারত তাতে বাধা দেবে না। প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক আইনের পরিধির মধ্যে এটা একটা ন্যায়সঙ্গত দাবি।

এ ছাড়াও বাংলাদেশে এমন বহু লোকও রয়েছে, যাদের গণহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা হতে পারে। এই বিষয়টি রাষ্ট্রপুঞ্জের মানব অধিকার কমিশনের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। কারণ বাংলাদেশে পাকিস্তানীরা যে সব কাজ করেছে, তা নুরেমবারস বিচারে অভিযুক্ত নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের অপরাধের মাত্রাও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

এ সম্পর্কে ভারতের সরাসরি কিছু বলার নেই। সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকার যদি ওইসব যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চান (সেই ব্যবস্থা তাঁরা নিতে পারেন), তাহলে প্রয়োজনবোধে ভারত তা সমর্থন করবে।

এখানে কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা—এই শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়ংকর গণহত্যার জন্য দায়ী অপরাধীদের প্রকাশ্য বিচারের ব্যবস্থা করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ বাংলাদেশ সরকারের রয়েছে।

পাকিস্তানের ক্ষমতাচ্যুত ও হতমান প্রেসিডেনট জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁকে সম্ভবত যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় রাখা হবে।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে স্বর্ণ সিং

কয়েকটি রাষ্ট্র স্বীকৃতিদানের পথে এগুচ্ছে

নয়াদিল্লি ২৫ ডিসেম্বর—বহির্বিষয়কমন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং আজ এখানে বলেন যে, বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ধাপে ধাপে এগোচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ওই সব দেশ কার্যত স্বীকৃতি দেবে। এই অবস্থায় বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের সব রকম পারস্পরিক সম্পর্কই থাকবে। তারপর দেবে আইনগত স্বীকৃতি।

রাষ্ট্রপুঞ্জে দু'সপ্তাহ থাকার পর শ্রীস্বর্ণ সিং আজ সদল রাজধানীতে ফিরে এসেছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জে থাকার সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের যে সব আলোচনা হয়েছে, তা থেকেই শ্রীস্বর্ণ সিং-এর ওই ধারণা হয়েছে।

বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী, পশ্চিম পাকিস্তানের মনোভাব, বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের বুঝিয়ে বলা হয়েছে। বিষয়টা নিঃসন্দেহে জটিল। প্রথমদিকে ওই সব রাষ্ট্রের মনোভাব অনেকক্ষেত্রেই ভারতের অনুকূল ছিল না। এতৎসত্ত্বেও ভারত তাদেরকে 'এটা বুঝাতে পেরেছেন যে, বাংলাদেশ একটি বাস্তব সত্য। পাকিস্তানের আচরণ মানবতাবোধ বর্জিত। ভারতকে নিজের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে—নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই এই সামরিক তৎপরতা গ্রহণ করতে হয়েছে।

ভারতের বক্তব্য অনেক রাষ্ট্রের কাছেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

কোন কোন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

বিহার মন্ত্রিসভা সম্পর্কে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর—বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভোলা পাশওয়ান শাস্ত্রী তার পাটনায় যাওয়ার দিন পিছিয়ে দিয়েছেন। বিহার মন্ত্রিসভার ভবিষ্যত সম্পর্কে যে আশংকা দেখা দিয়েছে, সেই বিষয়ে আলোচনার জন্য সম্ভবত তিনি দিল্লিতে থাকছেন। এ সপ্তাহের শেষে তাঁর পাটনায় ফিরে যাওয়ার কথা ছিল।

বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়েই শ্রীশাস্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলা হবে কিনা, নব কংগ্রেস হাই কমানড সে বিষয়ে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি।

বাংলাদেশের প্রতি রুশ সমর্থন স্পষ্টতর হচ্ছে

মসকো ২৫ ডিসেম্বর—বাংলাদেশের অবস্থা যত স্বাভাবিক হচ্ছে তার প্রতি রুশ সমর্থনও তত স্পষ্ট হচ্ছে। 'প্রাভদা' এখন বাংলাদেশকে বাংলাদেশ বলেই অভিহিত করছে। পাকিস্তানের অংশ বলে বর্ণনা করছে না।

'প্রাভদায়' একটি বিশেষ রচনা

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে গেলে

পাকিস্তানের মুখে আরও চুনকালি পড়বে

— জগজীবন রাম

মুন্নাওয়ার তাওয়াই, ২৫ ডিসেম্বর—প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম আজ পাকিস্তানের প্রেসিডেনট জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টোকে কড়া শাসিয়েছেন, নিজের দেশের পরাজয়ের প্রতিশোধ তুলতে তিনি যদি তাঁর হুমকি মত কাজ করার চেষ্টা করেন, তাহলে পাকিস্তানের কপালে রয়েছে অনেক দুর্ভোগ এবং সেই দুর্ভোগ এখনকার চেয়ে অনেক বেশি; অনেক খারাপ।

মুন্নাওয়ার তাওয়াই নদীর পূর্ব পারে ভারতীয় সৈন্য সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীরাম বলেন : ভুট্টো সাহেব যদি জেঃ ইয়াহিয়া খানের মত একই ভুল করে বসেন, তবে তাঁকে আমাদের হাতে আরও শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হবে।

তিনি পাকিস্তানকে আর একবার যুদ্ধের ঝুঁকি না নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। বলেছেন, এতে পাকিস্তানের মুখে আরও চুনকালি পড়বে।

জওয়ানরা যে দুর্জয় সাহস নিয়ে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তানী আক্রমণের মোকাবিলা করেছেন, তার

পঞ্চম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে দ্রষ্টব্য

বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ

বরুণ সেনগুপ্ত

শীঘ্রই বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হচ্ছে। এখন প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা চার। আরও অন্তত তিন-চার জন মন্ত্রী হবেন।

এদিকে বাংলাদেশে ভারতীয় সেনা বাহিনীর পরিচালনায়ও কিছুটা রদবদল হচ্ছে। লেঃ জেনারেল সগৎ সিংয়ের পরিবর্তে বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনীর প্রধান হচ্ছেন মেঃ জেনারেল বি কে সরকার। মেঃ জেনারেল সরকার

পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

বড়দিনে আনন্দ উৎসব

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার সকাল থেকে সারাদিন মহানগর কলকাতার গীর্জায়, গীর্জায় ঘণ্টাধ্বনি ও সমবেত প্রার্থনা এবং খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী নরনারী শিশুর আনন্দ কলরবের মধ্যে মানবত্রাতা প্রভু যীশু খৃষ্টের জন্মদিন—বড়দিন উদযাপিত হয়।

শহরের বিশেষ কয়েকটি মহল্লা, যথা : পারক স্ট্রীট, চৌরঙ্গী এলাকা ছিল দিনভর উৎসব মুখর। উৎসব সাজে সজ্জিত খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীরা সাজানো-গোছানো বিপণীসমূহের সামনে ভিড় করে কেনাকাটা করেন। নেক জায়গায় আলোকোজ্জ্বল 'খৃষ্টমাস ট্রি' এবং 'সানটাক্লজ' স্থাপন

১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বাংলাদেশ সম্পর্কে মিশরের সুর বদলাচ্ছে

কায়রো, ২৫ ডিসেম্বর—মিশরের আধা সরকারি সংবাদপত্র 'আল-আহরাম'-এর মুখ্য সম্পাদক শ্রীহোমোনিস হেকেল শেষ পর্যন্ত কবুল করেছেন যে, ইয়াহিয়ার শাকরেদরা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক নরমেধ যজ্ঞ চালায় আর তার ফলে এক কোটি লোক ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয় বলেই পাকিস্তান ভেঙে গিয়েছে, বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। এর জন্য 'ভারতীয় অনুপ্রবেশ' আদৌ দায়ী নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, কায়রো এই প্রথম বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সকল মন্তব্য করল।

শ্রীহেকেল আরও বলেছেন : পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির জন্য ভারত মুক্তি বাহিনীকে 'সাহায্যাদি' করেছে বটে, কিন্তু যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তার জন্য ভারত দায়ী নয়।

মস্কো থেকে প্রকাশিত
পত্রিকার গ্রাহক হোন
ও
বিনামূল্যে ক্যালেণ্ডার, ডায়েরী, লেনিনের ছবি ও ডাকটিকিট নিন

ভারতের বন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে এই পত্রিকাগুলি আপনার পরিচয় সুদৃঢ় করবে। সেইসঙ্গে আপনি বিনামূল্যে উপহার পাবেন।

* যে কোন একটি পত্রিকার গ্রাহক হবার সঙ্গে সঙ্গে মস্কো থেকে প্রকাশিত আর্ট পেপারে মুদ্রিত বহুবর্ণরঞ্জিত ১৯৭২ সালের ১৩ পৃষ্ঠার ক্যালেণ্ডার (সাইজ ২০" ই × ১৩" ই)।
* দুইটি পত্রিকার গ্রাহক হলে পাবেন নববর্ষের দুইটি ক্যালেণ্ডার ও একটি বিরাট আকারের লেনিনের প্রতিকৃতি।
* তিনটি পত্রিকার গ্রাহকরা পাবেন উপরোক্ত তিনটি ক্যালেণ্ডার, লেনিনের একটি প্রতিকৃতি সাতখানি সুদৃশ্য রাশিয়ান ডাকটিকিট।
* চারটি পত্রিকার গ্রাহকরা পাবেন নববর্ষের চারখানি ক্যালেণ্ডার, লেনিনের একটি প্রতিকৃতি, সাতখানি সুদৃশ্য রাশিয়ান ডাকটিকিট। ১৯৭২ সালের একটি ডায়েরী।

: চাঁদার হার :

পত্রিকার নাম	বার্ষিক	ত্রিবার্ষিক
১। সোভিয়েত ইউনিয়ন (মাসিক) বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী, উর্দু	৭·০০ টাকা	১৪·০০ টাকা
২। সোভিয়েত নারী (মাসিক) ইংরাজী, হিন্দী	৫·০০ টাকা	১০·০০ টাকা
৩। ইণ্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স (মাসিক)	৭·০০ টাকা	১৪·০০ টাকা
৪। নিউ টাইমস (সাপ্তাহিক)	৬·০০ টাকা	১২·০০ টাকা
৫। সোভিয়েত লিটারেচার (মাসিক)	৭·০০ টাকা	১৪·০০ টাকা
৬। কালচার এ্যাণ্ড লাইফ (মাসিক)	৭·০০ টাকা	১৪·০০ টাকা
৭। মস্কো নিউজ (সাপ্তাহিক)	৪·৫০ টাকা	৯·০০ টাকা
৮। সোভিয়েত ফিল্ম (মাসিক)	৮·০০ টাকা	১৬·০০ টাকা
৯। সোভিয়েত মিলিটারী রিভিউ (মাসিক)	১৫·০০ টাকা	৩০·০০ টাকা
১০। ট্রাভেল টু দি সোভিয়েত ইউনিয়ন	১২·০০ টাকা	২৪·০০ টাকা
১১। স্পুটনিক (মাসিক)	৩০·০০ টাকা	৬০·০০ টাকা
১২। ফরেন ট্রেড (মাসিক)	৯০·০০ টাকা	২২৫·০০ টাকা
১৩। সোশ্যাল সায়েন্স (ত্রৈমাসিক)	৩৬·০০ টাকা	৭২·০০ টাকা
১৪। স্পোর্টস ইন দি ইউ এস এস আর (মাসিক)	৪·০০ টাকা	৮·০০ টাকা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডারে পাঠান বা সরাসরি আমাদের অফিসে জমা দিয়ে উপহারগুলি সংগ্রহ করুন। মনিঅর্ডারে টাকা পাঠালে রেজেষ্ট্রি যোগে উপহার পাঠাবার ডাক খরচ আমরা বহন করি।

শর্তাবলীর জন্য এজেণ্টরা পত্র দিন
নিজে গ্রাহক হোন • অন্যকে গ্রাহক করুন।
: পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ অনুমোদিত এজেণ্ট :

বিংশ শতাব্দী
২২/এ শ্রীঅরবিন্দ সরণী (গ্রে ষ্ট্রীট), কলিকাতা-৫
ফোন : ৫৫-২৭১১

(সি ৬৮৬০)

আনন্দবাজার পত্রিকা
Tele ANANDABAZAR Cal
Phone: 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX No. 2536 G.P.O

কর্মখালি

ক্লার্ক হিসাব/টাইপ জানা ও সাধারণ কাজের জন্য চাই। এনটালি মার্কেটের নিকট কিম্বা কারখানার ভিতর থাকিলে ভাল হয়। বক্স নং ৭৮২১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৬৩৫)

রান্না টুকিটাকি কাজে নির্ঝঞ্ঝাট মধ্যবয়স্কা মহিলা আবশ্যক। নিম্নতম দাবী জানান—বক্স নং ৮১৭০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১১৭)

প্রথমতঃ অনধিক তিন বৎসর-কালের জন্য ১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ঠিকানা-স্থিত সংস্কৃত কলেজের পোস্ট-গ্রাজুয়েট ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্টে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে একজন স্টাইপেণ্ডিয়ারি রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। **বেতনক্রম :** ৭৫-২৫/২-১০০ টাকা, তদুপরি অন্যান্য প্রদেয় ভাতাদি। দরখাস্তকারী কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতে এম এ ডিগ্রী (বিশেষ বিষয় হিসাবে সাহিত্য লইয়া বাঞ্ছনীয়) অথবা কলিকাতা-স্থিত সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের তীর্থ অবশ্যই পাইয়া থাকা চাই। যে বিশেষ বিষয়ে তিনি কাজ করিবার প্রস্তাব করিবেন, তাহাতে গবেষণার জন্য তাঁহার প্রবণতা ও সামর্থ্যের প্রমাণও তাঁহাকে দাখিল করিতে হইবে। প্রার্থী অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা অথবা ইহার নিবেশী হওয়া চাই। আরও বিবরণ প্রিন্সিপ্যালের অফিস হইতে পাওয়া যাইবে। ডাকযোগে খোঁজখবর লইতে হইলে ডাকটিকিটযুক্ত ও নিজ নামঠিকানা-লেখা খাম অবশ্যই সঙ্গে থাকা চাই। নিম্নলিখিত আকারে পরিষ্কারভাবে দরখাস্ত করা হইলে তাহা বিবেচনা করা হইবে :—(ক) নাম; (খ) পিতার নাম; (গ) ঠিকানা; (ঘ) জন্মের তারিখ ও স্থান; (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ (চ) গবেষণার জন্য প্রস্তাবিত বিষয়; (ছ) ইতিপূর্বে সম্পাদিত কাজ (যদি কিছু করা হইয়া থাকে); (জ) দস্তখত ও তারিখ/শংসাপত্র ও পরিচয়পত্রাদির প্রত্যায়িত নকল সহ দরখাস্ত ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখের মধ্যে প্রিন্সিপ্যালের নিকট পৌঁছা চাই।
৪৪৮০(৩) আই পি আর/এ/৭১ (৭১৪০)

পূর্ব কলিকাতার একটি ইঞ্জিনিয়ারীং কারখানার জন্য ন্যূনতম ১০।১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কতিপয় লেদম্যান, ড্রাইভার ও ইলেকট্রিশিয়ান আবশ্যক। সার্টিফিকেটের নকল ও বেতন উল্লেখপূর্বক লিখুন। বক্স নং ৮০৭৯ আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা-১।

একজন সুদক্ষ অন্ততঃপক্ষে ৫/৬ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মেনটানেন্স ফিটার কাম ডাই মেকার প্রয়োজন। লিখুন বক্স নং ৮০৯৩ আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা-১।

ভিক্টোরিয়া ৪২০ অটোমেটিক ফ্ল্যাট বেড প্রিণ্টিং মেসিনের জন্য কলারের কাজ জানা অভিজ্ঞ মেসিনম্যান আবশ্যক। বয়স, কারিগরী জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও ন্যূনতম বেতনের উল্লেখসহ ১০ দিনের মধ্যে আবেদন করুন। বক্স নং ৭৭২২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৪০৯)

রান্না গৃহকার্যের মধ্যবয়স্কা মহিলা চাই। ১০—১২টা। হেলথ ক্লিনিক, ২৭/৭, নর্দার্ন এভিনিউ, পাইকপাড়া। (বি ও ২০৪২)

সংস্কৃতি ও সমাজসেবামূলক কাজে আগ্রহ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পার্ট টাইম মহিলা কর্মী আবশ্যক। ভালো টাইপিস্ট অগ্রগণ্য। মাসে প্রথমে ষাট টাকা। বক্স নং ৮১৯৩ আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৭১২৭)

বালিগঞ্জ অঞ্চলে ৯ বৎসরের বালকের (খুবই উগ্র-স্বভাব) শিক্ষা এবং সর্বাণ তত্ত্বাবধানের জন্য সৎ ও ধীর-স্বভাব, পরিশ্রমী, স্বল্প-শিক্ষিত যুবকের প্রয়োজন। আহার, আশ্রয় ও মাহিনা দেওয়া হইবে। আবেদন করুন—বক্স নং ৮৩৩৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৯৮)

ছোট পরিবারের রান্না ও সাংসারিক কাজের জন্য মাঝারী বয়সের নির্ঝঞ্ঝাট ভদ্র মহিলা চাই। বক্স নং ৮৩৬৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২১৪)

কয়েকজন অভিজ্ঞ মহিলা টাইপিস্ট এবং টেলিফোন অপারেটারের কাজ শিখাইবার জন্য অভিজ্ঞ বয়স্কা শিক্ষিকা চাই। আবেদন করুন, বক্স নং ৮৪১৫, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (এ)

জার্মান কার্বন পেপার মেসিন অপারেটার ১ জন ও রং গ্রাইণ্ডিং মেসিন অপারেটার ১ জন সত্বর আবশ্যক। ৫ বৎসরের অভিজ্ঞ ব্যক্তিই দরখাস্ত করিবেন। বক্স নং ৮২৬৮ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১।
(সি ৬৯৩৩)

PUBLIC SERVICE COMMISSION, WEST BENGAL
Bengali Typists' Recruitment Examination, January, 1972
ANNOUNCEMENT
The examination will be held on Saturday, the 1st January, 1972 at the Commission's Examination Hall at 9/1B, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9.
Admit Cards to all eligible candidates have been sent by Registered Post. (8506)

প্রত্যহ ২॥/৩ ঘণ্টা কাজ করিবার জন্য দ্রুত ও নির্ভুল টাইপ করিতে পারেন এইরূপ পুরুষ/মহিলা টাইপিস্ট চাই। যাঁহাদের স্পিড মিনিটে ৫০টি শব্দের বেশি এবং স্টেটমেণ্ট ও ফিগার ওয়ার্ক উত্তমরূপে টাইপ করিতে পারেন তাঁহারা বাঞ্ছিত সময় ও প্রত্যাশিত বেতন উল্লেখে ইংরেজিতে টাইপ করা দরখাস্ত পাঠাইবেন। বক্স নং ৮২৬২ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১।

কর্মখালি

জুট টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিজ
ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ

বিজ্ঞাপন নং ৩/৭১। ডিরেক্টর, জুট টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিজ, ১২, রিজেণ্ট পার্ক, টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৪০, **কেবলমাত্র তপসীলভুক্ত জাতি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত** নিম্নলিখিত পদগুলির নিমিত্ত দরখাস্ত আহ্বান করিতেছেন।

(১) **সিনিয়র মিল মেকানিক**—১টি পদ (১১০—৩—১৩১—৪—১৭৫—৫—১৮০, টাকা)। যোগ্যতা : ব্যাচিং হইতে ওয়াশিং সমেত জুট মিল মেসিনারির রক্ষণাবেক্ষণে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা। বাঞ্ছনীয় : ওয়ার্কশপ মেসিন এবং উইভিং এবং সংশ্লিষ্ট মেসিনারি হ্যাণ্ডলিং-এর ক্ষমতা। বর্তমানে প্রারম্ভিক মোট মাসিক বেতন : ২৭০, টাকা (আনুমানিক)।

(২) মিল মেকানিক—১টি পদ (৮৫—২—৯৭—দঃ বাঃ—৩—১৩০ টাকা)।

যোগ্যতা : ব্যাচিং হইতে স্পিনিং সমেত জুট মিল মেসিনারি হ্যাণ্ডলিং এর যথেষ্ট ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাসহ যোগ্য মেকানিক। বর্তমানে প্রারম্ভিক মোট বেতন : ২১০, টাকা আনুমানিক।

(৩) মেসিন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট—১টি পদ (৮০—১—৮৫—২—৯৫—দঃ বাঃ—৩—১১০ টাকা)।

যোগ্যতা : বিমিং এবং লুমা টিউনিং-এর জ্ঞান সহ কোনো জুট মিলে উইভার-রূপে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা (অথবা কোনো জুট মিলে কার্ডিং এবং স্পিনিং-এ ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা)। বর্তমানে মোট প্রারম্ভিক বেতন : ২০০ টাকা আনুমানিক। বয়ঃসীমা : ৩৫ বৎসর, রুল অনুসারে শিথিলযোগ্য। ২নং দফার অধীন পদটি স্থায়ী কিন্তু অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত করা হইবে, অবশিষ্ট পদগুলি অস্থায়ী কিন্তু অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলিতে পারে। যোগ্য ক্ষেত্রে ৫টি অগ্রিম বেতন বৃদ্ধিসমেত উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন দেওয়া যাইবে। মনোনীত প্রার্থীদের ২ বৎসর অবেক্ষাধীন থাকিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদেয় ভাতা সকল ক্ষেত্রেই দেওয়া হইবে। (কেবলমাত্র তফসিলভুক্ত জাতির প্রার্থী আবেদন করিবেন)। তফসীলী সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন এইরূপ প্রার্থীর আবেদন বিবেচিত হইবে না। পুরা নাম, ঠিকানা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়স ইত্যাদি উল্লেখে সাধারণ কাগজে এবং শংসাপত্র ও পরিচয় পত্রাদির প্রত্যায়িত নকলসহ দরখাস্ত ১৫-১-৭২ তারিখের মধ্যে ডিরেক্টরের নিকট পৌঁছান চাই। চাকরীতে নিযুক্ত প্রার্থীগণ নিয়মানুগ পদ্ধতিতে আবেদন করিবেন।
ডি এ ভি পি ৮৩৬(২)৭১ (৪৪৪০)

ডেপুটি চীফ পে অ্যাণ্ড অ্যাকাউণ্টস অফিসারের অফিস
মিনিস্ট্রী অব সাপ্লাই, ফুড অ্যাণ্ড এগ্রিকালচার, কলিকাতা

লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের অস্থায়ী পদে নিয়োগের জন্য প্যানেল তৈরির নিমিত্ত প্রার্থীদের স্বহস্তলিখিত দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

তফসিলি জাতি/উপজাতির প্রার্থী এবং ভূতপূর্ব যুদ্ধ চাকুরীয়াদের জন্য পদগুলির নির্ধারিত শতকরা হার সংরক্ষিত আছে।

যোগ্যতাবলী : তফঃ জাতি এবং তফঃ উপজাতির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের ম্যাট্রিকুলেশন বা সমতুল পরীক্ষা পাস এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে মোট নম্বরের শতকরা ৫০ নম্বর পাইয়া থাকা চাই। হায়ার সেকেণ্ডারী এবং/বা প্রি ইউ-তে ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণও আবেদন করিতে পারেন। টাইপিংয়ে প্রার্থীদের প্রতি মিনিটে অন্তত ৪০টি শব্দের স্পীড থাকা চাই। প্রাপ্ত দরখাস্তের সংখ্যা যদি অত্যন্ত বেশী হয় তবে আবশ্যক সীমার মধ্যে সংখ্যা রাখিবার উদ্দেশ্যে টেস্ট/ইণ্টারভিউয়ের জন্য প্রার্থী আহ্বানের ব্যাপারে নম্বরের শতকরা উপযুক্ত উচ্চতর হার বা যোগ্যতা নির্ধারণ করা হইবে।

বয়স : ১-২-১৯৭২ তারিখে ১৮ ও ২১ বৎসরের মধ্যে। ছাঁটাই সরকারী কর্মচারী, তফসীলী জাতি/উপজাতি ও অন্যান্য নির্দিষ্ট পর্যায়ের ক্ষেত্রে রুল অনুযায়ী ঊর্ধ্বতন বয়ঃসীমা শিথিলযোগ্য।

বেতন : ১১০-৩-১৩১-৪-১৫৫,—দঃ বাঃ—৪-১৭৫-৫-১৯০, টাকা তদুপরি প্রচলিত ভাতাসমূহ। এই নিয়োগে চীফ পে অ্যাণ্ড অ্যাকাউণ্টস অফিসার্স অর্গানিজেশনের ভারতের যে কোন স্থানে ইতঃপূর্বে বর্তমান বা খোলা হইতে পারে এরূপ যে কোন শাখা/সাব অফিসে চাকরি করিবার এবং অফিসের কাজের কোন অংশ যদি অন্যত্র স্থানান্তরিত হয় তবে এই ডিপার্টমেণ্টের বাহিরে বদলী হইবার বাধ্যবাধকতা আছে।

প্রার্থীগণকে টাইপিং-এর পরীক্ষা ও ইণ্টারভিউয়ের জন্য কলিকাতায় হাজির হইতে হইবে।

ডেপুটি চীফ পে অ্যাণ্ড অ্যাকাউণ্টস অফিসার, মিনিস্ট্রি অব সাপ্লাই, পি-২, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা-১ শিরোনামে দরখাস্ত এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ হইতে ১৫ দিন মধ্যে তাঁহার নিকট পৌঁছান চাই। দরখাস্তের সঙ্গে শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত সার্টিফিকেট, ম্যাট্রিকুলেশন বা সমতুল পরীক্ষার মার্কসীট এবং বয়সের সার্টিফিকেট শেষ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহার প্রধানের নিকট হইতে এবং বর্তমান নিয়োগকর্তার (যদি থাকে) নিকট হইতে সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেটের অবিকল নকল (গেজেটেড অফিসার দ্বারা প্রত্যায়িত অথবা প্রার্থীর নাগরিকত্ব সম্পর্কে উল্লেখ সহ কোন গেজেটেড অফিসারের নিকট হইতে পূর্ব দুই বৎসর সম্পর্কে সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট) থাকা চাই এবং প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতির সমর্থনে অন্যান্য সার্টিফিকেটও দরখাস্তের সঙ্গে থাকা চাই।

দরখাস্তে নিম্নোক্ত মর্মে তথ্যাদিও থাকা চাই—(১) প্রার্থীর নাম, (২) ডাকের ঠিকানা, (৩) নাগরিকত্ব, (৪) জন্মস্থান ও সঠিক তারিখ, (৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা—উত্তীর্ণ পরীক্ষা, উত্তীর্ণের বৎসর ও প্রত্যেকটিতে প্রাপ্ত ক্লাস, ডিস্টিংশন (যদি থাকে)-এর বিবরণী সহ, (৬) সরকারী বা আধা-সরকারী ডিপার্ট বা সংস্থায় পূর্বতন ও বর্তমান চাকরি (যদি থাকে), (৭) কর্মসংস্থান কেন্দ্রে রেজিস্ট্রেশন নং (যদি থাকে), (৮) এস/সি, এস/টি/প্রাক্তন সামরিক চাকরিয়া কিনা, (৯) অগ্রাধিকারের দাবির সমর্থনে কাগজপত্রে প্রমাণ।

প্রার্থীগণকে উপরে উল্লেখিত মূল শংসাপত্র ইত্যাদি সহ টেস্ট/ইণ্টারভিউয়ের জন্য নিজ ব্যয়ে উপস্থিত হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। টেস্ট/ইণ্টারভিউয়ের নিমিত্ত আহূত তপসীলী জাতি/উপজাতির প্রার্থিগণকে এক-এক দিকের পথের দূরত্ব যদি ৪০ কিঃ মিঃ-এর বেশী হয় তবে, যাতায়াতের জন্য রুল অনুযায়ী সিঙ্গেল তৃতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া দেওয়া হইবে।

সরকারী চাকরিরত প্রার্থিগণ নিয়মানুগ পদ্ধতিতে দরখাস্ত করিবেন। ঐরূপ দরখাস্তের অগ্রিম কপি গ্রাহ্য হইবে না। এই সংস্থায় নিয়োগ নূতন নিয়োগ হিসাবে গণ্য হইবে এবং পূর্বের চাকরির ছুটি, পেনসন, লিয়েন বা যে কোন প্রকার সুবিধা প্রার্থী বা পূর্বের নিয়োগকর্তাকে দেওয়া হইবে না। প্রার্থীদিগকে তাঁহাদের দরখাস্তে এই মর্মে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে এবং ফরোয়ার্ডিং অফিসকে তাঁহাদের ফরোয়ার্ডিং এনডরসমেণ্টে এই সমস্ত শর্ত গ্রহণ করার বিষয় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।
ডি এ ভি পি ৬৬৫(৩৩)/৭১ (৪০৯৪)

পাশকরা কম্পাউণ্ডার আবশ্যক—বাবুরহাট ফার্মেসী, ২৬৩ রবীন্দ্র সরণি। (সি ৬৮৭০)

শিক্ষক-শিক্ষিকা

২৫ উমাচরণ ভট্টাচার্য লেনস্থ হাওড়া রামকৃষ্ণ হাই স্কুলের সম্পাদকের নিকট অনার্স বা এম এ পাশ ভূগোল শিক্ষকের দরখাস্ত আগামী ৩১-১২-৭১ পর্যন্ত আহ্বান করা যাইতেছে। (৪৪৭৪)

কর্মপ্রার্থী

প্রি-ইউ অবধি ছাত্র-ছাত্রী দায়িত্বে পড়াই/ অভিজ্ঞ। প্রবীণ শিক্ষক/চট্টোপাধ্যায়, ৯৭।১।কে টালিগঞ্জ রোড, কলি-২৬। (বি ও ১১৯)

ফিজিক্স অনার্স এম-টেক। হাঃ-সেঃ প্রি-ইউ নিজ গৃহে (নারিকেলডাঙ্গা ফুলবাগান) ছাত্র গৃহে পড়াব। বক্স নং ৮৩৯১, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (বি ও ৩৪৬১)

অভিজ্ঞ এম এস-সি, হাঃ সেঃ ও বি এস-সি ছাত্রকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অংক (অনার্স) পড়াব। বক্স নং ৮১১৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৬৮২)

শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ, বি এস সি, হাঃ সেঃ পর্যন্ত বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী পড়াইতে চাই। বক্স নং ৮০২৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০০২)

অভিজ্ঞ শিক্ষক (বি এস্‌সি ডিস্টিং, অংক ৮৪%); বি এ (স্পেশাল) ইংবাংলা। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী দায়িত্বসহ পড়াব। পি ব্যানার্জি, ৬/২, শশিশেখর বসু রো, কলি-২৫। (সি ৬৯২৭)

প্রফেসর ইংরাজী/বাংলা অনার্স পর্যন্ত পড়াবেন। এস ভট্টাচার্য, ১০, বদন রায় লেন, কলি-১০। (সি ৬৯৫৪)

অভিজ্ঞ এম-কম শিক্ষক। দঃ কলিঃ হাঃ সেঃ কমার্সের ছাত্র-ছাত্রী সযত্নে পড়াইতে চান। বক্স নং ৮৩২৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১১৯২)

এম এস সি (ফিজিক্স), রিসার্চ স্কলার, বি এস সির ছাত্রছাত্রী পড়াইব। পাড়ুই, ২৮/২, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলি-৫৪। (সি ৬৬৫৫)

কৃতী অধ্যাপক, রসায়ন এইচ এস, পি ইউ, ডিগ্রী, পাস, অনার্স দায়িত্বে পড়াই। বক্স নং ৮২৬৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৩১)

বেসিক ট্রেণ্ড শিক্ষিকা। ৬ বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে। কলিকাতা অথবা ২৪ পরগণার স্কুলে কাজ চাই। বক্স নং ৮২৩৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ২০৪০)

ADVOCATE, C.A. (FINAlist coaches B. Com., M. C.A. (Inter) students. Dhar, 7C, Natabar Dutta Row, Calcutta-12. (C 6600)

স্টকিস্ট ও ডিলার

আমাদের মাটি পরীক্ষার যন্ত্র বাংলা, বিহার আসাম উড়িষ্যা, ত্রিপুরা অঞ্চলে বিক্রয় করার জন্য চাষের সামগ্রীতে বিক্রীর অভিজ্ঞতা আছে এমন স্টকিস্ট চাই। বক্স নং ৮১০০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৬৯০)

পেয়িং গেস্ট

পেয়িং গেস্ট চাই। চার্জ ৯০, চাকুরিরত স্বামী-স্ত্রী অগ্রগণ্য। বক্স নং ৮২৪০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৪৫)

সুপরিচ্ছন্ন পরিবেশে সম্ভ্রান্ত পুরুষ পেয়িং গেস্ট রাখিতে চাই। ১১৫ই, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯। (সি ৭১৫৮)

সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দর পরিবেশে চাকুরিজীবী পেয়িং গেস্ট রাখিতে চাই। গড়িয়াহাট নিকট ১৯৫/১ রাসবিহারী এভিনিউ। ফোন : ৪৬-৯৩৭৮। এস হালদার। (সি ৬৬৯১)

আহার ও বাসস্থান

দঃ কলিঃ ১২০,—১৪০, ট্রাম-বাস-স্টপ-সংলগ্ন আহার ও বাসস্থান। ২০৬বি এস পি মুখার্জি রোড দোতলা কলি-২৬। (বি ও ১১৩)

পাত্র চাই

দঃ কলিঃ শিক্ষয়িত্রী গ্র্যাজুয়েট বেশ উঃ শ্যামবর্ণা পাত্রীর (২৩) জন্য উপার্জনশীল পঃ বঃ কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৮১৭৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১২০)

সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন পরিবারের সুন্দরী, বোটানীতে এম এস সি (অনার্স) সঙ্গীতজ্ঞা, মৌদগল্য গোত্র, ২৪ বৎসর বয়স্কা বৈদ্য পাত্রীর জন্য উচ্চশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৮১৩৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৬৯৬)

তিলী পাত্র চাই—সম্ভ্রান্তবংশের উজ্জ্বল গৌরবর্ণা, অপূর্ব সুন্দরী, সুগঠনা নম্র স্বভাবা, গৃহকর্মনিপুণা, স্মার্ট এম এ পাত্রীর (২৬) জন্য উচ্চ স্থায়ী পদে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৮১৪১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১০১)

সম্ভ্রান্ত বংশীয় সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী সর্বগুণসম্পন্না পি উ সিনিয়র ট্রেণ্ড শিক্ষয়িত্রী পাত্রীর (৩৩) জন্য অকাশ্যপ বৈদ্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৮১৬৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১০৭)

শ্রীহট্ট নিবাসী কায়স্থ অপূর্ব মুখশ্রীযুক্তা স্বাস্থ্যবতী ম্যাট্রিক পাশ সর্বগুণসম্পন্না পাত্রীর জন্য ৩৬ অনূর্ধ্ব উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৮১৬৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১০৪)

বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ব্রাহ্মণ (কাশ্যপ) স্কুঃ ফাঃ অনুত্তীর্ণা গৌরবর্ণা প্রকৃত সুন্দরী তন্বী (২২) পাত্রীর জন্য শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত (২৮/২৯) পাত্র চাই। বক্স নং ৮১৬৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১০৬)

পূঃ বঃ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ (২৪) সুশ্রী এম-এ ১·৫ মিঃ উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৮০১৬, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬৮৯৫)

কেঃ সঃ চাকুরিরতা ৪০০, বি-এ (অনার্স) এম-এ (পলিঃ সায়েন্স) সুশ্রী ভরদ্বাজ পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। অধ্যাপক অগ্রগণ্য। বক্স নং ৮০২০, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬৮৯৮)

পাত্রী (২১) ৫'-১" (১·৫২ মিঃ) বি-এ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সদ্বংশজাত কাশ্যপ ফর্সা সুন্দরী, সুকেশী, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা। গেজেটেড অফিসার অধ্যাপক অথবা সুপ্রতিষ্ঠিত চাকুরিয়া অকাশ্যপ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৮০২১, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬৮৯৯)

পাত্রী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্য বি এস-সি সঙ্গীতজ্ঞা সুশ্রী সুন্দরী মধ্যম বর্ণা ২২ বৎসর উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চ (১·৫৭ মিঃ)। উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৮০২৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০০১)

বৈশ্যসাহা পাত্র চাই

শিল্পপতির সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী বিদুষী (বি-এ পার্ট টু বাংলা অনার্স পরীক্ষা দিয়াছে) ও সর্বগুণসম্পন্না কন্যার জন্য উপার্জনশীল ইঞ্জিনীয়ার ডাক্তার অথবা সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। পাত্রের কলিকাতায় নিজস্ব বাড়ী থাকা আবশ্যক। বিস্তারিত বিবরণ সহ পত্র লিখুন। বক্স নং ৮০২২, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬৯০০)

সম্ভ্রান্ত রাঢ়ী, ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্যগোত্রীয়া, উজ্জ্বল গৌরবর্ণা, সুশ্রী, সুগঠনা, উঃ ১·৬০ মিঃ (৫'-৩") কৃষ্টিসম্পন্না, অনার্স, গ্রাজুয়েট পাত্রীর (২৫) জন্য সম্ভ্রান্ত বংশীয় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সি এ অথবা গেজেটেড অফিসার সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ পাত্র (৩০-৩২) চাই। বক্স নং ৮০১২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৯১)

মাহিষ্য পশ্চিমবঙ্গীয়, সুশ্রী, মাঝারি ফর্সা (২০) প্রি ইউ, স্বাস্থ্যবতী পাত্রীর জন্য সুউপায়ী পাত্র চাই। বক্স নং ৮০২৭ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৭০০৫)

পূঃ বঃ কুমিল্লা জেলার সম্ভ্রান্ত দত্ত বংশীয়া (৫'-৩½") ১·৬২ মিঃ, সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, বি এ পাশ, গৃহকর্মনিপুণা (২৫) পাত্রীর জন্য উপার্জনশীল পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। বক্স নং ৮০২৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০০৬)

পঃ বঃ ব্যানার্জি (২১) হাঃ সেঃ অতীব সুশ্রী পাত্রীর সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৯০৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯০৫)

পঃ বঃ সুবিখ্যাত কায়স্থ বংশের প্রকৃত সুন্দরী, মধ্যম ফর্সা, তন্বী, সুগঠনা, বি এস-সি (অঃ) এম এস-সি পরীক্ষার্থিনী, শিক্ষিকা কন্যার (২৪, ১·৫২ মিঃ) জন্য সংস্কারমুক্ত, শিক্ষিত পরিবারের উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৭৬৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৬১৬)

যাদব পাত্র চাই

কলিকাতার সম্ভ্রান্তবংশের প্রকৃত গৌরবর্ণা সুন্দরী শিক্ষিতা গৃহকর্মনিপুণা পাত্রীর (২৪) জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৮৩৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৪৫)

মাহিষ্য পাত্র চাই

পাত্রী (২০) মধ্যম শিক্ষিতা, দোহারা, গৃহকর্মনিপুণা, আলিম্যান গোত্র, পূঃ বঃ (কুষ্টিয়া) সু-উপার্জিত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৮৮৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৪৩)

বারুজীবী/অসবর্ণ পাত্র চাই

পাত্রী সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী (২৫) এম বি বি-এস ১·৫২ মিঃ (৫ ফুট) স্বাস্থ্যবান ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সি-এ অথবা অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন পাত্র আবশ্যক। বক্স নং ৭৮৭৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৪০)

কুম্ভকার-পাত্র চাই

সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা, বি-এ শিক্ষিকার জন্য উপযুক্ত সুউপায়ী, স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন (৩০ উর্ধ্বে) পাত্র চাই। বক্স নং ৭৮৫৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৫৬)

তিলি পাত্র চাই

প্রি-ইউ অনুত্তীর্ণা স্বাস্থ্যবতী মধ্যমবর্ণা পাত্রীর (২৩।২৪) উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৭৮২৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৬৪২)

পাত্র চাই

পাত্রী কুমিল্লা বি এ ২৩ (৫'-১") ১·৫৫ মিঃ স্লিম ফর্সা সুশ্রী সঙ্গীতজ্ঞা সুকেশী শাণ্ডিল্য গোত্রা দেবগণ, শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৭৯৪২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৩০)

গাঙ্গুলী বি এস্‌সি (পি বি) ২৫ সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী ১·৬০ মিঃ (উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার চাকুরী স্থিরীকৃত) পাত্রীর জন্য উপার্জনক্ষম, স্বাস্থ্যবান, সুরুচিসম্পন্ন নির্ঝঞ্ঝাট ৩০।৩১ অনূর্ধ্ব অসবর্ণ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। পাত্রীর পিতা কলিকাতার সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, পূর্ব নিবাস বাংলাদেশের বিক্রমপুর, অধুনা শহরতলীতে নিজস্ব দোতালা বাড়ী। বক্স নং ৭৯৪১ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৬৫২২)

পূঃ বঃ কায়স্থ, (২১) বি এ দ্বিতীয় বর্ষ পাঠরতা, গৃহকর্মনিপুণা, ফর্সা, দোহারা পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৯৩৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯২৫)

সাবর্ণ গোত্রা মধ্যমবর্ণা নম্রস্বভাবা এম এ (বাংলা) পরীক্ষার্থিনীর (২৪) জন্য বনেদী বংশের অধ্যাপক, শিক্ষক বা সমতুল্য সরকারীরত উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৯৩৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯২০)

পাত্রী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ (২৪) (বাংলা) হায়ার সেকেণ্ডারী, গৃহস্থকর্মে নিপুণা। শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্তী। ৭ রাণী রাসমণি রোড, পোঃ নরগ্রাম, হুগলী। (সি ৬৯২২)

পূর্ববঙ্গীয়, গৌরবর্ণা, সুশ্রী (২৪) ৪ ফুঃ ১১ ইঃ বি এ পাত্রীর জন্য গেজেটেড অফিসার, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, সি এ অথবা উপযুক্ত কর্মকার পাত্র চাই। ডাঃ সুকুতীশ্বর কর্মকার, এ/২০৪ এইচ বি টাউন, সোদপুর, ২৪ পরগণা। (সি ৬৮৪৪)

ঢাকার কায়স্থ প্রথম শ্রেণীতে এম এস্‌সি গবেষণারত অধ্যাপিকা (২৪) সুন্দরমুখশ্রী শ্যামবর্ণা ১·৬৩ মিঃ পাত্রীর পাত্র চাই। অমিয়া নন্দী, ১০এ নন্দন রোড, কলিকাতা-২৫। (সি ৬৮৩৯)

বরিশালবাসী সুশ্রী গৃহকর্মনিপুণা হাঃ সেঃ পাশ দীর্ঘাঙ্গী গাঙ্গুলী পাত্রী (২৮)র জন্য শিক্ষিত চাকুরীয়া ত্রিশ বা তদূর্ধ্ব বয়সের কুলীন পাত্র চাই। নিশিভূষণ গাঙ্গুলী, ১৬৭।৮ বি এম রোড, কলি-১০। (সি ৬৮৪৬)

টাঙ্গাইলের কায়স্থ অধ্যাপকের সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, মধ্যমবর্ণা, বি এসসি অনুত্তীর্ণা কাশ্যপ গোত্র (৫'-২") ১·৫৭ মিঃ পাত্রীর (২২) জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। প্রফেসর প্রতাপচন্দ্র রায়, ঢাকুরিয়া ইস্ট রোড, পোঃ হালতু, ২৪ পরগণা। (সি ৬৮৪০)

পাত্রী টাঙ্গাইলের কায়স্থ (২৩) ১·৬৭ মিঃ ফর্সা, সুশ্রী, বি-কম, আই সি টি ট্রেণ্ড কেঃ সঃ চাকুরীরতা উপযুক্ত পাত্র চাই। এ সে, ৩/৯ বিবেকনগর, কলিকাতা-৩২। (সি ৬৮৪২)

সুশ্রী, ফর্সা, বঙ্গজ, গুহ, সুচী, গীটারে দক্ষা, দশমমান পাত্রীর জন্য ম্যাট্রিক পাশ পাত্র (৩৬—৪০) চাই। বক্স নং ৭৯৭৮ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৬৮৬১)

স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী বি এ (২৫) দঃ রাঃ মৌলিক কায়স্থ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৯৭৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৫৪)

পাত্রী পূঃ বঃ কায়স্থ কনভেণ্ট পড়া ইংরাজীতে এম এ মধ্যমবর্ণা, সুশ্রী, ৫'-৩" (১·৬১ মিঃ) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্লাশ ওয়ান অফিসারের একমাত্র কন্যার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত অফিসার পাত্র চাই। বক্স নং ৭৯৭৫ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৬৮৫৭)

ময়মনসিংহের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ এম-এ (বি টি পাঠরতা) (২৭) শিক্ষয়িত্রীর জন্য ৩৫ অনূর্ধ্ব সুউপায়ী/প্রফেসর পাত্র চাই। বক্স নং ৭৯৭৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৫৬)

সুশ্রী স্লিম বি-এ ২৫ পাত্রীর জন্য পশ্চিমবঙ্গীয় শিক্ষিত উপার্জনশীল কর্মক্ষম অকাশ্যপ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৭৯৭৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৫৫)

বঙ্গজ ঘোষ অধ্যাপিকা পাত্রীর জন্য চল্লিশ-ঊর্ধ্ব উপযুক্ত পাত্র চাই। অধ্যাপক অগ্রগণ্য/উচ্চ-অসবর্ণ চলিবে। বিস্তারিত বিবরণসহ লিখুন। বক্স নং ৭৯৭১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৫৩)

মাহিষ্য পাত্র চাই—পাত্রী (২২) উচ্চপদস্থ অফিসারের কন্যা ১·৫২ (৫ ফিট) সুশ্রী মধ্যমবর্ণা এম-এ পাঠরতা বাদ্যসংগীতে পারদর্শী পাত্র এম ডি, এম ও, এম এস, এফ আর সি এস বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৭৯৫৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৪১)

পূঃ বঃ কায়স্থ (২৯) ১·৫৭ মিঃ শিক্ষিকা এম-এ সুশ্রী শ্যামবর্ণা সুগায়িকা গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৯৫৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৪০)

সদ্গোপ বি এ, সুন্দরী পাত্রীর পূঃবঙ্গীয় শিক্ষক/প্রফেসর/প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৯৫৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৩৭/২)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ সুন্দরী গৌরবর্ণা স্কুঃ ফাঃ দিয়াছে পাত্রীর (২০) জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। রাঢ়ীতেও চলিবে। বক্স নং ৭৯৫২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৩৫)

ফর্সা সুশ্রী তন্বী দীর্ঘাঙ্গী গৃহকর্মনিপুণা সঙ্গীতজ্ঞা এম এ কায়স্থ পাত্রীর (২৮) অফিসার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সি এ অধ্যাপক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। বক্স নং ৭৯৮২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৬৫)

২৬ বয়স্কা সুশ্রী অষ্টম শ্রেণী পাঠ তাম্বুলী পাত্রীর জন্য হৃদয়বান উদার উপায়ক্ষম যে কোন বর্ণের হিন্দু পাত্র চাই। বক্স নং ৭৯৮৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৬৬)

পাতলা গড়নের গৃহকর্মনিপুণা উঃ শ্যামবর্ণ বি-এ বিটি পাত্রীর জন্য শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত (৩২—৩৮) কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৭৯৮৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৬৭)

পাত্র চাই

ফর্সা দীর্ঘাঙ্গী মঃ চাকুরে তিলী পাত্রীর (২৩) সুপাত্র চাই। বাড়ি বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৮১৯২, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৭১২৬)

ব্রাহ্মণ পাত্র চাই

পঃ বঃ রাঢ়ী অকাশ্যপ ব্রাহ্মণ ডাক্তার ব্যারিস্টার ইঞ্জিনীয়ার বা উচ্চপদস্থ পাত্র (৩৫/৩৬) ও (৩৯/৪০) পঃ বঃ রাঢ়ী কাশ্যপ ব্রাহ্মণ গ্রাজুয়েট অনিন্দ্যসুন্দরী পাত্রীদ্বয়ের জন্য চাই। বক্স নং ৮২৪৪, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (বি ও ১৭৬০)

কায়স্থ পাত্র চাই

পাত্রী (২২) ফর্সা ও সুন্দরী। দুর্গাপুরে সিনিয়র ও টি নার্স (৪০০,) পূর্ব নিবাস খুলনা। উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৮২২২, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৭১৬১)

বৈদ্য পাত্র চাই

পাত্রী সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী বরিশালের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা (২৬) এম-এ বি এড মেদিনীপুরে শিক্ষিকা। বক্স নং ৮২৯৫, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬৯৬২)

কায়স্থ গুহ নিয়োগী সুশ্রী ফর্সা দীর্ঘাঙ্গী বি-এ পাঠরতা পাত্রীর (১৮)র শিক্ষিত উপার্জনশীল সদ্বংশের পাত্র চাই। ব্যানার্জী, ২৩/এ/১, খানপুর রোড, কলিকাতা-৪৭। (সি ৭১৭০)

বারেন্দ্র কাশ্যপ উজ্জ্বল শ্যাম সুদর্শনা লাবণ্যময়ী বিএ অনার্স (২৩) পাত্রীর সংস্কারমুক্ত যে কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৮১৯৭ আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৭১৩২)

সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারের গৌরবর্ণা সুশ্রী দোহারা (৫'—২") ১·৫৭ মিঃ বি-এ (অনার্স) পাত্রীর (ভাই নাই) জন্য রাঢ়ী অভরদ্বাজ সুপ্রতিষ্ঠিত পঃ বঃ উপযুক্ত পাত্র (২৮—৩৪) চাই। মাঘেই বিবাহ। বক্স নং ৮২০০, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৭১৩৬)

যাদব পাত্র চাই

পাত্রী (২৩) হাঃ সেঃ গৌরবর্ণা ও সুন্দরী পঃ বঃ শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৮০৬৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০২৮)

তাম্বুলী পাত্র চাই

সুশ্রী, স্লিম, ফর্সা, এম এস্‌সি পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৮০৯৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৬৬০)

গন্ধবণিক পাত্র চাই

সেলাই কার্যে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত প্রি ইউ পাঠরতা পাত্রীর (২২) জন্য গভর্নমেণ্ট চাকুরিয়া অথবা ব্যবসায়ী পাত্র চাই। বক্স নং ৮১০৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৬৬৭)

সদ্গোপ পাত্র চাই

পাত্রী সুন্দরী ফর্সা লাবণ্যময়ী (১৯) উচ্চতা ৫'-৩" (১·৬০ মিঃ) অনার্স সহ বি এ পার্ট টু পরীক্ষা দিয়াছে। অফিসার/ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/সি. এ/প্রফেসার পাত্র চাই। বক্স নং ৮১২০ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৬৬৪৮)

বারুজীবী/অসবর্ণ পাত্র চাই

সুশ্রী, উচ্চশিক্ষিতা, সম্ভ্রান্তবংশীয়া, শিক্ষিকা, উচ্চতা ১·৫০ মিঃ, বয়স ২৬ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৮০৬৭ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৭০২৭)

বৈশ্যসাহা পাত্র চাই

পাত্রী সুশ্রী ২১ (৫'-২") ১·৫৫ মিঃ সম্ভ্রান্তবংশীয়া বি এস্‌সি পার্ট ওয়ান দিয়াছে। সুশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৮০৪২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৬৫৩)

উঃ শ্যামবর্ণা গ্রাজুয়েট স্বাস্থ্যবতী ও ফর্সা স্লিম স্কুল ফাইনাল অনুত্তীর্ণা ২৪/১৯ গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীদ্বয়ের জন্যে উপযুক্ত পঃ বঃ মোদক পাত্র চাই। মিঃ নাগ, ৫, বেচারাম চ্যাটার্জি লেন, কলি-৫। (সি ৬৯৪০)

মাহিষ্য সম্ভ্রান্ত রুচিশীল পরিবারের সুশ্রী, সুতন্বী, স্বাস্থ্যবতী ১৬০ সিএম (৫' ৩") শিক্ষিতা (এম এ ইংরাজী) চিকিৎসকের কন্যা (২৫)। ভ্রাতা সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। সুযোগ্য পাত্র চাই। বক্স নং ৮৩৩৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

পাত্রী সূত্রধর, ২৫, এস এফ সুশ্রী। পাত্র চাই। বক্স নং ৮৩৩৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাৎস্য সুশ্রী এম এ পরীক্ষার্থিনী (২২) পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৮২৯৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৬৭)

পূর্ববঙ্গের কায়স্থ, সুদর্শনা, বি এ (পার্ট ১), কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরীরতা পাত্রীর (২৯) জন্য উপযুক্ত দাবিহীন, গ্রাজুয়েট ভাল চাকুরীরত পাত্র চাই। শ্রী এন এম সিনহা রায়, ৮ পার্ক টেরেস, সন্তোষপুর, কলিকাতা-৩২। (সি ৬৯৫৭)

সুন্দরী উঃ শ্যামবর্ণা বি এ বি টি শিক্ষিকা (২৮) কলিকাতায় বাড়ী বসু, পূঃ বঃ পাত্রী। সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপুরুষ পাত্র চাই। বক্স নং ৮৩২৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৮৭)

পঃ বঃ দঃ রাঃ কায়স্থ (ভরদ্বাজ) ফর্সা সুদর্শনা সুগঠনা (৫' ২") ১·৫৭ মিঃ পি জি পাঠরতা (২২) কন্যার জন্য উচ্চশিক্ষিত স্বাস্থ্যবান সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। প্রবাসে/বিদেশে কর্মরতে আপত্তি নাই। বক্স নং ৮৩১৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৭৯)

সুবর্ণবণিক ২৭-২৮, সুশ্রী উজ্জ্বল গৌরবর্ণা বি এ, বি টি শিক্ষয়িত্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। অসবর্ণে আপত্তি নাই। বক্স নং ৮৩১৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৭৪)

পাত্রী (২১), বসু, বি এ, ফর্সা, সুশ্রী ১·৫৭ মিঃ (৫' ২")। উপযুক্ত শিক্ষিত, উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৮৩১০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৭৫)

সুবর্ণবণিক ৩০-৩১ সুশ্রী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা গৃহকর্মে নিপুণা মধ্যমা মান পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই, অসবর্ণে বা নিঃসন্তান বিপত্নীকেও আপত্তি নাই। বক্স নং ৮৩১২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৭৭)

পাত্র চাই

বৈশ্য সাহা কেঃ প্রঃ শ্রেণী গেঃ অঃ-এর সুশ্রী এম বি বি এস (২৪) কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। অসবর্ণও বিবেচ্য। বক্স নং ৭৯১২, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬৯১০)

অভিজাত বসু (২৪) উজ্জ্বল গৌরবর্ণা প্রকৃত সুন্দরী বি-এ সঙ্গীতজ্ঞা পাত্রীর জন্য ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার সি-এ সমতুল্য পাত্র চাই (ফোন ৪৪-৮৭৪৯)। বক্স নং ৭৬৮৩, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬৫৪৬)

কেঃ গেজেটেড অফিসারের সুগঠিতা অতীব সুশ্রী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা গৃহকর্মনিপুণা পূর্ববঙ্গীয় মুখার্জি এম-এ পাত্রীর (২৩) জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৭০৪, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬৫৯১)

সদ্গোপ পাত্র চাই

সুন্দরী সঙ্গীতজ্ঞা গৃহকর্মে পারদর্শিনী বি এ ফাইন্যাল দিয়াছে এমন পাত্রীর (২১) জন্য ডাক্তার/ইঞ্জিনীয়ার বা অন্যভাবে শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৭০১৩, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬১৩২)

"বিক্রমপুরের রাঢ়ী শাণ্ডিল্য সুশ্রী গ্রাজুয়েট পাত্রী (২১) উপযুক্ত পাত্র চাই।" বক্স নং ৭৭১৪, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬৮০৪)

পাত্রী বৈদ্য ধন্বন্তরি (২৬) ফর্সা, সুন্দরী, গৃহকর্মনিপুণা, স্কুল ফাইন্যাল মান, উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৮১৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৬৩১)

পূঃ বঃ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ দত্ত গৌরবর্ণা সুন্দরী স্লিম বি-এ পাত্রীর (২০) জন্য শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৮২২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৬৩৭)

বি-এ বি-টি পাঠরতা (২৫) পাঁচ ফিট, উজ্জ্বল শ্যাম, স্বাস্থ্যবতী, সুশ্রী, ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। যশোহর খুলনা অগ্রগণ্য। বক্স নং ৭৮২৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৬৪৬)

বারেন্দ্র শাণ্ডিল্য গোত্র (২১) কনভেণ্ট শিক্ষিতা ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ, দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী ইংরাজী মাধ্যম স্কুলের শিক্ষিকার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত উচ্চশিক্ষিত বারেন্দ্র রাঢ়ী ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৭৮২৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৪০)

বিক্রমপুরের রাঢ়ী শাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ (২৮) বি-এ (অঃ) ফর্সা, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী (৫'-২") পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৮৩২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৪৪)

পঃ বঃ দঃ রাঃ ঘোষ গেজেটেড অফিসারের সুশ্রী কন্যার (২৬) জন্য উপযুক্ত পাত্র আবশ্যক। বক্স নং ৭৮৪০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৪৬)

পঃ বঃ দাক্ষিনাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ঘৃত-কৌশিক গোত্র কলিকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা (২২) ফর্সা, স্লিম (৫'-২") ১·৫৭ মিঃ হাঃ সেঃ পর্যন্ত। উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৮৫৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৫৫)

ফর্সা, সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী দীর্ঘাঙ্গী প্রিঃ ইউঃ পরীক্ষার্থিনী সঙ্গীতজ্ঞা পাত্রীর (২০) স্বাস্থ্যবান, শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত বৈদ্য পাত্র চাই। বক্স নং ৭৮৬১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৬৩)

তন্তুবায়/অসবর্ণ পাত্র (৪০—৪২) চাই। পাত্রী সূচীশিল্পে ও সঙ্গীতে নিপুণা, বি-এ (টু) দিয়াছে। বক্স নং ৭৮৬৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৬৭)

পাত্রী (২৭) বরিশালের কুলীন গুহ, সুন্দরী, ফর্সা, স্বাস্থ্যবতী ও গৃহকর্মনিপুণা। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সি-এ বা অফিসার পাত্র আবশ্যক। পাত্রপক্ষ বিস্তারিত বিবরণ লিখুন। বক্স নং ৭৮৭০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৭২)

চ্যাটার্জি (২৭) শিক্ষয়িত্রী (৫½) ১·৬৮ মিঃ আই এ (২৭৫,) শ্যামবর্ণা, সুশ্রী, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৮৭৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৭৫)

পূঃ বঃ কায়স্থ (১৮) বেতারশিল্পী, স্কুঃ ফাঃ দিবে, গৌরবর্ণা, সুশ্রী, সুগঠনা। বক্স নং ৭৮৭৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৭৮)

সুশ্রী দীর্ঘাঙ্গী (৫'-৫") ১·৬৫ মিঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ বৈদ্য পাত্রীর (২৭) জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৮৮২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৮২)

ফর্সা রং সুন্দরী গাঙ্গুলী ২২ এস এফ ১·৬১ মিঃ পাত্রীর কুলীন স্বাবলম্বী পাত্র চাই। বক্স নং ৭৮৮৫ আনন্দবাজার কলি-১। (সি ৬৭৮৫)

গ্র্যাজুয়েট সুশ্রী উঃ শ্যামবর্ণা পাত্রীর বারুজীবী/অসবর্ণ উপযুক্ত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৭৮৯০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৯৫)

পঃ বঃ দঃ রাঃ কায়স্থ ফর্সা, মঃ শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রীর পাত্র (৩৮ উর্ধ্বে) চাই। বক্স নং ৭৮৯৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৯০)

প্রকৃত সুন্দরী বি-এ সরকারী চাকুরিরতা কায়স্থ পাত্রীর (২২) ১·৬০ মিঃ জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৭৯০১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৯৪)

বৈশ্য সাহা বি-এ কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীরতা, শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। অসবর্ণে আপত্তি নাই। বক্স নং ৭৯০৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯০৩)

প্রবাসী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ রাঢ়ী বাৎস্য পরিবারের ফর্সা, সুন্দরী, কনভেণ্ট পড়া স্কলার এম-এ (ইং) ফাইনাল ইয়ার সঙ্গীতজ্ঞা সম্ভ্রান্ত পরিবারের উচ্চশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র আবশ্যক। বক্স নং ৭৯০৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯০৪)

কুমিল্লার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের সুশ্রী, গৌরবর্ণা বি এ পাঠরতা মৌদ্গল্য গোত্রিয়া পাত্রীর (৫'-৩") ১·৬০ মিঃ জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৮০৩০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০০৪)

পাত্রী চট্টগ্রাম অধুনা কলিকাতা সম্ভ্রান্ত কায়স্থ, সুশ্রী, বি এ মান (২[illegible]) সুপ্রতিষ্ঠিত সদুপায়ী শিক্ষিত পাত্র চাই। বক্স নং ৮০৩২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০১০)

পাত্র চাই

বৈদ্য পাত্র চাই

পাত্রী (২২), এম এস্‌সি, এল এল বি (পাঠরতা), ন্যাশনাল স্কলারশিপ প্রাপ্তা, সুগায়িকা, দীর্ঘাঙ্গী, সুশ্রী, গৃহকর্মনিপুণা, আত্রেয় গোত্র, সম্ভ্রান্তবংশীয়, পিতা বিহারের বিখ্যাত আইনজীবী। উচ্চশিক্ষিত প্রোফেসর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অথবা উচ্চপদস্থ সরকারী পাত্র (বয়স ২৮।২৯) চাই। বক্স নং ৭৮০৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

বটানিতে ডি-ফিল প্রার্থী সুশ্রী পাত্রীর (২৮) ৫'—৪½" ১·৬৪ মিটার জন্য উপার্জনশীল অপরাশর ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৮২৮১, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬৯৪৬)

ঢাকার কায়স্থ সুশ্রী বি-এ (২৪) স্বাস্থ্যবতী মধ্যম বর্ণা পাত্রীর উপযুক্ত সুপাত্র চাই। বক্স নং ৮২৮৩ আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিঃ-১। (সি ৬৯৪৮)

গৌরবর্ণা সুন্দরী ব্রাহ্মণ অধ্যাপিকা (২৪) ও গ্রাজুয়েটের (২২) জন্য পাত্র চাই। বক্স নং ৮২৯৩, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬৯৬১/১)

বৈদ্য পাত্র চাই—পূর্ববঙ্গীয় সি-এ ইঞ্জিনীয়ার ব্যাঙ্ক কর্মচারী, পাত্রী (১৯) মৌদগল্য (৪'—১০") ১·৪৭ মিঃ সম্ভ্রান্ত বংশীয়া গৌরবর্ণা স্লিম সুন্দরী বি এস-সি পাঠরতা। বক্স নং ৮২৪৬, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (বি ও ১৭৬৩)

উচ্চশিক্ষিত পাত্র (২৭—২৮) ইঞ্জি-নিয়ার, ডাক্তার, অফিসার। পাত্রী সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা (৫'—৩") ১·৬০ মিঃ মৌদগল্য গোত্র। এ বৎসর বি-এ অনার্স পরীক্ষা দিয়াছে। বয়স ২১। বক্স নং ৮২৭৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৪১)

পাত্রী বারুজীবী, ফর্সা, সুন্দরী (১৯) বি এস-সি পাঠরতা এবং গেজেটেড অফিসারের প্রথম কন্যা, উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৮২৭৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৪৩)

পাত্রী পূঃ বঃ রাঢ়ী ব্যানার্জি এম-এ পাঠরতা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা ২৭ সুশ্রী ভঙ্গজে চলে। বক্স নং ৮২৫৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১২১)

পাত্রী ময়মনসিংহের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ (২৩) বি এস-সি অনার্স মাঝারি গড়ন উচ্চতা ১·৫২ মিঃ (৫') মধ্যম বর্ণা সুশ্রী সুপ্রতিষ্ঠিত উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৮২৬৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯২৯)

পূর্ববঙ্গীয় অভিজাত সাবর্ণ, গাঙ্গুলী, সুন্দরী, স্লিম, উজ্জ্বল গৌরবর্ণা (৫'-৩") ১·৬০ মিঃ বি-এ অনার্স, সঙ্গীতজ্ঞা (২৪) জন্য রাঢ়ী, ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার পাত্রের আবশ্যক—মাঘ-ফাল্গুনেই বিবাহ। ঘটক যোগাযোগ করিবেন। বক্স নং ৭৯৮৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৬৯)

বিক্রমপুরের বারুজীবী এম এস্‌সি বি এড শিক্ষিকা ২৫½ স্বাস্থ্যবতী ফর্সা প্রকৃত সুশ্রী পাত্রীর জন্য ডাঃ, ইঞ্জিঃ অনুরূপ পাত্র চাই। বক্স নং ৭৯৮৯ আনন্দবাজার, কলি-১৭ (সি ৬৮৬৪)

সুন্দরী, ফর্সা, এম এস-সি (২২) ১·৭০ মিঃ পাত্রীর ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, সি এ, আই-এ-এস অকাশ্যপ ব্রাহ্মণ (২৮—৩২) পাত্র চাই। বক্স নং ৭৯৭৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৬২)

এম এ (অনার্স) গবেষণারত পূঃ বঃ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ফর্সা (২৫) সচ্ছল পিতার একমাত্র কন্যার প্রফেসার/উচ্চপদস্থ সুপ্রতিষ্ঠিত অফিসার পাত্র চাই। বক্স নং ৭৯৮০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৬৩)

সুশ্রী গৌরবর্ণা বি এ (অনার্স) পার্ট-টু পরীক্ষার্থিনী ব্রাহ্মণ রাঢ়ী সাবর্ণ (২২) ৫' (১·৫২ মিঃ) পাত্রীর জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ৭৯৯৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৭৮)

প্রকৃত সুন্দরী এম এ পাঠরতা বৈদ্য পাত্রীর (২১) জন্য উচ্চশিক্ষিত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত বৈদ্য পাত্র চাই। বক্স নং ৭৯৯০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৭৪)

রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, উঃ শ্যামবর্ণ, গৃহকর্ম-নিপুণা, নম্রস্বভাবা সিনিয়র ট্রেনিং (কলিঃ কর্পোঃ শিক্ষিকার জন্য সিলেক্টেড) পাত্রীর (২৪) জন্য অশাণ্ডিল্য পাত্র চাই। বক্স নং ৮০১১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি-৬৮৯০)

পাত্রী বৈদ্য ২৩ (৫' ৩") ১·৬০ মিঃ লরেটো গ্রাজুয়েট এম এস্‌সি পাঠরতা, পরমা সুন্দরী, গৌরবর্ণা বিলাতফেরত ডাক্তার ইঞ্জিঃ সি এ অফিসার পাত্র চাই। বক্স নং ৭৯৯৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৮৩)

শ্রীহট্টের শাণ্ডিল্য বিশিষ্ট সচ্ছল পরি-বারের ফর্সা অতিসুশ্রী এম এ (২৬) পাত্রীর সুশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৮০০০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৮৪)

মাহিষ্য পাত্র চাই। পূর্ববঙ্গীয় অবস্থাপন্ন পরিবারের এম এ পরীক্ষার্থিনী সুন্দরী তন্বী মাহিষ্য পাত্রীর (২১) জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ৮০১৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৯২)

পাত্রী ঘোষ ২৪ কেন্দ্রীয় আপার ডিভিশন ক্লার্ক। পূর্ববঙ্গ নির্ঝঞ্ঝাট ৩৫।৩৬ কায়স্থ অগ্রগণ্য। বক্স নং ৮০১৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৯৩)

বৈষ্ণব পাত্র চাই

পাত্রী এম-এ বিটি শিক্ষিকা। মধ্যমবর্ণা সুশ্রী উচ্চতা (৫') ১·৫২ মিঃ বয়স ২৫ গৃহকর্মাদিনিপুণা। সম্ভ্রান্ত পরিবার। উচ্চ শিক্ষিত সুউপায়ী পাত্র চাই। বক্স নং ৮০০৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

পাত্রী উলপুরের বসুরায়চৌধুরী বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ বি এ পাশ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা সুন্দর মুখশ্রীযুক্তা বিত্তশালী পরিবারের জীবনে সুখপ্রতিষ্ঠিত উপযুক্ত বঙ্গজ কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং [illegible]২৭০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৩৫)

বৈদ্য-শিক্ষয়িত্রী (৩০) এবং বি এ পাঠরতা (২০) পাত্রীদ্বয়ের জন্য ভালো চাকুরে বৈদ্য/কায়স্থ সুপাত্র চাই। বক্স নং ৮২৭২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৩৭)

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত বৈদ্য অধ্যাপিকা, ২৯, সঙ্গীতজ্ঞা, সুগঠনা ১·৬২ মিঃ শ্রীময়ী, মধ্যমবর্ণা। উচ্চ শিক্ষিত পাত্র চাই। উচ্চ-অসবর্ণ চলিবে। বক্স নং ৭৭৬৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৬২০)

বঙ্গজ কুলীন ঘোষ বসু ডাক্তার ইঞ্জিঃ সি-এ অনুরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত ৩২-৩৩ পাত্র চাই। পাত্রী সচ্ছল বনেদী (গৃহ) ফর্সা, সুশ্রী, গ্রাজুয়েট ও সঙ্গীতজ্ঞা। বক্স নং ৭৭১৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮০৩)

বিঃ অঃ কন্যা কায়স্থ (৩০) ৫' (১·৬২ মিঃ) চাকুরীরতা (৩৫০) স্বাস্থ্যবতী, সুশ্রী (ময়লা) বি-এ পার্ট টু দিয়াছে। গ্রেঃ অফিসার, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার বা অনুরূপ পাত্র চাই। বক্স নং ৭৭১৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮০৫)

পঃ বঃ সুশ্রী (২৮) মধ্যমবর্ণা, এম এ বি-টি শিক্ষিকা ১·৫২ মিঃ পাত্রীর ডাক্তার, অধ্যাপক বা অনুরূপ উচ্চপদস্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৭৭৪৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮১৮)

কেঃ সঃ গেজেটেড অফিসারের সুশ্রী, দীর্ঘাঙ্গী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, বি এস-সি পার্ট টু পাঠরতা একমাত্র কন্যার (২৪) জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত মাহিষ্য পাত্র চাই। বক্স নং ৭৭৪৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮১৯)

ফরিদপুর রাঢ়ী কাশ্যপ গৃহকর্মনিপুণা লাবণ্যময়ী পাত্রীদ্বয়ের (২৪/২৭) যথাক্রমে বি-এ পার্ট ওয়ান দোহারা গৌরবর্ণা এবং বি-এ স্বাস্থ্যবতী …

বারেন্দ্র সুশ্রী, ফর্সা, স্বাস্থ্যবতী, বি এ (অঃ) পার্ট টু দিয়াছে পাত্রীর (২০½) বাৎস্য ভিন্ন উপযুক্ত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ৮০৪৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ২৪৪৬)

পঃ বঃ মুখার্জী ২৯ সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা, স্কুঃ ফাঃ অনুত্তীর্ণা, সেলাই-এ ডিপ্লোমা, উপযুক্ত চাকুরে পাত্র চাই। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, ৬৭ই, যদুনাথ মুখার্জী রোড, বেহালা, কলি-৩৪। (সি ৭০২০)

সম্ভ্রান্ত দঃ রাঃ কায়স্থ (ভরদ্বাজ) ফর্সা, সুদর্শনা, টল, এম এ ছাত্রী (২২) বিত্তশালী ব্যবসায়ী কন্যার এম বি, বি ই, ব্যাঙ্ক অফিসার/অনুরূপ পঃ বঃ সুপাত্র চাই। রায় ৭১/১।১ বিধান সরণি-৬। (সি ৬৬৫৮)

বৈশ্য সাহা পাত্র চাই

ডাক্তার কন্যা—২২ বৎসর, উত্তম শ্যামবর্ণা, গভর্মেন্ট চাকুরীয়া (২৩০) ট্রেইন্ড নার্স কাম মিডওয়াইফ। শিক্ষিত ও উপার্জনশীল পাত্র চাই। বি দাস, দাস মেডিকেল স্টোরস্‌, নবদ্বীপ, নদীয়া। (৮০৭৮ এ)

সুশ্রী, সুগঠনা, স্বাস্থ্যবতী যাদব পাত্রী চাকুরে (৩২৫) শিক্ষিত পরিবার উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত পাত্র (৩২-৩৪) চাই। বক্স নং ৮০৫০ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ২৪৪৯)

পঃ বঃ (১৭, ৫'-১") ১·৫৫ মিঃ, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, দশম শ্রেণী পাঠরতা গৃহকর্মনিপুণা, পিতার একমাত্র কন্যার জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল পঃ বঃ সাহা …

পাত্রী চাই

বসু (খুলনা) ২৮ বি এস-সি, এল এম ই কেঃ সঃ এ গ্রেড সুপারভাইজার ৭০০, গ্রাজুয়েট ২০—২২, ১·৬০ মিঃ ১·৬৫ মিঃ অনিন্দ্যসুন্দরী গৌরবর্ণা পাত্রী চাই। স্কুল মিস্ট্রেস অগ্রগণ্য। বক্স নং ৭৭২৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮১০)

রেলে চাকুরীরত (TXR) পাত্রের (২৮) জন্য সুন্দর-মুখশ্রীযুক্তা, গৃহকর্মনিপুণা …

বিক্রমপুরের বসু ফর্সা সুদর্শন (৩৪) বৃটিশ ফার্মে কর্মরত (৮৫০) বালিগঞ্জে নিজ বাড়ি পাত্রের গৌরবর্ণা সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী বি-এ (২৫ অনুর্ধ্ব) পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৬৮৪, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬৫৮৭)

স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী গৌরবর্ণা শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বিক্রমপুর মিত্র ডিপ্লোমা (৩০/৩১) ১·৫৭ মিঃ সঃ চাকুরি …

বৈদ্য (৩০) কলিকাতায় শিক্ষক (৫০০) এম-এ বি-টি সঙ্গীতজ্ঞ নিজ বাড়ী সুন্দরী বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৭৮৭৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৭৭)

কায়স্থ দত্ত বি কম ২৯ বৃটিশ ফার্মে স্থায়ী চাকুরে পাত্রের জন্য শিক্ষিতা সুশ্রী পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৮৮৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৮৪)

পঃ বঃ গৌরবর্ণা সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী …

… এম এস-সি/এম এ বা অনার্স পাত্রী, দাবী নাই। বক্স নং ৮২৭৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৪৪)

… কুমিল্লা বাঞ্ছনীয়। রাশিচক্র। সুধীর সেন, ৩০২/২ আপার সার্কুলার রোড, কলি-৯। (সি ৬৯৪২)

… বোলিয়াতোড়, জেলা—বাঁকুড়া। (সি ৬৯৭০)

পাত্রী চাই

চাকুরীরতা বৈশ্য সাহা/অসবর্ণ পাত্রী চাই পাত্র ৩৩ আই-এ (৫'—৬") ১·৬৮ মিঃ কলিকাতায় কেঃ সঃ অডিটর ৩৬০। বক্স নং ৮২৪৯, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (বি ও ১৭৬৬)

বারেন্দ্রজীবী সুন্দরী পাত্রী চাই

পাত্র পঃ বঙ্গ সঃ চাকুরীয়া (৩০) ১·৬৮ স্কুঃ ফাঃ গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রী চাই। প্রকাশ বর্ধন, ৬ মিডল রোড, কলি-৩২। (সি ৬৩৩৫)

… কলিকাতাবাসী অগ্রগণ্য। পাত্রীর পূর্ণ বিবরণসহ লিখুন, বক্স নং ৭৮৬৯, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬৭৭১)

মাসিক ৫০০, উপার্জনশীল গাঙ্গুলী পাত্রের (৩২) জন্য সুশ্রী কলিকাতাস্থ চাকুরিরতা পাত্রী চাই। শিক্ষিকা অগ্রগণ্য। বক্স নং ৬৮৫৫, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (বি ও ১৭৫৩)

REQUIRED
ENERGETIC
SALES REPRESENTATIVE
FOR
BANGLA DESH

For sale and distribution of our products in Bangla Desh viz. welding electrodes; insulated cables & wires, ACSR & AA conductors; industrial oils; galvanised steel wires and tapes; radios and electronic components, etc.

Minimum qualifications: SSC with three years experience in sales of hard selling lines in Bangla Desh.

Location: Dacca.

Position is permanent, offers a challenging and rewarding career with fast developing organisation.

Remuneration and benefits will be commensurate with merits and experience.

Apply in confidence stating full particulars, salary drawn and expected to:

POWER CABLES
The Managing Director,
POWER CABLES (P) LTD.
24, Brelvi Sayed Abdulla Road,
Bombay 1

দেশ

খেলাধুলা সম্পর্কিত বিভিন্ন রচনা

সুঁটে ব্যানার্জি ঃ ফাস্ট বোলার চাই! শিক্ষার্থী কই? ॥ প্রদীপ ব্যানার্জী ঃ জিততেই হবে ॥ রাজন বালা ঃ ভারত উন্নত, না বিশ্ব-ক্রিকেট অবনত? ॥ চিরঞ্জীব ঃ ঢাল নেই, তরোয়াল নেই...' ॥ মুকুল দত্ত ঃ দুই দশকের হকি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঃ বাস্কেট, খো-খো, ভলি গড়ের মাঠেই বন্দী ॥ শ্রীধর কুণ্ডু ঃ ম্যানিখ প্রস্তুত হচ্ছে ॥ অর্জুন মণ্ডল ঃ কেন এত পরাজয়? ॥

নাট্য সম্পর্কিত নানা নিবন্ধ

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্র-শিশির প্রতিভা ॥ তৃপ্তি মিত্র ঃ ফ্ল্যাশ-ব্যাক ॥ বাদল সরকার ঃ থিয়েটারী থিয়েটার ঃ অঙ্গন-মঞ্চ ॥ অমিতাভ দাশগুপ্ত ঃ আমেরিকায় শিশিরকুমার-সতু সেন প্রসঙ্গে ॥ নারায়ণ দত্ত ঃ একটি বড়দিনের নাটক ও তার উপসংহার ॥

যাত্রা সম্পর্কিত রচনা

ব্রজেন্দ্রকুমার দে ঃ পেশাদার যাত্রার চল্লিশ বছর ॥ সূত্রধার ঃ মাটি আর মানুষের কাছাকাছি ॥

কালকূট — সত্যজিৎ রায় — শ্রীদিলীপকুমার রায় — মান্না দে — সন্তোষকুমার ঘোষ

ছদ্মনামে যে ব্যক্তিটি সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকেন, আসল নাম তাঁর যা-ই হোক, বর্তমান কালের তিনি যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান সাহিত্যিক, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে যে একটা বিশেষ স্বাদ থাকে, এবং সৌরভ,—যা খানিকটা বা মিস্টিসিজম, খানিকটা বা ইন্দ্রিয়াতীতের মিশ্রণে সৃষ্ট এক নবতর রস-সৃষ্টি, — তা অনাত্র দুর্লভ। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'কোথায় পাব তারে' প্রভৃতি উপন্যাসই তার উজ্জ্বলতম প্রমাণ। সেই স্বনামধন্য সাহিত্যিক এবার লিখেছেন তার একখানি অসাধারণ উপন্যাস ঃ

অমৃত বিষের পাত্রে

চলচ্চিত্র-পরিচালকরূপেই বিশ্ববন্দিত। সংগীত-পরিচালক ও সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতিও তাঁর কম নয়। কিন্তু তিনি যে একজন কুশলী চিত্রীও—সে খবর অনেকেরই অজানা। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর অঙ্কনগুরু। এবারের 'বিনোদন সংখ্যা'য় সত্যজিৎবাবু তাঁর অঙ্কনগুরু সম্পর্কে একটি অতি অন্তরঙ্গ রচনা উপহার দিয়েছেন 'দেশ'-এর পাঠকদের—যেটির শিরোনাম ঃ

বিনোদদা

ফ্যাশন সম্পর্কিত রচনা

শ্রীমতী ঃ অভিযান ॥ সিদ্ধার্থ সরকার ঃ আপনিই কি বিশ্ব-সুন্দরী? ॥

নিজে একজন সাধক ও ভক্ত-সাহিত্যিক এবং সংগীতজ্ঞ। তাঁর মত বহু প্রতিভাধর শিল্পী খুব কমই দেখা যায়। কবি অতুলপ্রসাদও ছিলেন একজন ভক্ত শিল্পী। তাঁর ঈশ্বরভক্তির গানগুলি, সংগীতপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, তুলনাবিহীন। বর্তমান প্রবন্ধে শ্রীদিলীপকুমার তাঁর অনবদ্য ভঙ্গিতে মানুষ কবি ও ভক্ত হিসেবে অতুলপ্রসাদের এমন একটি পরিচয় উপস্থাপিত করেছেন যেটি শুধু অপূর্বই নয়, অনুপমও। প্রবন্ধটির নাম ঃ

অতুলপ্রসাদ — মানুষ, কবি, ভক্ত

দাম ঃ মাত্র টাকা ৪·০০ এবং অন্তঃশুল্ক ২ পয়সা
রেজিস্ট্রি ডাকে টাকা ৫·১৭

বিনোদন সংখ্যা ১৩৭৮

অঙ্গসজ্জায় ঃ পূর্ণেন্দু পত্রী

আজকের চলচ্চিত্র-জগতের সব চেয়ে জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী। মান্নাবাবুর সংগীতগুরু ছিলেন তাঁর নিজেরই পিতৃব্য বিখ্যাত অন্ধগায়ক, বাংলাদেশের সংগীতক্ষেত্রের এককালীন দিক্‌পাল কৃষ্ণচন্দ্র দে। অতীতের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ স্মৃতিচারণ করেছেন বর্তমানের খ্যাতনামা সংগীতশিল্পী, স্নেহভাজন শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র, মান্না দে তাঁর এই সুদীর্ঘ রচনায়—যেটির নাম

সুরের সূর্য কৃষ্ণচন্দ্র

সংগীত সম্পর্কিত অন্যান্য রচনা

তিমিরবরণ ঃ আজও মনে পড়ে ॥ রাধাকান্ত নন্দী ঃ তবলার বোল, তবলিয়ার বুলি ॥

এ-কালের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। যেহেতু সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের—যে চলচ্চিত্র আজ আপন সামর্থ্যেই এক স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত—যোগ সুনিবিড় এবং নিকট, সুতরাং চলচ্চিত্র সম্পর্কে সাহিত্যিকদের চিন্তাভাবনা কোন্ সূত্রে নয়, সেটি জানার আগ্রহ সাধারণের মধ্যে থাকাটাই স্বাভাবিক। সন্তোষবাবুর চলচ্চিত্র সম্পর্কিত ভাবনা বিধৃত হয়েছে নিম্নোক্ত প্রবন্ধেঃ

কানুর গীত

চলচ্চিত্র সম্পর্কিত অন্যান্য প্রবন্ধ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ সিনেমা সম্পর্কে কয়েকটি চিন্তা ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ঃ সিনেমা সংকীর্তন ॥ সুভাষ দত্ত ঃ ছাপ ॥ বাসু ভট্টাচার্য ঃ হিন্দী চলচ্চিত্রে নবতরঙ্গ ও তার সমস্যা ॥ পূর্ণেন্দু পত্রী ঃ ক্লোজ আপ ॥ সমর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ চলচ্চিত্রে যুগ-প্রভাব ॥

ডিসেম্বরের শেষে প্রকাশিত হচ্ছে

বন্দে মাতরম
আনন্দবাজার পত্রিকা
রবিবার, ১০ পৌষ, ১৩৭৮

দিনের বাণী
ভারত আমার, ভারত আমার,
কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী?
কর্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী,
ধর্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।
—দ্বিজেন্দ্রলাল

দুই রাজধানীর কথা

দিল্লি - মস্কো-ওয়াশিংটন-পিকিং—তাবৎ দুনিয়ার যাবৎ রাজধানী-গুলি যতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল ততখানিই আছে, তবু হঠাৎ গত কয়েকদিন খবরের দিক দিয়া সব ছাপাইয়া উঠিয়াছে দুইটি কেন্দ্র—পিণ্ডি আর ঢাকা। ঢাকায় প্রাথমিক মুক্তির উচ্ছ্বাসের ঢল বহিয়া যাওয়ার পর এখন নতুন ফসল ফলানোর পালা। কিন্তু তার আগে সাফ করিতে হইবে অনেক আবর্জনা, নির্মম হাতে অনেক আগাছাও নির্মূল করা দরকার। নূতন সরকার সমাসীন হইয়া সেই কাজেই হাত দিয়াছেন—সপরিষদ ডাঃ মালিকের গ্রেফতার ইত্যাদি তাহারই নমুনা। গত নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ যেমন বাংলাদেশের মৃত্যুঞ্জয় প্রাণের প্রমাণ তেমনই ওই অন্ধকার অধ্যায়ের একটা অন্ধকার দিকও আছে। পিণ্ডিশাহীর সঙ্গে যাহারা সহযোগিতা করিয়াছিল, ভয়ে অথবা প্রলোভনে পড়িয়া জাতির মুখে কালিমা লেপিয়া দিয়াছিল যাহারা, তাহারা তো আছেই, অপরাধী হিসাবে বিচার এবং শাস্তি তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ছড়াইয়া আছে জনতারই উদ্ধত ও অসহিষ্ণু একটি অংশ—এখনও যাহারা শৃংখলা মানিয়া লইতে নারাজ, যাহারা নানা ছুতায় ও অজুহাতে অস্ত্র সমর্পণ বা সংবরণ করিতে চাহে না।

অথচ একটি সুপ্রতিষ্ঠ সরকারের পক্ষে নিজের হাতে সব রাশ তুলিয়া লওয়া জরুরী। জরুরী দেশের স্বার্থে, জরুরী শান্তির স্বার্থেও। যুদ্ধ মিটিয়াছে, এখন শান্তি চাই—কিন্তু আশংকা হয়, শান্তির জন্য 'যুদ্ধ'ও কম কঠিন হইবে না। বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া আছে আল-বদরের দল, আছে রাজাকারেরা—যাহাদের বেপরোয়া অত্যাচারের ফর্দ খানসেনার চেয়ে কোনও অংশে কম না। বরং বেশি। আজ এই সত্যটা স্বীকার ও উচ্চারণ করার সময় আসিয়াছে।

সুশৃংখল সমাজে ও রাষ্ট্রে দলে দলে জেমস্ বন্ডের মতো 'লাইসেনসড টু কিল' ব্যক্তিদের বেপরোয়া চরিয়া বেড়ানোর স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। দিলে স্বাধীনতাটাই মিথ্যা হইয়া যায়। যেমন হইতে বসিয়াছিল দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর বর্মায় বা মালয়ে। ভুলিয়া গেলে চলিবে না পিণ্ডির ভাড়াটে জঙ্গীরা কত আর হাতিয়ার সমর্পণ করিয়াছে! মরার আগে মারিবার জন্য তাহারা দেদার অস্ত্র মুক্তি বিরোধীদের ভিতরে বিলাইয়া দিয়া থাকিতে পারে। একদিকে তাহারা, অন্যদিকে মুক্তি-যোদ্ধাদেরই উগ্র অংশ—এই উভয় সংকটের মধ্য দিয়াই বাংলাদেশ সরকারকে স্পষ্ট রাস্তা তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। এই সাহস তাঁহাদের আছে। সেই জন্যই একটার পর একটা দৃঢ় সিদ্ধান্ত লইতে পারিতেছেন। নতুন করিয়া ওখানে নির্বাচনের ধুয়াকে উড়াইয়া দেওয়া এমনই একটি সিদ্ধান্ত। এই অস্থির পরিস্থিতিতে নূতন নির্বাচনের সত্যই অর্থ হয় না। গত নির্বাচন সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তিতে হয় নাই, অতএব নূতন সংবিধান রচনার আগে আবার নির্বাচন—এই যুক্তি অচল। গত নির্বাচন বঙ্গবন্ধু মুজিবের নেতৃত্বের পুণ্য-স্পর্শ বহন করিতেছে। তা-ছাড়া স্বাধীন ভারতের সংবিধান যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তো ছিলেন তৎকালীন 'কেন্দ্রীয় আইনসভার' সদস্য। সুতরাং আবদার খারিজ করার পক্ষে ঐতিহাসিক নজির আছে।

অস্থিরতা আর অনিশ্চয়তা পিণ্ডিতেও বড় কম দেখা যাইতেছে না—বরং বেশিই। যেদিন হইতে ইয়াহিয়ার পিণ্ডি ভুট্টোর ঘাড়ে চাপিয়াছে। ভুট্টো সাহেব অবশ্য একটি ক্যাবিনেট বানাইয়াছেন—সংখ্যাটা সেই অশুভ তেরো—তাই বলিয়া পাকিস্তানে আজও লোকায়ত্ত সরকার ফিরিয়া আসে নাই। জনপ্রতিনিধি এবং জননেতা বলিয়া জনাব ভুট্টোর এত বড়াই, অথচ তিনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরও 'মুখ্য সামরিক প্রশাসক' এই পদটি ছাড়েন নাই। দুইটাকেই পরম মমতা আর মায়ায় আগলাইয়া রাখিয়াছেন। রাখুন, সে তাঁহার ঘরোয়া ব্যাপার, কিন্তু নয়া জমানার নায়কটি এখনও বাংলাদেশ নামক সত্যটা মানিতেছেন না, গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী বিশ্বের অস্বস্তি সেইখানেই। তিনি এখনও কনফেডারেশনের নেশায় বুঁদ হইয়া আছেন, মাঝে মাঝে বিকারগ্রস্ত প্রলাপও ফুটিয়া উঠিতেছে।

প্রলাপের সংলাপ ভুট্টো সাহেবকে আড়াল হইতে জোগাইতেছে কে? মুরুব্বিদের মধ্যে ব্রিটেন কাটিয়া পড়িয়াছিল আগেই, এখন লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় আমেরিকাও পাশ কাটাইবার তালে আছে। রজার্স সাহেবের বিবৃতি দিব্য জ্ঞানের নিদর্শন যদি নাও হয়, কতকটা 'বদলে গেল মতটা' তো নিশ্চয়ই। অন্তত কী মার্কিন, কী চীন, সশরীরে কেহই ভুট্টো-উদ্ধারের জন্য আবির্ভূত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কলকাঠি যা নাড়া হইবে তাহা আড়াল হইতে, কূটনৈতিক কুহেলিকা সৃষ্টি করিয়া। আর ভুট্টো সাহেবের সাদাৎ প্রমুখ স্যাঙাতেরা তালে তালে সঙ্গত করিয়া যাইবেন। 'ভ্রাতা ভুট্টো'র কাছে সাদাৎ নাকি একটি প্রেমপূর্ণ পত্রও পাঠাইয়াছেন।

জনাব ভুট্টোর আর জোর কোথায়? আছে আর একটি—বন্দী মুজিবের গৃহের চাবিটি তাঁহার হাতে। সেইটাই তিনি তুলিয়া তুলিয়া দুলিয়া দেখাইতেছেন, তারই জোরে এখন 'গরম লড়াইয়ে' হারিয়া যাওয়ার পরও একটা 'ঠান্ডা লড়াই' শুরু করিয়া দেওয়ার ফিকিরে আছেন। 'মুজিব পাকিস্তানে অপ্রিয়' বারবার এই কথা উচ্চারণ করার মধ্যে ভয়ংকর একটা প্ররোচনা, ভীষণ একটা ইশারা আছে। কিন্তু এই সভ্য জগতে না কতই মানবতাদরদী সংস্থা, আন্তর্জাতিক রেডক্রশ ইত্যাদি আরও কত কী! ইসলামাবাদে গোটা দুনিয়ার দূতাবাস বোধ করি এখনও আছে। তাহাদের চোখের সম্মুখে বিনা বাধায় এতবড় একটা শয়তানি চলিবে, অব্যাহত থাকিবে বর্বর একটা আস্ফালন—কিন্তু কেহ কথাটি কহিবে না? এই শতকের শ্রেষ্ঠ এক মুক্তি সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ নায়ককে মুক্ত করিয়া আনার কোনও উপায় আবিষ্কৃত হইবে না? না হউক, তবু উপায় আছে। জিম্মি বা হোস্টেজের খেলায় চাবিকাঠি ভারত-বাংলাদেশ মিত্রশক্তিরও আছে। বহু সহস্র যুদ্ধবন্দী, সেই সঙ্গে বাংলাদেশে পাক নাগরিকের সংখ্যাও কম নয়। ইঁহাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ছড়াইয়া আছে সমগ্র পাকিস্তানে। তাঁহারা উৎকণ্ঠায়, আশায় দিন গনিতেছেন। যদি বন্দীদের প্রত্যাবর্তন বিঘ্নিত বা বিলম্বিত হয়, তবে কি পিণ্ডির চারপাশে অধৈর্য লক্ষ লক্ষ মানুষের রোষ আর বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িবে না? যুদ্ধে পরাজয়ের স্মৃতিতে পাকিস্তানী জনমত এমনিতেই তিক্ত হইয়া আছে। তদুপরি বন্দী পাক ফৌজের ভাল-মন্দ লইয়া নির্বিকার ভুট্টোর ঘৃণ্য চালাকি আর জুয়াখেলা—ইহাতে ইসলামাবাদের নয়া জমানার মসনদখানি কি টলিয়া উঠিবে না?

গড়পড়তায় দীর্ঘায়ু

ভারতবর্ষে নারীদের তুলনায় পুরুষদের মৃত্যুহার নাকি কম দেখা যায়। রাষ্ট্রপুঞ্জের সর্বাধুনিক তথ্যপঞ্জী এই হিসাব দিয়াছে। হিসাব শুধু ভারতবর্ষের নয়, অন্যান্য দেশেরও। এবং সেই হিসাব হইতে জানা যাইতেছে যে, নারীদের গড়-পরমায়ু সুইডেনেই সবচাইতে বেশী, কিঞ্চিদধিক ছিয়াত্তর বৎসর। এ-ব্যাপারে ভারতের স্থান রীতিমত নীচের দিকে। তবে কিনা, তাহার নীচেও অন্য গুটিকয় নামের সন্ধান মিলিতেছে। নারীদের গড়-পরমায়ু সে সব দেশে আরও কম। ভারতীয় পুরুষদের পক্ষে সেটা অবশ্য সামান্য সান্ত্বনা। বস্তুত, যেমন পুরুষ তেমনি নারীর গড়-পরমায়ু যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সর্বদেশেই তাহার জন্য চেষ্টা চলিয়া থাকে। চেষ্টা চলিতেছে এ-দেশেও। এবং সেই চেষ্টায় যে ইতিমধ্যেই কিছু সুফল মেলে নাই, তাহাও নয়। নারীপুরুষনির্বিশেষে এ-দেশের মানুষের গড়-পরমায়ু, আগের তুলনায়, বাড়িয়াছে। তবে, যতটা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল, ততটা যে বাড়ে নাই, তাহাও স্বীকার্য।

আয়ুর প্রসঙ্গ উঠিলেই অনেকে বলিয়া বসেন যে, একালের তুলনায় সেকালের মানুষদের মধ্যে দীর্ঘায়ু জীবনের সন্ধান আরও বেশী মিলিত। দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁহারা এমন অনেক বাস্তব চরিত্রের উল্লেখ করেন, শতবর্ষ পার হইয়াও যাঁহারা সুস্থ সবল জীবন যাপন করিয়াছেন। টলস্টয়ের নীতি-গল্পেও দেখা যায় যে, পুত্রের তুলনায় পিতা, পিতার তুলনায় পিতামহ, এবং পিতামহের তুলনায় প্রপিতামহের স্বাস্থ্য অনেক ভাল। সেই গল্পের মধ্যে যাঁহার বয়স যত বেশী, তিনি তত বেশী নীরোগ, সটান ও বলিষ্ঠ। তাঁহার হাঁটার ভঙ্গি তত ঋজু ও চক্ষু তত দীপ্তিমান। একালেও যে তেমন মানুষের সন্ধান মেলে না, তা অবশ্য নয়। মাঝে-মাঝেই খবর পাওয়া যায় যে, অমুক জায়গায় ১২৫ কিংবা ১৫০ বৎসর বয়সের এমন একজন মানুষের খোঁজ মিলিয়াছে, অতি-বার্ধক্যের ভার যাঁহাকে বিশেষ ক্লিষ্ট করিতে পারে নাই।

হইতে পারে, তেমন মানুষের সংখ্যা—একালের তুলনায়—সেকালে অনেক বেশী ছিল। হইতে পারে, বাতাস তখন আরও নির্মল ছিল, এবং মানুষের স্নায়ুর উপরে একালে যতটা চাপ পড়ে, সেকালে ততটা পড়িত না। উপরন্তু, সেকালে যে আরও টাটকা ও নির্ভেজাল খাদ্য মিলিত, তাহাও ঠিক। কিন্তু একই-সঙ্গে স্বীকার্য, রোগ-মারী ঠেকাইবার ব্যবস্থা তখন ছিল অনেক অনুন্নত। ফলে, মৃত্যুহার যে তখন একালের তুলনায় অনেক মারাত্মক ছিল, তাহাও অস্বীকার করা চলে না। আসল কথা, কিছু মানুষ তখন মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়া অতিদীর্ঘায়ু হইতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষকেই অকালে মারা পড়িতে হইয়াছে। একালে হয়ত অতিদীর্ঘায়ুর সংখ্যা কমিয়াছে, কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কল্যাণে জনসাধারণের গড়-আয়ু যে আগের তুলনায় বাড়িয়াছে, এবং ক্রমে আরও বাড়িবে, এই সহজ কথাটা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অর্থাৎ, অন্য হিসাবে যাহাই হউক, গড়ের হিসাবে এই কালেরই জিত, সেকালের নয়।

যৎকিঞ্চিৎ

পঞ্চাশ বৎসর আগে ৮ই পৌষ তারিখ শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে বিশ্ব-ভারতীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হইয়াছিল। গত শুক্রবার বিশ্বভারতীর পঞ্চাশ বৎসর পূর্তিতে যে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব হয়, তাহাও অনুষ্ঠিত হয় সেই আম্রকুঞ্জে। এই অনুষ্ঠানে সুখ্যাত সংখ্যাতাত্ত্বিক শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ যে ভাষণ দেন নানা কারণেই তা উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে, শ্রীমহলানবিশ বিশ্বভারতীর প্রথম যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। কাজেই জন্মকাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিশ্বভারতীর পরিবর্ধন, অগ্রগতি ও রূপান্তরের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। কোন প্রতিষ্ঠানেরই রূপ যে চিরকাল এক থাকে না, সত্যদ্রষ্টা কবিগুরুর মত শ্রীমহলানবিশের বৈজ্ঞানিক মনও তাহা জানে। তাই তিনি বিশ্ব-ভারতীর রূপান্তরকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়াই মনে করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ইহাও জানেন যে, রূপান্তর ঘটাইতে গিয়া কোন প্রতিষ্ঠানের যাহা মূল আদর্শ, যাহা বস্তুত প্রতিষ্ঠানের প্রাণবস্তু তাহাতে যদি কোনভাবে আঘাত করা হয়, তবে তাহা অনাচার বলিয়াই গণ্য হইবে। তাই তিনি বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন, 'বহিরঙ্গের পরিবর্তন ঘটলেও ভিতরের সত্য যেন অবিকৃত থাকে।' রবীন্দ্র-নাথের বিশ্বভারতীর আদর্শ যে কেবল বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা নয়, কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্রের এমনকি গ্রামজীবন ও নাগরিক জীবনে ব্যবধান ঘুচাইয়া দেশকে সাম্যের দিকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া সে দিকেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়া-ছেন, 'অনুকরণের পথ ত্যাগ করে বিশ্বভারতীকে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের আদর্শকে রূপ দানের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।' বিশ্বভারতীতে বিরাট আকারে নয়, পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া বিজ্ঞানশিক্ষা প্রবর্তিত হওয়া শ্রীমহলানবিশ সঙ্গত বলিয়া মনে করেন। রবীন্দ্রনাথের হিন্দু মুসলমান ঐক্যের স্বপ্ন যে, স্বাধীন বাংলাদেশে বাস্তব রূপ নিয়াছে, তাঁহার এই উক্তি সত্য। আমরা বিশ্বাস করিব আমাদের দেশে ও বাংলা-দেশে ইহা চিরন্তন সত্য হইয়া থাকিবে।

বাংলাদেশের কংগ্রেস নেতা শ্রীমনোরঞ্জন ধরের সম্বর্ধনা

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলাদেশের কংগ্রেস নেতা শ্রীমনোরঞ্জন ধরকে শনিবার কংগ্রেস ভবনে সম্বর্ধনা জানানো হয়। আদি কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন, পাকিস্তানে জাতীয়-কংগ্রেস সৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ২০ বছর ধরে সংগ্রাম করেছে। আজ সেই নীতি জয়ী হয়েছে। এখন তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন। তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে।

শ্রীধর সম্বর্ধনার উত্তরে বলেন, চোখের জল ফেলতে ফেলতে ভারতে এসেছিলাম। ভারতবাসীর প্রাণভরা সহানুভূতি ও ভালবাসা নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছি। যে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক নীতিকে ভারত ও বাংলা-দেশ দুজনেই আদর্শ বলে মেনে নিয়েছে সেই আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে ভারত ও বাংলাদেশের মিলিত শক্তিকে সমস্ত বিশ্ব সম্মান করে।

সভায় সর্বশ্রী অশোককৃষ্ণ দত্ত, অসীম ব্যানারজি, গোবিন্দলাল ব্যানারজি, নরেন্দ্রনাথ সরকার, সত্য-নারায়ণ মিশ্র, সৈয়দ নুরুল হক প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। বাংলাদেশের তরুণ কবি মোকদ্দম এম মসরফি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। সভাপতিত্ব করেন ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র।

ঢাকার চীনা কনসাল আজ সদল-বলে দেশে ফিরছেন

ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বর—ঢাকার চীনা কনসাল শ্রীচাং রিং এবং তাঁর অফিসের প্রায় ৩০ জন কর্মী আগামীকাল বিশেষ বিমানে রেঙ্গুন হয়ে দেশে ফিরবেন বলে আজ সরকারীভাবে জানা গিয়েছে। শ্রীরিং আজ এখানে ফরাসী কনসাল পিয়ারে বারথেলটের সঙ্গে সৌজন্য-মূলক সাক্ষাৎ করেন।

—এ এফ পি

ভয় নেই

আমি যখন যুধ্যমান বাংলাদেশে, আমার মেয়ে পুপে তখন দক্ষিণ কলকাতার এক ইস্কুলে প্রাইভেটে স্কুল ফাই-নালের টেস্ট পরীক্ষা দিচ্ছিল।

ফিরে এসে বাড়িতে পুপের গল্প শুনলাম। হলে ব'সে একটি মেয়ে টুকছিল। তাতে ওরা আপত্তি করে। মেয়েটি চটে গিয়ে ওদের শাসায়—পরীক্ষার শেষদিনে তোমাদের দেখে নেব। বন্ধুরা ঘাবড়ে গেলে পুপে তাদের সাহস দেয়—কিস্যু হবে না, ও হল সপ্তম নৌবহর।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, আমি তখন যশোর-খুলনা রোডে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে। রেডিওতে খবর দিয়েছে, মার্কিন সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে এসে ভিড়েছে। তখনও প্রচণ্ড লড়াই হচ্ছে দৌলতপুরে। ক্যাম্পে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকালাম। কেউ বিন্দুমাত্র ভয় পেয়েছে ব'লে মনে হল না। কিন্তু রেগে আগুন হয়ে গেছে।

ভয় না পাবার একটা কারণ ছিল। রেডিওতে বলেছিল, সোভিয়েতের নৌবহর ভারত মহাসাগরের দিকে যাত্রা করেছে।

পুপের গল্পটা শুনে খুব হেসেছিলাম। সপ্তম নৌবহর নিয়ে ঠাট্টা করার জন্যেই শুধু নয়। আসলে এর মধ্যেও একটা টোকার ব্যাপার ছিল ব'লে। ধাড়ি নিক্সন নকল করছিলেন চীনকে।

পঁচিশে মার্চের ঘটনা যখন ঘটে, আমি আর সাজ্জাদ জহীর তখন উত্তর ভিয়েতনামের এক গ্রামে। হ্যানয়ে পা দেওয়ামাত্র ডক্টর শেলভাঙ্কর হোটেলে ফোন করলেন—খবর আছে, এক্ষুনি চলে এসো।

পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে শুনে আমি লাফিয়ে উঠলাম। কিন্তু খবরের একমাত্র সূত্র বি-বি-সি কিংবা ভয়েস অব আমেরিকা।

সাজ্জাদ জহীর উত্তর ভারতের লোক। প্রথম যৌবনেই ব্যারিস্টারি ছেড়ে সর্বক্ষণের কমিউনিস্ট কর্মী হন। দেশ ভাগের পর তিনি হয়েছিলেন পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সাধারণ সম্পাদক। আত্মগোপন ক'রে থাকার সময় পাক পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে পাক সরকার তাঁকে ফাঁসী দেবার উপক্রম করেছিল। আন্ত-র্জাতিক মুক্তি আন্দোলনের জোরে ছাড়া পেয়ে তিনি ভারতে ফিরে আসেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, এ বিষয়ে আমরা ছিলাম নিঃসংশয়। সাজ্জাদ জহীর পশ্চিম পাকিস্তানকে হাড়ে হাড়ে চিনতেন। পূর্ব পাকিস্তান সম্বন্ধে আমারও কিছুটা জানা ছিল। তবে স্বীকার করতেই হবে আমাদের বিশ্বাসের আরও একটা জমি ছিল। সে জমি উত্তর ভিয়েতনাম। একটা দেশের অধিকাংশ মানুষ স্বাধীনতা চাইলে দুনিয়ার সবচেয়ে জবরদস্ত শক্তিও তার কাছে হার মানে। আমাদের পায়ের নিচে ভিয়েতনামের মাটি, আমাদের চোখের সামনে ভিয়েতনামের মানুষই তার প্রমাণ।

আরও একটা ভরসা ছিল। সে ভরসা হল সোভিয়েত দেশ। তারও প্রমাণ মিলেছিল ভিয়েতনামের মাটিতে। জানতে বুঝতে যাচাই করতে সময় লেগেছে, কিন্তু সময়মত হাত বাড়াতে দেরি হয়নি।

ভয় কি পাই নি কখনও? বার বার পেয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস হারাই নি।

পেট্রাপোলের রাস্তায় যখন দেখেছি বাঁধভাঙা বন্যার মতন শরণার্থীরা আসছে, প্রায়ই ভেবেছি এবার আমরা ডুবে যাব। ডুবন্ত মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে উদ্ধারকারীও যেমন ডুবে যায় সেইভাবে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, প্রচুর নাকানিচুবানি খেয়েছি বটে, কিন্তু আমরা কেউই ডুবে যাই নি।

নবাগত শরণার্থীকে জিজ্ঞেস করেছি, কেন চলে এলেন? বলেছে, মুসলমানরা তাড়িয়ে দিয়েছে। সে লড়াইয়ের কথা গ্রামে থাকতে জানতে পারে নি, জেনেছে শিবিরে এসে। দেখেছে তারই মতন অন্য গ্রাম থেকে দলে দলে এসেছে সর্বস্ব হারিয়ে মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান। ধর্মের বন্ধনের জায়গা নিয়েছে ভাষার মেলবন্ধন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধার ভয়ে আমরা কাঁটা হয়ে থেকেছি। প্ররোচনার অভাব হয় নি। কিন্তু তাতে কোথাও কোথাও বড় জোর দেখা দিয়েছে উত্তেজনা। কিন্তু সবাই সজাগ থাকায় ঘটনা বেশিদূর গড়াতে পারে নি।

পেট্রাপোল শিবিরের সেই কর্মাধ্যক্ষের কথা ভুলব না। শরণার্থীর অন্তহীন ভিড়ে যখন নিজের স্নানখাওয়াও মাথায় উঠেছে, তখন তিনি দেখালেন ক্যাম্পের ছাত্রদের জন্যে যাতে বইখাতার ব্যবস্থা করা হয়, তার জন্যে ওপরে তিনি চিঠি লিখেছেন। বললেন, ক্যাম্পে পড়াবার মাস্টারের অভাব হবে না। তাছাড়া আমরা যা খেতে দিই তাতে আধপেটাও হয় না। কাজের মধ্যে থাকলে তবু ওরা খানিকক্ষণ ক্ষিধের কথাটা ভুলে থাকতে পারবে। তাঁর রিটায়ার করার প্রায় সময় হয়ে এসেছে। কাজ দেখিয়ে তাঁর চাকরির ভবিষ্যৎ ভালো হবে, সে আশাও ছিল না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এপারের মানুষকেও ছুঁইয়ে দিয়েছিল আগুনের স্পর্শমণি।

কলকাতার কত লোককে বলতে শুনেছি, এই রিফিউজির দল কি ভাবছেন আর ঘাড় থেকে নামবে? ওরা কেউই আর ফিরে যাবে না।

সন্দেহ করা, অবিশ্বাস করা—এটা গুণ বটে। কিন্তু একবার বাতিক হয়ে গেলে সে রোগ সারানো মুশকিল।

মুক্ত অঞ্চলের গ্রামে শরণার্থীরা ফিরে যাচ্ছে, ঐ দৃশ্য আমি দেখে এসেছিলাম ভারতে পাক আক্রমণেরও আগে। তেসরা ডিসেম্বর।

এরপর বারোই থেকে সতেরোই সাতক্ষীরার রাস্তায়, যশোরের অলিগলিতে দেখেছি সাইকেল রিক্সায়, ট্রাকের মাথায় লোক আসছে তো আসছেই। ঢাকা আর খুলনার মুক্তির পর ভয় সংশয় ঘুচে গেছে। পুঁতে রাখা মাইন, অগ্নিদগ্ধ কিংবা ধূলিসাৎ ঘরবাড়ি, লুট-হওয়া দোকানপাট আর আসবাবপত্র, বন্ধ ইস্কুলকলেজ, অপিস আদালত—সমস্যা অনেক।

সাতক্ষীরার গায়ে কুমোরপাড়ায় মাটির বাড়িগুলোর একটাও আর দাঁড়িয়ে নেই। সারা পূর্ব বাংলায় এদের তৈরি পুতুলেরই ছিল সবচেয়ে বেশি নামডাক।

গ্রামের রাস্তায় কালীপদ দে-র সঙ্গে দেখা। ঠিকেদারি ক'রে তাঁর ভালো রোজগার ছিল। একতলা হলেও বেশ বাহারে দালান ছিল। এখন সেটা বিরাট একটা ইঁটের স্তূপ। দেখতে এসেছিলেন বাড়িতে ফেরা যাবে কিনা। সাইকেল হাতে ভগ্নমনে শূন্য দৃষ্টিতে ফিরে যাচ্ছিলেন বসিরহাট। বললেন, ফিরে তো আসতেই হবে। কাজ কারবার সবই তো আমার এখানে।

এক জোরবরাতের গল্প শুনেছিলাম মণিরামপুরে। একজন হিন্দুর একটা একতলা পাকা বাড়ি ছিল। পালিয়ে গেলে এক বিহারী সেটা দখল ক'রে নেয়। পাক ফৌজ চলে গেলে ভদ্রলোক ফিরে এসে দেখেন এর মধ্যে তাঁর এক-তলা বাড়ি হয়ে গেছে তিনতলা। ইলেকট্রিক ছিল না, ইলেকট্রিক হয়েছে। জবরদখলকারী পাক ফৌজের সঙ্গেই তল্লাট ছেড়ে হাওয়া।

যশোরে থাকতে থাকতেই দেখছিলাম বেশ কয়েকটা বাড়ির বন্ধ জানলাগুলো একে একে খুলে যাচ্ছে।

একটু ভেতরদিকে এমন গ্রামও ছিল যেখানে ছেলে-মেয়েদের পাঠিয়ে দিয়ে হিন্দুবাড়িতে কর্তাগিন্নীরা থেকে গিয়েছিলেন। পাড়াপড়শীরা তাঁদের আগলে রেখেছিলেন। গ্রামের রাজাকাররাও তাঁদের গায়ে হাত দেয় নি।

একদিন সকালে দেখি থানার সামনে ট্রাকের ওপর বেজায় ভিড়। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আর বাড়ির বউঝি। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কি সব বাড়ি ফিরে আসছে? বলল, আজ্ঞে না, এখানকারই লোক। মাথাপিছু তিন টাকা দিয়ে বনগাঁ দেখতে যাচ্ছে।

কলকাতায় আমি এমন লোক দেখেছি যারা মানতেই চাইত না মুক্তিবাহিনীর অস্তিত্ব। কিংবা বলত ওরা তো সব ঈ-পি-আর আর বেঙ্গল রেজিমেন্টের ভাড়াটে সৈনিক।

বড় রাস্তা আর গ্রামগঞ্জের পায়ে চলা রাস্তা দিয়ে দেখতাম পিল পিল ক'রে কাতারে কাতারে ফিরে আসছে গেরিলা বাহিনীর লোকজন। খালি পা, গায়ে গেঞ্জি কিংবা শার্ট, পরনে লুঙ্গি কিংবা হাফ প্যান্ট। কাঁধে রাইফেল, হাতে স্টেন গান। বেশির ভাগই চাষী ঘরের ছেলে। ছাত্র কিংবা চাকুরে। যশোরের রাস্তায় দুজনের সঙ্গে দেখা। একজনের খুলনায় ছিল লন্ড্রি, আরেকজন ছিল ইস্কুলের ছাত্র। 'জয় বাংলা' ব'লে হাত বাড়িয়ে দিল। দুজনেরই হাতে খোসপাচড়ার দাগ। আমাকে আগেই একজন বলেছিল, খোসপাচড়ার দাগ দেখলেই বুঝবেন গেরিলা বাহিনীর লোক। পুষ্টিকর খাবার পায় নি, তার ওপর ময়লা জলকাদার মধ্যে পড়ে থাকতে হয়েছে।

ত্রিমোহিনীতে দেখা হয়েছিল আনিসুর রহমানের সঙ্গে। যশোরের এম-এম কলেজে অর্থনীতি অনার্সের ছাত্র। বরগ-ডালিতে বাড়ি। আনিসুরের দাদা ইসাহাক ছিলেন সরকারী কৃষি ফার্মের চাকুরে। দিনে তাঁর হাতে থাকত কলম। রাত্রে তিনি মুক্তিসেনা—শত্রুদের লক্ষ ক'রে অন্ধকারে তাঁর হাতে গর্জে উঠত বন্দুক কিংবা গ্রেনেড। ও-অঞ্চল মুক্ত হওয়ার আগে কেউই সে খবর জানত না।

মুক্তিবাহিনীর আট নং সেক্টরের কমান্ডার মেজর মেহ-বুবকে স্যালুট ক'রে এক গাল হেসে যে লোকটা সামনে এসে দাঁড়াল, তাকে দেখে কে বলবে যে এক বছর আগেও সে ডাকাত ছিল। তার নাম রাজ আলী দফাদার। একান্ন বছর বয়স। হাসলেই তার ক্ষয়ে-যাওয়া দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে। তার স্থাবর অস্থাবর বিষয়সম্পত্তি প্রায় কিছুই ছিল না। থাকবে কী ক'রে? সব সময় কি আর কাজ হত? কিন্তু দলের লোকদের বারো মাসই খাওয়াতে পরাতে হত। আর তাছাড়া চারপাশে এত অভাবী লোক, চাইলে তো আর না বলা যেত না। রাজ আলী মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর ঠিক করেছে জীবনের বাকি দিনগুলো সৎ পথে থেকে তার ডাকাত নাম খণ্ডাবে।

খোর্দো গ্রামে আমাদের রাস্তায় আটকেছিল গেরিলা বাহিনীর ছেলেরা। সরকারী মাল্টিপারপাসের আপিস ঘরে এখন মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি। পাক বাহিনী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলের সব কাজ সম্মিলিতভাবে তারাই চালাচ্ছে।

এ গ্রামের বীর কিশোর এখন মৈনুদ্দিন। একা ছ'জন শত্রুকে মেরেছে। তার মুখে চোখে কোথাও এতটুকু হিংস্রতা নেই। হাসিটা ভারি মিষ্টি। ক্লাস নাইনে পড়ত। ন'জন ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। খানেরা ওকে দিয়ে ইঁট বওয়াত। পয়সা তো দিতই না। একদিন ওকে সাত ঘা বাড়ি মারে। সেইদিনই সে বর্ডার পেরিয়ে চলে যায়। তার মনে হয়েছিল, খান সেনাদের মেরে না তাড়ালে কিছুতেই তার মা-বোনদের ইজ্জত বাঁচবে না। মৈনুদ্দিনের ছিল এমন অসমসাহস যে পাক সেনাদের বাঙ্কারে চড়াও হয়েও শত্রু ঘায়েল করতে তার বুক একটুও কাঁপে নি।

আমি যাঁদের সঙ্গে বাংলাদেশে দিনরাত কাটিয়েছি, তাঁরা অধিকাংশই ঈ-পি-আরের লোক। কেউ তাঁদের ভাড়াটে সৈনিক বললে সে অপমান আমার নিজের গায়েই বিঁধবে। রক্ষীদলে নাম লেখাতে হয়েছিল জমিজমার অভাবে, পেটের দায়ে। পাক বাহিনীতে বাঙালী পুলিশ-পল্টনকে দেখা হত ছোট নজরে। জাত তুলে গালাগাল আর অপমান করা ছাড়াও, অনেক অধিকার আর সুযোগ-সুবিধে থেকে তাঁদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। তাই স্বাধীনতার ডাক আসতেই যে যার বন্দুক নিয়ে তাঁরা লড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। জান দিতেও তাঁরা কসুর করেন নি। মাইনে-করা পুলিশপল্টন স্বাধীনতা সংগ্রামের মন্ত্রবলে হঠাৎ যে কী আশ্চর্য চেহারায় দেখা দিতে পারে, স্বচক্ষে না দেখলে তা বিশ্বাস-করা শক্ত। হক, জাহাঙ্গীর মজিদ, নূর ইসলাম—এমন সব মানুষদের নিয়ে বাংলাদেশের যে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল, সে মুক্তিবাহিনী পৃথিবীর যে কোনো সংগ্রামী দেশেরই গর্ব হতে পারত।

নতুন ক'রে তৈরি হচ্ছিল কদমতলার ব্রিজ। মুক্তি-বাহিনীরই তত্ত্বাবধানে। নায়েক সুবেদার আতাউর রহমান গল্প বলছিলেন, দলবল নিয়ে খান সেনাদের এই ঘাঁটিতে ক'বার কিভাবে তাঁরা অন্ধকারে হানা দিয়ে তাদের খতম করেছিলেন। বুলেটে হঠাৎ বেকায়দায় জখম হয়েছিলেন দিন পঁচিশ আগে। ভোমরা সেক্টরে সকাল সাড়ে ন'টায় ট্রেঞ্চ কাটবার সময়। গুলি ডানদিক থেকে বাঁদিকের পাঁজর ভেদ ক'রে যায়। হাসপাতালে বলেছিল এক মাস শুয়ে থাকতে। কিন্তু দশ বারোদিন পরেই ফিরে আসেন ইউনিটে। দলে লোক কম ছিল যে।

মাঠে মাঠে ছড়ানো বীভৎস মৃত্যুর মিছিল দেখার পর যশোরে অবাঙালীদের বসতি নিউ টাউনের পাশ দিয়ে আসছিলাম। দু'পাশে খাঁ খাঁ করছে বাড়ি। হঠাৎ দেখি কয়েকটা পানসিগারেট আর মুদির দোকান খোলা। দুটো গলিতে দেখলাম রোদ্দুরে ভিড় করে ছেলেমেয়েরা খেলছে। পোশাকে অবাঙালী ব'লে বোধ হল।

শহরে এসে শুনলাম এখনও এখানে সেখানে অবাঙালীরা রয়ে গেছে। সেদিন বিকেলেই শহরের প্রধান সড়ক আর-এন রোডের এক বস্তীর পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম হিন্দীতে কয়েকজন মেয়েপুরুষ কোমর বেঁধে ঝগড়া করছে। পাশ দিয়ে কোনোরকম ভ্রূক্ষেপ না ক'রে দলে দলে রাস্তার লোক হেঁটে যাচ্ছে। মুক্তিসেনাদের ঘাড়ে ঝোলানো রাইফেল।

এর পরও কি ভয় করতে হবে?

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্যিক চুক্তি

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর—আজ এখানে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে ১৯৭২ সালের জন্য বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। দুই দেশের প্রতিনিধি দলের মধ্যে ১৪ ডিসেম্বর থেকে এ নিয়ে আলোচনা চলছিল।

উভয় পক্ষই ১৯৭১-৭৫ পর্যন্ত বাণিজ্যিক চুক্তির প্রথম বছরে প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেন। -ইউ এন আই

উত্তর কলকাতায় পুলিশের গুলিতে একজন আহত

স্টাফ রিপোর্টার

শনিবার রাত দশটায় উত্তর কলকাতার আজাদ হিন্দ পারক অঞ্চল থেকে পুলিশের গুলিতে আহত এক ব্যক্তিকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশসূত্রে প্রকাশ, দুটি দলের এক মারামারি থামাতেই পুলিশ গুলি চালায়। এই ঘটনাস্থল থেকে একজনকে ছুরিকাহত অবস্থাতেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঢাকায় ভারতীয় বিশেষজ্ঞ দল

ঢাকা ২৫ ডিসেম্বর—ভারতের যোজনা কমিশনের সদস্য শ্রী এস চক্রবর্তী, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সেকরেটারি শ্রী পি এন ধর এবং কয়েকজন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ আজ এখানে এসে পৌঁছান। বাংলাদেশকে সাহায্য ও সহযোগিতার বিষয়ে তাঁরা বাংলাদেশ সরকারের পদস্থ অফিসার-দের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

—পি টি আই

বাংলাদেশে ব্যাপক বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের বিবৃতি:

গত পঁচিশে মার্চ থেকে গোটা বাঙলাদেশই হয়ে পড়েছিল একটি বিস্তৃত বন্দীশিবির। আর এই সামরিক বন্দীশিবিরে বন্দী বাঙালী জাতিকে রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক ও জাতিগতভাবে নিশ্চিহ্ন করার জন্য পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী চালিয়েছে চূড়ান্ত আক্রমণ। বাঙালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে আগামী কয়েকটি প্রজন্ম ধরে একটি দাস জাতি গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পিতভাবে তারা বুদ্ধিজীবী ও যুবকদের হত্যা করেছে, নারীদের করেছে ধর্ষণ, আর সমাজ ও অর্থ-নীতিকে গোড়া ধরে টান দিয়েছে—দগ্ধ, বিপর্যস্ত, ধর্ষিত বাঙলাদেশ যাতে মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধে যখন এই পাকিস্তানী দখলদার সৈন্য বাহিনী ও তাদের প্রভুদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ালো, বাংলাদেশের ভাবী লক্ষ্মী-স্বাধীকে আগে থেকেই ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পনা করলো দখলদার দানবেরা। যে সব বুদ্ধিজীবী, লেখক, যন্ত্রবিদ তাঁদের প্রিয় স্বদেশে জীবন্মৃত হয়ে কোনক্রমে তখনো বেঁচেছিলেন, সামরিক দস্যুবাহিনী তাদের অনুচর বাহিনীর সঙ্গে একযোগে তাঁদের প্রায় তিনশো জনকে বন্দী করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। আমরা জানতে পেরেছি জল্লাদদের তালিকাভুক্ত প্রায় তিন হাজার বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করার পূর্বেই বীর-মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর কাছে সেই ঘৃণ্য ঘাতকবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে।

পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েও প্রতি-শোধের জন্য ও বাঙলাদেশের বিকাশকে বিড়ম্বিত করার জন্য পাকিস্তানী শাসক-কুলের এই জল্লাদবৃত্তি নাৎসীদের মানবতাঘাতী আক্রমণকে ম্লান করে দিয়েছে। অথচ দুনিয়ায় যারা গণতন্ত্র, অতিবিপ্লব প্রভৃতির নামে নিয়মিত শপথ গ্রহণ করেন, সেই সব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরাতো দূরের কথা, বহুখ্যাত বুদ্ধিজীবীদেরও এই জল্লাদদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে দেখছি না।

একটি জাতিকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করার জন্য পরিকল্পনাকারী, সভ্যতা ও মনুষ্যত্বঘাতী এই দানব বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও প্রতিবাদ আমরা জ্ঞাপন করি। হত্যা-কারীদের যোগ্য বিচার ও উপযুক্ত শাস্তির জন্য বিশ্ববিবেকের নিকটে আবেদন জানাই। আমরা মনে করি, যে-জাতি, রাষ্ট্র বা বুদ্ধিজীবী এই প্রতিবাদে কণ্ঠ মেলাবেন না, তাঁরাও এই ঘাতকদের নিন্দা না করার দায়ে জল্লাদ-দের অপরাধের দায়ভাগী হবেন। আমরা মনে করি, অবিলম্বে বিশ্ববিবেকের আশু কর্তব্য হিসাবে দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী ও বিবেকবান রাজনীতিকদের নিয়ে এই গণহত্যার অনুসন্ধান ও বিচারের ব্যবস্থার সূত্রপাত করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রতিবাদকারী এবং স্বাক্ষরকারী:

প্রেমেন্দ্র মিত্র, গোপাল হালদার, বিষ্ণু দে, মন্মথ রায়, বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, সাগরময় ঘোষ, দীপ্তারঞ্জন বসু, মণীন্দ্র রায়, গোলাম কুদ্দুস, বিমল কর, আশাপূর্ণা দেবী, রমাপদ চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মঙ্গলাচরণ চট্টো-পাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র-নাথ মিত্র, মহাশ্বেতা দেবী, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর সেন, রাম বসু, সতীন্দ্র-নাথ মৈত্র, প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যো-পাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, দেবেশ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, গৌরকিশোর ঘোষ, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যো-পাধ্যায়, নিখিল সরকার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র দত্ত, শ্যামল গঙ্গো-পাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, জ্যোতি দাশগুপ্ত, ধনঞ্জয় দাস, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, প্রদ্যোৎ গুহ, অমলেন্দু চক্রবর্তী, চিত্ত ঘোষ, চিন্মোহন সেহানবীশ, প্রসূন বসু, মিহির সেন, গৌরী ঘটক, শিবশম্ভু পাল, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, তুলসী মুখোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, তুষার চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল ও আরো অনেকে।

আপনাদের চোখে

বিভিন্ন ব্যাপারে এই পত্রিকার মতামত প্রকাশিত হয় সম্পাদকীয় নিবন্ধে। পাঠকদের নিজস্ব মতামত প্রকাশিত হবে এই বিভাগে।

যুদ্ধবন্দী না যুদ্ধ অপরাধী

বাংলাদেশে সম্প্রতি ব্যাপকভাবে যে বুদ্ধিজীবী হত্যা করা হয়েছে তার বিচার চাই। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাছে এই দাবী জানিয়েছেন বাংলাদেশের একশজন বুদ্ধিজীবি। বুদ্ধিজীবি সাধারণ মানুষ এবং নারীর উপর যে অত্যাচার চালান হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানীদের যুদ্ধবন্দী হিসাবে গণ্য করা উচিত নয়, করা উচিত যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ ডিসেম্বর) এই দাবীকারী-দের মধ্যে আছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত-নামা লেখক, শিল্পী ও শিক্ষাবিদেরা।,,

ঢাকার জনগণের পক্ষ থেকে যুদ্ধ অপরাধী ও দালালদের বিচারের দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে। গতকাল ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডি-সিনে এক সভায় দোষীদের শাস্তি দেবার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২ ডিসেম্বর)

বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সংবাদগুলি প্রত্যেক গণতান্ত্রিক ও মানবিকচেতনাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রণিধান-যোগ্য। যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধ অপরাধী নিশ্চয়ই একপর্যায়ভুক্ত করা যায় না। ভারত সরকার পাক সৈন্য ও অফিসার-দের প্রতি জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী ব্যবহার করবেন বলেছেন। তাই ধৃত পাক সৈন্যদের মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যারা যথেচ্ছ নারী ধর্ষণ ও শিশু হত্যার অপরাধে অপরাধী যারা মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক ঘৃণ্য বর্বর অধ্যায়ের সৃষ্টিকারী, যারা শস্যশ্যামলা নদী-মাতৃকা বাংলাদেশকে ছারখার করে দিয়েছে যারা লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতাকামী নির্দোষ বাঙ্গালী ভাই-বোনের রক্তে হাত রঞ্জিত করেছে তাদের শাস্তিদানের পরিবর্তে সসম্মানে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হবে—জেনেভা চুক্তি কি এই বলে?

'ভারতীয় সেনাবাহিনী আজ...ছাত্র কর্মী ও মুক্তিবাহিনীর একজন নেতা আবদুল কাদের সিদ্দিকীকে গ্রেফতার করেছে। প্রকাশ, সিদ্দিকী গত শনিবার লুঠতরাজ ও স্ত্রীলোক অপহরণের অভিযোগে অভিযুক্ত ৪ ব্যক্তিকে ঢাকা স্টেডিয়ামে গুলি করে হত্যা করে। সিদ্দিকীর গ্রেফতারের কথা ঘোষণা করে ভারতীয় বাহিনীর কের কম্যান্ডার লেঃ জেঃ সগত সিং বলেন—সকল দুষ্কৃতিকারীকে আটক করা হবে।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২ ডিসেম্বর) প্রকৃত দুষ্কৃতিকারীকে আটক করা উচিত ঠিকই কিন্তু যারা 'লুঠতরাজ ও স্ত্রীলোক অপহরণের' দায়ে অভিযুক্ত তাদের শাস্তিদান কি আদৌ কোন 'দুষ্কৃতি'?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অক্ষ-বাহিনীর দোষী অফিসারদের যুদ্ধ অপরাধীরূপেই বিচার করা হয়েছিল। ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের কাছে অনুরোধ জানাই—তাঁরা যেন পাক অফিসারদের যুদ্ধ অপরাধীরূপেই বিচার করেন। —**মানব রায়, কলকাতা-৭।**

॥ ২ ॥

আত্মসমর্পণকারী পাক বাহিনীকে পূর্ণ জেনীভা চুক্তির মর্যাদা দেওয়া হবে। মানেকশ'র স্পষ্ট ঘোষণা। মানেকশ'র উক্তিতে এতটুকু কূটনৈতিক চাল ও সন্দেহের অবকাশ নেই। একটা প্রশ্ন। আত্মসমর্পণকারী উক্ত পাক-বাহিনীর লোকরা কি সত্যি সৈনিক হিসাবে জেনেভা চুক্তিতে মর্যাদা লাভের যোগ্য? ওরা কি সত্যি সৈনিক? ক্ষাত্র ধর্ম কি এতটুকু মেনেছে? না। ৭ কোটি বাংলা মানুষের জওয়াব—ওরা সৈনিক নয়, সৈনিকবেশী লুঠেরা হানাদার বর্বর পশু। আত্মসমর্পণকারী সৈনিকের প্রতি ন্যায় বিচার করতে হবে। কতকগুলো বিধিনিষেধ অবশ্যই মেনে চলতে হবে। জেনেভা চুক্তির মূল কথা। কিন্তু আত্মসমর্পণকারী সৈনিকরা যদি অত্যাচারী—যেমন বাংলার বুকে পাক হানাদারদের রূপ—হয় তবে উপযুক্ত বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা উক্ত চুক্তিতে আছে কি? ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমার তাই অনুরোধ উপযুক্ত বিচার ব্যতীত ঐ অত্যাচারীদের শুধু জেনেভা চুক্তির ভাঁওতায় ভুলে আন্তর্জাতিক মোড়লদের হাতে তুলে দেবেন না। বিশ্ববিবেক ব্যর্থ হলে ভারত-বাংলার মাটিতে প্রকাশ্য গণ-আদালতে পাক হানাদার পশ্চিমী ইয়াহিয়া (ইয়াহুর?) আত্মসমর্পণকারী বাহিনীর বিচার করতে হবে। —**অধ্যাপক ম, গ মোস্তফা, বাংলাদেশ।**

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা

জামসেদপুর, ২৫ ডিসেম্বর—গত রবিবার টাটানগর রেল ইয়ার্ডে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তির ট্রেনে কাটা পড়ে শোচনীয় মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। রেল পুলিসের সন্দেহ আত্মহত্যা। মৃত ব্যক্তি বাঙালী, সার্কিট বাসিন্দা এবং ইনডিয়ান টিউব কোমপানির কর্মচারী ছিলেন বলে প্রকাশ। তাঁর সঙ্গের টাকাকড়ি ও অন্যান্য জিনিস কিছুই খোয়া যায়নি।

কুকমী গুঁড়ো মশলা
কেনার সময় মনে রাখবেন
কুকমীর প্যাকেটের লেবেলে
কুকমী নামের সঙ্গে অন্য কোন ব্র্যাণ্ডের
নাম যুক্ত নেই।
আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নেই
জনপ্রিয় কুকমীই আমাদের
একমাত্র ব্রাণ্ড যার পেছনে
রয়েছে ১২৪ বৎসরের অভিজ্ঞতা
প্রস্তুতকারক:
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত
(স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
কলি-৭, ফোন: ৩৩-০৯৯৩
মিল—কাশীপুর।
Cookme
iaa/KCD

সরকারী সচিবালয় থেকে ইয়াহিয়ার সব প্রতিকৃতি অপসারিত

ইসলামাবাদ, ২৫ ডিসেম্বর—পাকিস্তানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে জরুরি ব্যবস্থাসমূহ রূপায়ণের জন্য প্রেসিডেন্ট জুলফিকর আলি ভুট্টো গতকাল মুখ্য সামরিক প্রশাসক হিসাবে তার বিশেষ ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

গতকাল অতি প্রত্যুষে শ্রী ভুট্টো তাঁর মন্ত্রিসভার ১০ জন সদস্যের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করান। সন্ধ্যায় তাঁর মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক বসে। পরে মন্ত্রীরা স্ব স্ব দফতরে গিয়ে জরুরি বিষয়গুলি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

মন্ত্রিসভার সদস্যরা শপথ গ্রহণের আগে সরকারী সচিবালয় থেকে ক্ষমতাচ্যুত প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সমস্ত প্রতিকৃতি সরিয়ে ফেলা হয়।

মন্ত্রিসভার দু' ঘণ্টা বৈঠকের পর ঘোষণা করা হয়, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের যে সব সংস্কার একান্ত আবশ্যক তা নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

মুখপাত্র শিক্ষা তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীআবদুল হাফিজ পীরজাদা বলেন, ওই সব বিষয় আর ফেলে রাখা অসম্ভব। তিনি বলেন, জরুরি বিষয়গুলি রূপায়ণের জন্য প্রেসিডেন্ট অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শ্রী পীরজাদা মন্ত্রিসভায় আলোচনার বিশদ বিবরণ দেননি। তবে মন্ত্রিসভার এই প্রথম বৈঠকে স্বভাবতই পূর্ব পাকিস্তান হাতছাড়া হওয়ার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। তা ছাড়া যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে আনা, ভারতের সঙ্গে মীমাংসা আসার জন্য আলোচনার ধরন ও দেশ থেকে পুঁজি সরিয়ে নেওয়ার প্রশ্নগুলিও আলোচিত হয়।

ইয়াহিয়ার সমর্থক ২২ পরিবার সরকারী আদেশ না মানায়, তাঁদের পাশপোরট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে সরকারী মুখপাত্র জানান।

জিন্নার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে এক বাণীতে শ্রী ভুট্টো বলেছেন, কায়েদে আজমের লোকান্তরের পর দেশের শাসকগোষ্ঠী জনগণকে নিষ্ঠুরভাবে প্রবঞ্চিত করেছেন। কিন্তু আজ পাকিস্তানের জনগণই জাতির শাসক, ভাগ্যবিধাতা।

শ্রী ভুট্টো সামরিক শাসন যত শীঘ্র সম্ভব প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দিলেও শুক্রবার রাত্রে মন্ত্রিসভার বৈঠকে কিন্তু বিপরীত ইঙ্গিতই তিনি দেন।

একটি উর্দু সাপ্তাহিকের প্রথম সংখ্যায় শ্রী ভুট্টোর যে বাণী প্রকাশিত হয়েছে, তাতে তিনি বলেছেন, ভারতের হাত থেকে কাশ্মীরের জনগণের মুক্তি সংগ্রামে পাকিস্তান নিশ্চয়ই শরীক হবে।

নয়াদিল্লি থেকে ইউ এন আই জানাচ্ছেন, শ্রী ভুট্টোর আদেশে জাতীয় আওয়ামী দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমাহমুদুল হক উসমানিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় আওয়ামী দলের নেতা গৌসবকস বাসানি আজ বেলুচিস্তানের গবরনর নিযুক্ত হয়েছেন।

শ্রীহায়াত মহম্মদ খান শেরপাও আজ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গবরনর হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

আজ সকালে সিন্ধুর গবরনর শ্রীমমতাজ আলি ভুট্টো করাচিতে কায়েদে আজমের 'মাজার' পরিদর্শন করেন এবং কবরে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন।

পাকিস্তানের মুখে আরও চুনকালি পড়বে

প্রথম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমের পর

জন্য জাতির সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ ও সুগভীর প্রশংসা ব্যক্তিগতভাবে জানাতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছাম্ব এলাকার সুদূরবর্তী ঘাটিগুলি পরিদর্শনে আসেন।

শ্রীরাম বলেন : সীমান্তের ওপার থেকে বার বার হুমকি ছাড়া হচ্ছে। তাই ভারতীয় ফৌজকে সব সময় থাকতে হবে সজাগ, সতর্ক।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী জম্মু, জরিয়ান, মনোওয়ার তাওয়াই ও জলন্ধরে কয়েকটি সমাবেশে ভাষণ দেন।

বিপজ্জনক পথে পা বাড়ানো এবং ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধানোর জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে শ্রীরাম বলেন, শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের সম্মানজনক পথ যদি খুঁজে পাওয়া যেত এবং বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে অনুরূপ একটা সম্মানজনক ফয়সালা যদি হত, তাহলে যুদ্ধ হয়তো এড়ানো যেত। তিনি বলেন, যুদ্ধ ভারতের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং আমরা তার জবাব দিয়েছি ঠিকমত।

তিনি ঘোষণা করেন, বাংলাদেশ সরকার যতদিন চাইবেন ঠিক ততদিনই ভারতীয় ফৌজ বাংলাদেশে থাকবে—তার এক মুহূর্তও বেশি নয়।

বাংলাদেশের জনগণের হাতে বাংলাদেশ প্রত্যার্পণ সম্পর্কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন : বিজয়ী সেনাবাহিনী নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়ে যে লাভ করেন তা আবার ফিরিয়ে দিচ্ছেন এমন নজির বিশ্বের কোন সামরিক ইতিহাসে নেই।

তিনি আরও বলেন : বাংলাদেশের জনগণের হাতে বাংলাদেশ প্রত্যার্পণ স্পষ্টতই প্রমাণ করছে, যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জমি দখলের কোন অভিপ্রায় ভারতের নেই।

জাউরিয়ান-ছাম্ব এলাকায় যাওয়ার আগে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পাঠানকোট ও জম্মুতে সামরিক হাসপাতালে আহত জওয়ানদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের ব্যাপারে সব রকম খোঁজখবর নেন।

ভারতের একতরফা যুদ্ধবিরতি ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা

প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম, জয়লাভের পর ভারতের একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণাকে বিশ্বের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা বলে অভিহিত করেন।

শ্রীরামকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য জম্মু বিমান ঘাটিতে সমবেত এক বিরাট জনতাকে উদ্দেশ করে বলেন, ১৬ ডিসেম্বরের ঘোষণা এই দেশ ও তার প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে। শ্রীরাম জওয়ানদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অগ্রবর্তী ঘাটিগুলিতে যাওয়ার পথে এখানে আসেন।

শ্রীরাম বলেন, আদর্শ ও নীতি রক্ষার জন্যই পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। এটা কোন এলাকা দখলের যুদ্ধ নয়।

আগেকার বিবৃতিগুলি উল্লেখ করে শ্রীরাম বলেন, আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হলে পাকিস্তানের জমিতেই লড়াই হবে বলে তিনি যে, কথা বলেছিলেন, সশস্ত্র বাহিনী সেই কথা রেখেছে।

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি বলেন, কারগিল থেকে কচ্ছের রান পর্যন্ত আগাগোড়াই পাকিস্তানের জমিতেই লড়াই হয়েছে।

শ্রীরাম বলেন, 'স্বৈরাচারি সামরিক শাসন থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্যই ভারত বাংলা দেশের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল, তার কোন স্বার্থই ছিল না।' এই উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ায় সাড়ে সাত কোটি লোকের এক ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতন্ত্রী নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

পাকিস্তান ও তার বন্ধুরা, ভারত একটি মুসলিম রাষ্ট্রকে ধ্বংস করেছে বলে যে সমস্ত কথা বলেছে সেগুলো সম্পূর্ণ 'ভুল'। তিনি বলেন, স্বাধীন বাংলা দেশে মুসলিম জনসংখ্যার পরিমাণ এখন বিশ্বে দ্বিতীয়।

তিনি বলেন, বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কেবলমাত্র মুসলমানের রক্ত ক্ষয় হয়নি, সকলেরই হয়েছে।

জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বকে কবর দেওয়ায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বাংলা দেশের জনগণকে অভিনন্দন জানান। দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে না নেওয়ায় কাশ্মীরীদেরও তিনি অভিনন্দন জানান।

তিনি বলেন, 'গর্বের বিষয় যে, কাশ্মীর থেকে ঢাকা পর্যন্ত জনগণ একই নীতি মেনে চলে।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জি এম সাদিকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীরাম আজ জাউরিয়ান-এ এক প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তৃতা করার সময় পাক প্রেসিডেন্ট জনাব ভুট্টোর সাম্প্রতিক বিবৃতির উল্লেখ করে বলেন পাকিস্তান যদি আবার ভারত আক্রমণ করার মত ভুল করে বসে, তাহলে এবার সমুচিত জবাব আমরা দেব।

সীমান্তের ওপারে

প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম, তাঁর পত্নী ও সংসদ বিষয়ক দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীওম মেটা আজ মুনাওয়ার তাওয়াই-এ একটি বাংকারে দাঁড়িয়ে সীমান্তের ওপারে পাক সৈন্যদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।

শ্রীরম ল্যান্স নায়েক পদম বাহাদুর থাপাকে অভিনন্দন জানান। শ্রীথাপা হাতাহাতি যুদ্ধের সময় তাঁর কুকরি দিয়ে তিনজন পাক সৈন্যের গলা কেটে নেন। —পি টি আই ও ইউ এন আই

ভুট্টো চান মুজিব কনফেডারেশন মেনে নিন

লনডন অফিস

২৫ ডিসেম্বর—পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো এখন চেষ্টা করছেন, যাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে একটি কনফেডারেশনে রাখার প্রস্তাব মেনে নেন। ভুট্টোকে এ ব্যাপারে শলা-পরামর্শ দিচ্ছেন পিন্ডিস্থিত মারকিন ও চীনা রাষ্ট্রদূতেরা।

ভুট্টো-প্রশাসনের সকলেই অবশ্য এখন বুঝতে পেরেছেন যে, নিকসন-প্রশাসন এবং চীনা সরকার—উভয়েই 'অনিচ্ছার সঙ্গে' বাংলাদেশের অস্তিত্ব কার্যত স্বীকার করে নেবেন। নিকসন বোমবেটে-রাজনীতি চালিয়ে বাংলাদেশকে আবার পূর্ব পাকিস্তান করে দেবেন—এই ভরসা ভুট্টোর কিছুকাল আগেও ছিল। এখন বোধহয় আর নেই। রুশ নৌ-বহর যেভাবে সপ্তম নৌ-বহরের মহড়া নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল—তা থেকে ভুট্টো এবং তাঁর চীন-মারকিন মুরুব্বিরা কিছু শিক্ষা পেয়েছেন। আর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের মেজাজও তাঁরা বুঝছেন।

ভুট্টো এবং তাঁর মুরুব্বিরা এখন ক্রমশ বুঝছেন ও বুঝবেন যে, পাকিস্তানকে বাঁচাতে গেলে—বাংলাদেশকে মেনে নিতে হবে এবং কাশ্মীরের উপর দাবি ছাড়তে হবে।

পিনডির খবর : ভুট্টো ও মুজিবের মধ্যে কথাবার্তা পশ্চিম পাকিস্তান যাতে মেনে নেয়, সেজন্য পাকিস্তানের নতুন প্রশাসন উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করছেন বলে মনে হয়।

সরকার নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তান টাইমস আজ এক সম্পাদকীয়তে বলেন যে, শেখ মুজিবের সঙ্গে কথাবার্তার ব্যাপারে জনগণের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির আশংকা থাকা উচিত নয়। —এ পি

উদ্বাস্তুদের ঘরে ফেরার সমস্ত ব্যবস্থা পাকা

—ডি পি ধর

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বর—ভারত সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি শ্রী ডি পি ধর আজ ঢাকায় আমাকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে উদ্বাস্তুদের বাংলাদেশে ফিরে আসার সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে ফেলা হয়েছে। শ্রীধর বলেন, বাংলাদেশে এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক এবং এখানকার জনগণ ও সরকার উদ্বাস্তুদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন, উদ্বাস্তুরা এবার নির্ভয়ে ঘরে ফিরবেন।

বাংলদেশ সাম্প্রতিক উদ্বাস্তুদের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি যাতে তাঁরা আবার ফিরে পান তার জন্য বাংলাদেশ সরকার সব কিছু করবেন বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকামরুজ্জমান জানান।

নির্ধারিত কার্যসূচী অনুযায়ী ১ জানুয়ারি থেকে উদ্বাস্তুদের ভারত থেকে ফিরিয়ে নেওয়া শুরু হবে। দু মাসের মধ্যে একাজ শেষ হবে বলে তিনি আশা করেন।

শ্রীকামরুজ্জমান বলেন, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য দু হাজার কোটি টাকা তাঁদের দরকার হবে। এই টাকা তাঁরা এমন কোন রাষ্ট্রের কাছ থেকে নেবেন না যাঁরা তাদের সঙ্গে শত্রুতা করেছে। তিনি আশা করেন, ভারত, সোভিয়েত রাশিয়া ও সমাজতন্ত্রী বন্ধু দেশগুলি থেকে তাঁরা সাহায্য পাবেন।

উদ্বাস্তুদের ফেরার ব্যাপারে

ভারত সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি শ্রী ডি পি ধর আরও বলেন, আর কদিনের মধ্যেই উদ্বাস্তুদের ব্যাপকভাবে ফিরে আসা সুরু হবে। বাংলাদেশের সীমান্তের সাত আট মাইল পর্যন্ত তাঁরা নিজেরাই আসবেন। সেখানে তাঁদের অভ্যর্থনা কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। সেখানে তাঁরা সাময়িক আশ্রয় ও খাদ্য পাবেন। সেখান থেকে তাঁদের গৃহ নির্মাণের সাহায্য নিয়ে নিজেদের বাড়ি ফিরে যাবেন। যাঁরা চাষী তাঁদের কৃষিঋণ দেওয়া হবে।

শ্রীধর আশা প্রকাশ করেন, যে আগামী চাষের মরশুমের আগেই যাতে উদ্বাস্তুরা তাদের জীবনে আবার প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বাংলাদেশ সরকার প্রকল্প রচনা করেছেন। শ্রীধর আরও বলেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য করবেন। যেসব সেতু বিধ্বস্ত হয়েছে সেগুলি মেরামত সাপেক্ষে ফেরি চলাচল ব্যবস্থা চালু রাখা হবে ও ট্রেন চলাচল সুরু করে দেওয়া হবে।

ধর বাংলাদেশ সরকারের অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি বলেন, এখানকার অফিসাররা উৎসর্গীকৃত এবং আন্তরিক।

শ্রী ধর ইতিমধ্যেই ঢাকায় ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে জনসম্বর্ধনা লাভ করেছেন।

মণিপুরে স্টেট ব্যাংকে জালিয়াতি, ১৭ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট

ইম্ফল, ২৪ ডিসেম্বর—একদল অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি আজ স্টেট ব্যাংক অব ইনডিয়ার স্থানীয় শাখা থেকে জালিয়াতি করে ১৭ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। মণিপুর ট্রেজারি অফিসারের সই জাল করে এই টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে বলে সরকারী সূত্রে জানা যায়। এ ব্যাপারে পুলিশী তদন্ত চলছে। —ইউ এন আই

চীনের শীর্ষস্থানীয় বহু পদই এখন শূন্য

হংকং ২৫ ডিসেম্বর—এ বছর চীনের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। বর্তমানে চীনের কমিউনিসট পারটিতে, সরকারে এবং সশস্ত্র বাহিনীতে বহু শীর্ষস্থানীয় পদই শূন্য রয়েছে।

বিদায়ী ১৯৭১ সালে ভাইস-চেয়ারম্যান এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিন পিয়াও-এর পতন সবচাইতে উল্লেখযোগ্য অভ্যন্তরীণ ঘটনা। রহস্যজনক পরিস্থিতিতে অন্যান্য অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতাদেরও অন্তর্ধান ঘটেছে। কেউ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হতমান হয়েছেন, কারও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছে, কেউ কেউ নাকি বার্ধক্যের দরুন সরে গিয়েছেন।

চতুর্থ জাতীয় গণ কংগ্রেস ১৯৭১ সালেই বসার কথা। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দরুন সরকারের শূন্য আসনগুলি পূরণ করাই এই কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান কাজ হবে।

বর্তমানে মাত্র ৯ জন মন্ত্রী আছেন। অথচ জাতীয় গণ কংগ্রেস বিভিন্ন দফতরের প্রধান হিসাবে প্রায় ২৬ জন মন্ত্রী নিযুক্ত করবেন এইরকমই কথা। চীনে এখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী নেই। অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী চি পেং—ফেং কাজ চালাচ্ছেন।

নতুন বছরের সূচনায় চীনে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী চু-এ প্রভাব খুবই বেশী বলে মনে হয়। চীনা কমিউনিসট পারটির ইয়ে চিয়েনইং চীনের সামরিক ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রতাপশালী লোক বলে পরিগণিত হয়েছেন।

সামরিক বাহিনীর প্রকৃত প্রধানরা—সেনানীদের প্রধান হুয়াং-উং-সেং বিমানবাহিনীর প্রধান উ ফা-সিয়েন এবং নৌবাহিনীর লি তো-পেং গত সেপটেম্বরে জনজীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। —এ এফ পি

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তির সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

ততদিন তারা সেখানে থাকবেন। দেশের শান্তিরক্ষা এবং ক্ষতিগ্রস্থ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আবার চালু করার কাজে মিত্রবাহিনীকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম জানান যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য তিনি অনেক দেশের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। ভারতকেও এ ব্যাপারে সাহায্য করতে বলা হয়েছে এবং তারা লোকজন দেবেন বলেই আশা করা যায়।

তিনি জানান, চীন ও আমেরিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতাদের কাছে চিঠি লিখে তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। রাশিয়ার স্বীকৃতির সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে শ্রীইসলাম দৃঢ়ভাবে আশা প্রকাশ করেন যে, তা শীঘ্রই পাওয়া যাবে। "আমাদের ব্যাপারে রাশিয়ার সমর্থন সম্পর্কে কখনই কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না।"

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেন, মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিব শ্রীরজারসের সাম্প্রতিক বিবৃতিতে বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়। "মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব বোঝার ব্যাপারে এই বিবৃতি আমাদের কোন সাহায্যে আসেনি। শ্রীরজারস বলেছেন, পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষা করার কোন দায় আমেরিকার নেই। একই সঙ্গে শ্রীরজারস আবার বলেছেন, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র খণ্ডিত পাকিস্তানের বিরোধী।" শ্রীইসলাম অবশ্য আশা করেন যে, মারকিন সরকার বাংলাদেশ সম্পর্কে তার বক্তব্য ব্যাখ্যা করবে এবং তার বস্তবতাকে স্বীকার করবেন।

মুক্তিবাহিনীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে তাঁর সরকার একটি সার্থক পরিকল্পনা তৈরি করছেন, শীঘ্রই তা ঘোষণা করা হবে।

শ্রীইসলাম আশা করেন যে, শেখ মুজিবর রহমানকে শীঘ্রই মুক্তি দেওয়া হবে। কেননা, তিনি মনে করেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় এটা অপরিহার্য। তিনি তাই আশা করেন বিশ্বের শান্তিকামী শক্তিগুলি মুজিবের মুক্তির জন্য ইসলামাবাদের উপর চাপ দেবেন।

পাক সৈন্য ছালাভরতি মুদ্রা নদীর জলে ফেলে দিয়েছিল

কক্সবাজার, ২৫ ডিসেম্বর—ভারতীয় নৌবাহিনীর অফিসাররা দিন কয়েক আগে চট্টগ্রামের নদীতে জাল ফেলেন এবং সেই জালে বহু পাকিস্তানী মুদ্রা ভরতি ছালা উঠে আসে।

বাংলাদেশ সরকারকে বিপদে ফেলার জন্য পাকিস্তানীরা এইসব করেছে। শুধু চট্টগ্রামেই ৩২ কোটি টাকার নোট পোড়ান হয়েছে এবং স্বর্ণ ইত্যাদি বহু মূল্যবান সামগ্রী পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম কক্সবাজারের অবস্থা এখন স্বাভাবিক। স্কুল-কলেজ শীঘ্রই খুলবে। সর্বত্রই ভারতীয় সেনাদের সাদর অভ্যর্থনা জানান হয়।

চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত ১২০ কিলোমিটার এলাকায় গ্রামগুলিতে পাক অত্যাচারের চিহ্ন সুস্পষ্ট। চট্টগ্রামের সারকিট হাউসের প্রাঙ্গণ থেকে পাকিস্তানী সামরিক আদালতের শিকার অসংখ্য কঙ্কাল এখন সরানো হচ্ছে। —পি টি আই

কলকাতা-ঢাকা বিমান চলাচল শুরু হচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

গিয়েছে। বাকিটা আর কদিনেই হয়ে যাবে।

আই এর একজন মুখপাত্র জানান যে, জানুয়ারি থেকে বিমান চলাচলের সংখ্যা বাড়ানো হবে। প্রতিদিন যাতে তিনচারটে করে ফ্লাইটের ব্যবস্থা হয় তার জন্য কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছেন।

তেজগাঁও বিমানঘাটিতে শ্রীহাজরা বাংলাদেশ সরকারের ডিরেকটর অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন শ্রীমিরজার সঙ্গে নানান বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছেন।

বিহার মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করছে

পাটনা, ২৫ ডিসেম্বর—বিহারের রাজস্বমন্ত্রী শ্রী চন্দ্রশেখর সিং আজ এখানে বলেন, শ্রীভোলা পাশোয়ান শাস্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত বিহার মন্ত্রিসভা শীঘ্রই পদত্যাগ করবেন।

ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে আলোচনার পর আজ এখানে ফিরে আসেন। তিনি সাংবাদিকদের কাছে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ফিরে এলে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর পদত্যাগের তারিখ নির্দিষ্ট হবে।

তিনি বলেন মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হবে এবং মারচ মাসে নির্বাচন হবে।

বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার পর অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে কিনা, তৎসম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি। —ইউ এন আই

কয়লার চাঁই চাপা পড়ে ৪ জনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা

ধানবাদ, ২৫ ডিসেম্বর—এখান থেকে প্রায় ৮ মাইল দূরে গতকাল সকালে কুইরাখাস কয়লাখনিতে বিরাট কয়লার চাঁই চাপা পড়ে ৪ জন শ্রমিক মারা গেছেন। দুর্ঘটনার পর দেহগুলি বের করা হয়েছে। তদন্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশ এর অভ্যুদয়ে রাঁচিবাসীর আনন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি

রাঁচি, ২৫ ডিসেম্বর—নতুন ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রী বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানালেন রাঁচির মানুষ। গত বুধবার এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্থানীয় ইউনিয়ন ক্লাব ও লাইব্রেরীর সভাগৃহে অনুষ্ঠিত এই মহতী জনসভার আয়োজন করেন ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সংঘের রাঁচি শাখার কর্মকর্তাগণ।

মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সেনানীদের শৌর্যের ভূয়সী প্রশংসা করে, মারকিন ও চীনাদের নীতির নিন্দা করে এবং বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি দাবী করে কতকগুলি প্রস্তাব সভায় সর্বসম্মত গৃহীত হয়।

সভাপতিত্ব করেন সংঘের সভাপতি অধ্যাপক অরুণ মুস্তাফী। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীদেবকুমার শর্মা (শ্রমিক নেতা), শ্রীনিরুপম গড়িয়া (আদিবাসী যুব নেতা) শ্রীআজাদগণি (ভঃ কম্যুনিসট পারটি), শ্রী ডি এন ঝা, শ্রীপশুপতি মাহাতো ও শ্রী বি চাটার্জি ডাঃ গোপালশরণ প্রমুখ।

ওড়িশায় ডিপ্লোমাধারী ইনজিনিয়ারদের মধ্যে বেকারত্ব বৃদ্ধি

ভুবনেশ্বর অফিস

২৫ ডিসেম্বর—রাজ্য সরকারের কর্মসংস্থানের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির জন্যই প্রায় দুই হাজার ডিপ্লোমাধারী ইনজিনিয়ার আজ বেকার।

ডিপ্লোমা ইনজিনিয়ারস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী পি কে বসু গতকাল এখানে এক সাংবাদিক বৈঠকে এই কথা জানিয়ে আরও বলেছেন, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, গ্রাজুয়েট ইনজিনিয়ারগণ ডিপ্লোমাধারীদের জন্য নির্দিষ্ট পদে যোগদান করছেন। এর ফলেই ডিপ্লোমাধারীদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

ওড়িশায় দ্বিতীয় ইসপাত কারখানা খোলার দাবি

২৫ ডিসেম্বর—ভূতপূর্ব সংসদ সদস্য শ্রীসমরেন্দ্র কুণ্ডু আজ এক বিবৃতিতে বলেন, ভারত সরকার ছোট একটি ইসপাত কারখানা স্থাপন করে ওড়িশায় দ্বিতীয় ইসপাত কারখানা খোলার পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখতে পারবেন না।

সম্প্রতি তিন লক্ষ টন স্পনজ আয়রন প্লেটের জন্য একটি লাইসেনস দেওয়ার বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটাকে ইসপাত কারখানা বলে ভুল করলে চলবে না।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে স্বর্ণ সিং

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

শ্রীস্বর্ণ সিং তাদের নাম প্রকাশ করেননি।

নিরাপত্তা পরিষদে ভারত-পাক সমস্যা নিয়ে আলোচনার সময় সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পোল্যানডের ভূমিকার তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। শ্রীসিং ব্রিটেন ও ফ্রানসের ভূমিকারও প্রশংসা করেন। এই দুটি দেশ যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের উপর ভোটাভুটির সময় নিরপেক্ষ থেকে বস্তুত গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছে।

শ্রী সিং বলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জে যাওয়ার পর তাঁকে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা অভূতপূর্ব। আশ্চর্যের বিষয় ওই সময় আন্তর্জাতিক দুনিয়ার প্রায় সকলেই চটপট ভুলে গেলেন যে, দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিম পাক-সেনাদল বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনগণের উপর কী অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে। কী নিষ্ঠুরভাবে দশ লক্ষ মানুষকে খুন করেছে। কী অশ্চর্য কৌশলে এক কোটি মানুষকে ঘরবাড়ি ছাড়া করে ভারতে পাঠিয়েছে। সকলেই যুদ্ধবিরতির আলোচনায় মুখর। কিন্তু গত নয় মাস ধরে পাকিস্তান যে রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ লঙ্ঘন করছে—এই কথাটাই যেন চাপা পড়ে গিয়েছে।

শ্রী সিং বলেন নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতি চুক্তি পরিত্যক্ত হওয়ার ঘটনার মধ্য দিয়েই পরোক্ষভাবে বলা যায় বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র বাংলাদেশের বাস্তব সত্য স্বীকার করে নিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এক তরফা যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তটি রাষ্ট্রপুঞ্জের বহু সদস্য মনে করিয়েছে।

শ্রীসিং জানান, যুদ্ধবিরতির পরেই রাষ্ট্রপুঞ্জেও যে বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে, তা হল সৈন্যাপসারণ। এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্যঃ পশ্চিম খণ্ডে সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনা চলিতে পারে। কিন্তু পূর্ব খণ্ডে পশ্চিম পাক সেনাদল আত্মসমর্পণ করার সেখানে পাক সেনাদলের কোন অস্তিত্ব নেই। কাজেই পূর্ব খণ্ড থেকে সৈন্য অপসারণের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

তা ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতি নিশ্চিত প্রমাণ করে বাংলা দেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। পশ্চিম পাকিস্তানের কোন অধিকার নেই সে দেশে সৈন্য পাঠানোর এখন পশ্চিম পাক সৈন্য বাংলা দেশে পাঠালে তা বাংলা দেশের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের আক্রমণ বলে গণ্য হবে।

ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জে একথাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, বাংলা দেশে ভারতীয় সৈন্যের উপস্থিতি বস্তুত ভারত সরকার ও বাংলা দেশ সরকারের ব্যাপার।

শ্রীসিং সাংবাদিকদের জানান যে, নয়া পাক প্রেসিডেন্ট জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টো যদি এখনও বাংলা দেশকে পাকিস্তানের বলে দাবি করেন, তাহলে তিনি মারাত্মক ভুল করবেন। এবং তাঁর এই মনোভাব প্রকৃতপক্ষে এই উপমহাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দেবে।

বাইশটি দেশের স্বীকৃতি?

আমাদের লনডন অফিস জানিয়েছেন: ব্রিটেন ও কানাডাসহ বাইশটি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে কার্যত স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নিয়েছে বলে সেখানে আভাস পাওয়া গিয়েছে।

—পি টি আই ও ইউ পি আই

মেজর তারার জন্য বেগমের উপহার

ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বর—বঙ্গবন্ধুর পত্নী বেগম শেখ মুজিবর রহমান ভারতীয় স্থলবাহিনীর মেজর অশোক তারাকে একটি হাতঘড়ি উপহার দিয়েছেন। পাক হানাদার বাহিনীর কবল থেকে তাঁকে মুক্ত করার ব্যাপারে মেজর তারা যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তার জন্যই বেগম তাঁকে এই উপহারটি দেন।

পাক বাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করার ২৪ ঘণ্টা পরও বেগম, দুই মেয়ে এবং নাতি ধানমণ্ডী এলাকায় এক বাড়িতে আটক ছিলেন। ঐ বাড়ির প্রহরারত পাক সৈন্যদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে মেজর তারা ১৭ ডিসেম্বর সকালে তাঁদের অস্ত্র সমর্পণ করান। —পি টি আই

গণহত্যার দায়ে মালিক ও মন্ত্রীদের বিচার হবে

— কামরুজ্জমান

ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বর—বাংলাদেশে গণহত্যার জন্য দায়ী পাকিস্তানী জংগীশাহীর প্রাক্তন গবরনর ডাঃ এ এম মালিক এবং তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের দেশের আইন অনুসারে অপরাধী হিসাবে বিচার করা হবে। বাংলাদেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এ এইচ কামরুজ্জমান গতকাল রাত্রিতে এখানে সাংবাদিকদের এই কথা বলেন।

বিভিন্ন অভিযোগের দায়ে পুলিশ যে ৪৮জন পাক জংগীশাহীর সহযোগীদের গ্রেফতার করে, তার মধ্যে ডাঃ মালিক ও তার প্রাক্তন মন্ত্রিসভার ৮জন সহকর্মী রয়েছেন এবং গতকল রাতে পুলিশের বুলেটিনে সেই নামতালিকা প্রকাশ পায়।

শ্রীকামরুজ্জমান বলেন, দুবৃত্ত বা পাক জংগীশাহীর সহযোগী কাকেও আইনের হাত থেকে রেহাই দেওয়া হবে না। সামাজিক মর্যাদানির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রেই দেশের আইন সমভাবে প্রযোজ্য হবে। জনগণ এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য ডাঃ মালিক ও প্রাক্তন মন্ত্রিগণ এবং ভূতপূর্ব সরকারী কর্মচারী রাজনীতিবিদ ও অন্যান্য পাক সহযোগীদের বিচার হবে। অসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা, নারীধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির জন্য দায়ী পাকিস্তানী দালালরা কোনরকম চুক্তির আওতায় আসবে না, বিচারের সম্মুখীন তাদের হতে হবে। তিনি ঘোষণা করেন যে, মানবিক অধিকারের মৌল নীতি যারা লংঘন করেছে, তাদের শাস্তি পেতেই হবে।

বাংলাদেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই ধরণের লোকদের সকলকে যাতে বিচারের আওতায় আনা যায় তার জন্য তাঁর সরকার ভারতের সহযোগিতা চাইবেন এবং যতশীঘ্র সম্ভব এদের বিচারকার্য আরম্ভ হবে।

তিনি বলেন, মোটামুটি একটা হিসাবে দেখা যায়, এই বৎসরের ২৫ মারচ থেকে এ পর্যন্ত দখলদার পাক বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা প্রায় দশলক্ষ লোককে হত্যা করেছে।

বাংলাদেশের গুঁড়িয়ে দেওয়া অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এবং ভারত থেকে প্রত্যাগমনের পর এক কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসিত করার জন্য বাংলাদেশের দুই হাজার কোটি টাকা দরকার হবে।

স্বরাষ্ট্র, পরিবহণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীকামরুজ্জমান সংবাদিকদের গতকাল রাত্রে বলেন যে খান সেনারা জাতির অর্থনৈতিক কাঠামোকে যেভাবে ধ্বংস করেছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তিনি বলেন, যে জাতীয় সম্পদ রয়েছে তাতে এই অবস্থায় বন্ধু দেশগুলির কাছ থেকে সাহায্য না পেলে জাতির অর্থনৈতিক কাঠামোকে পুনরায় গড়ে তোলা অসম্ভব।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ আশা করে যে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের ন্যায় বন্ধু দেশগুলি আমাদের এই নতুন রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের এই বিরাট কাজে অংশীদার হবেন। তিনি আরও বলেন, আমরা ভারতের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছি।

শ্রীকামরুজ্জমান বলেন, পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক সকল দেশ বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য যে এগিয়ে আসবেন তাতে তাঁর কোন সন্দেহ নেই। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোনরকম সাহায্য বা ঋণ গ্রহণ না করতে তাঁর সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য না জানালে সরকারী কর্মচারী এবং স্বশাসিত সংস্থাসমূহের কর্মচারীদের বেতন এবং পেনসন দেওয়া হবে না বলে বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

গতকাল রাত্রিতে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সংশিলষ্ট কর্মচারীদের একটি সারটিফিকেট দাখিল করতে হবে।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল শিল্প সংস্থা অবিলম্বে খোলার জন্য আদেশ দিয়েছেন। —পি টি আই

বাংলাদেশের প্রতি রুশ সমর্থক স্পষ্টতর হচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

বেরিয়েছে তিন কলম শিরোনামায়—'বাংলাদেশের পরিস্থিতি'। তাতে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাজউদ্দিন আমেদ এবং রাজধানী ঢাকা। রচনাটিতে কোথাও 'পাকিস্তান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি।

পর্যবেক্ষকদের ধারণা, এসবই হল রুশ জনমানসে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠার এবং পরে তাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিদানের পূর্বাভাস।

প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে যে, ভারত পরিত্রাতার ভূমিকা নেওয়ায় বাংলাদেশের জনগণ কতটা আনন্দিত হয়েছেন এবং ভারতীয় বাহিনীর অভিযানকে সারা বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষেরা কতখানি অভিনন্দন জানিয়েছেন। —পি টি আই

পঃ বঙ্গে নির্বাচন ব্যবস্থা করতে কমিশন রাজি

প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলমের পর

করেন এবং অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন যদি অব্যাহত থাকে তবে কমিশন যত শীঘ্র সম্ভব রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারেন।

তিনি আরও জানান যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার কমিশনকে জানিয়েছেন যে, ইলেকটোরাল কারড ব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যে নতুন পদ্ধতি অনুসারে ভোটার তালিকা সংশোধন করার জন্য ছ'মাস বা তারও বেশি সময় লাগবে। এ অবস্থায় এখন যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সাধারণ নির্বাচন ব্যবস্থা করার নির্দেশ আসে তবে বর্তমান ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হতে পারে।

মুখ্য নির্বাচনী কমিশনের পক্ষে শ্রীসেন ওই পত্রের জবাব দেন।

সমর নায়কদের ব্যালটে ইয়াহিয়া গেছেন

নিউইয়রক ২৪ ডিসেম্বর—পাক রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে ভুট্টোর প্রবেশ ও ইয়াহিয়ার প্রস্থানের সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয় ঢাকার যেদিন পতন ঘটে সেইদিন রাত্রে, পাক সমরনায়কদের ব্যালটে। খবরটি জানা গেল সম্প্রতি।

প্রকাশ, এয়ার মারশাল আবদুর রহিম খানই ছিলেন এই রদবদলের অগ্রণী। ৪২ বছর বয়স্ক পাক বিমানবাহিনীর এই প্রধান এমনিতে খুবই মিষ্টভাষী। স্থলবাহিনীর অস্থায়ী সর্বাধিনায়ক লেঃ জেঃ গুল হাসান খানও ভূমিকা নেন।

ইয়াহিয়ার সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা দুজনের কারোরই ছিল না। —পি টি আই

বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা শীঘ্র সম্প্রসারিত হচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার ৮ম কলমের পর

বেশ কিছুদিন থেকেই বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

মন্ত্রিসভায় অবশ্য আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোনও দলের লোককে নেওয়া হচ্ছে না। মোজাফফর পন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পারটি দাবি করেছেন, সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করা হোক। আওয়ামী লীগ তা জানাতে রাজ নন। মৌলানা ভাসানী অবশ্য এখনও সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের কোনও দাবি তোলেননি।

আওয়ামী লীগের বক্তব্য, তাঁরা বাংলাদেশের নির্বাচনী রায় অনুসারে সরকার গঠন করেছেন। নির্বাচনে জনসাধারণ আওয়ামী লীগের হাতেই দায়িত্ব দিতে চেয়েছিল। এখন আওয়ামী লীগ সেই রায় অনুসারেই কাজ করছে।

নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন ফ্রনটের নেতারাও দুতিনজন থাকবেন। একজন ছাত্র যুব নেতা এবং একজন শ্রমিক নেতাকে মন্ত্রিসভায় নেওয়া হবেই।

আওয়ামী লীগ নেতারা গত দু-তিন দিন ধরে ঢাকায় এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আশা করা যায়, আগামী সপ্তাহেই নতুন মন্ত্রিদের নাম ঘোষিত হবে।

মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের সংগে সংগেই দফতরেরও রদবদল হবে। নতুন মন্ত্রীদের হাতেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দফতর থাকবে।

অনাবিল আনন্দের জন্য দার্জিলিঙ চলুন

মাত্র এক রাত্রির রেলভ্রমণ—পরদিন সকালেই পৌঁছে যাবেন মনোরম দার্জিলিঙ শহরে। বিকাল ৪-২০ মিনিটে কলকাতায় দার্জিলিঙ মেলে চড়ুন—পরদিন হিমালয়ের কোলে ঐ পার্বত্য শহরেই প্রাতঃরাশ করুন।

শীত, গ্রীষ্ম ও শরতে দার্জিলিঙ অতুলনীয়। ঝকঝকে সূর্যের আলো এবং চমৎকার হিমেল আবহাওয়া। কেবল দার্জিলিঙই নয়—আরও অনেক সুন্দর দর্শনীয় স্থান রয়েছে—যেমন কালিম্পঙ, কার্শিয়াঙ, গ্যাংটক, কালুট, সন্দাকফু ও পার্বত্য উপত্যকার মনোরম স্থানসমূহ।

সকলের সাধ্যমত থাকবার জন্য রয়েছে দার্জিলিঙ ও কালিম্পঙে ট্যুরিস্ট লজ, শৈলাবাস, টাইগার হিল লজ (শ্যালে) ও শাংগ্রিলা ট্যুরিস্ট লজ।

বিশদ বিবরণ ও বুকিং এর জন্যে ম্যানেজারদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন:

দার্জিলিঙ ট্যুরিস্ট লজ (ফোন ৬১৬), শৈলাবাস (ফোন ৬৮৪), শ্যালে, কালিম্পঙ ট্যুরিস্ট লজ (ফোন ২৮৪) এবং শাংগ্রিলা ট্যুরিস্ট লজ (ফোন ২৩০) কিংবা নিচের ঠিকানাতেও যোগাযোগ করতে পারেন।

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ডালহৌসি স্কোয়ার) ইষ্ট, কলিকাতা-১, ফোন : ২৩-৮২৭১, গ্রাম : TRAVELTIPS বা অজিত ম্যানসনস : নেহেরু রোড, দার্জিলিঙ ফোন-৫০ গ্রাম : DARTOUR

স্বরাষ্ট্র (পর্যটন) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

TCP/TB 105R1

অন্যান্য চিত্রগৃহে

অশোকা ১২॥, ৩।, ৬
ছদ্মবেশী (৫ম সপ্তাহ)

অলকা ফোন ৬৭-২০১৮
আজ সকাল ১০টায়
The Best of LAUREL and HARDY

নারায়ণী চাঁপদানি ৫৬-৩৩৩৮
১, ৪, ৭
কাল আজ আউর কাল

অনন্যা বরাহনগর বি টি রোড ৫৬-২০৫৮
প্রত্যহ ১২, ৩, ৬টা
ছদ্মবেশী (৫ম সপ্তাহ)

পার্বতী হাওড়া ৬৭-২৮১১
২, ৪॥, ৭টা
ছদ্মবেশী (৫ম সপ্তাহ)

সুরশ্রী ১২, ৩, ৬
৩৫-৩৪৩৬
কুহেলি

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৭০
২, ৫, ৮
সংসার

জয়া ৫৭-৩১৩৬ বাতানুকুল
১, ৪, ৭
সংসার (বাংলা)

রূপম ফোন : ৩৪-৪৩১৭
২, ৫, ৮
শতরঞ্জ

বিনোদিনী বাগবাজার
১, ৪, ৭
চন্দ্রশেখর (নতুন প্রিন্ট)

যোগমায়া হাওড়া ৬৭-২১২৮
২, ৫, ৮
আন্দাজ

নবীনা প্রত্যহ : ১২, ৩, ৬
জীবন থেকে নেওয়া
(প্রমোদকরমুক্ত)

অতীন্দ্র বারাকপুর
১, ৪, ৭
জীবন থেকে নেওয়া

৬ষ্ঠ সঃ লক্ষ লক্ষ অনুরাগীর হৃদয় জয়ের গৌরবোদ্দীপ্ত
ধর্মেন্দ্র-তনুজা-সমিত-সুমিতা-উৎপল দত্ত
গুড্ডী
ইস্টম্যানকালার
হিন্দ : মেনকা
১, ৩॥, ৬ ১২॥, ৩, ৬॥
চলচ্চিত্রম্ (কোন্নগর—২য় সপ্তাহ)

চমকবহুল ৬ষ্ঠ সপ্তাহ!
ধর্মেন্দ্র-লীনা চন্দাভারকর-বিনোদ খান্না
রাখওয়ালা
ইস্টম্যানকালার
এ.সুব্বা রাও-কল্যাণজী আনন্দজী
ওরিয়েণ্ট (১২, ৩, ৬)
এতৎসহ : চলন্তিকা (তমলুক)

ভালোবাসার মধুময় সঙ্গীতে গড়া
হেমামালিনী - শশী কাপুর অভিনীত
অভিনেত্রী
রঙ্গীন
নিউ সিনেমা ঃ দীপ্তি
প্রত্যহ ২, ৫।, ৮॥

শেষ সপ্তাহ

উত্তরা ১২, ৩-১৫ ও ৬-৩০ উজ্জ্বলা
চণ্ডীদাস চিত্রমন্দির (৩-য় সপ্তাহ) • শ্রীগৌর (নবদ্বীপ—২-য়) • কল্পনা (বহরমপুর) অরোরা (মেদিনীপুর) • বিচিত্রা (বোলপুর) বিচিত্রা (মালদা) • নিউ সিনেমা (কোচবিহার) কমল টকীজ (রায়গঞ্জ) • আশুতোষ টকীজ (নৈহাটি) • নিউ সিনেমা (শিলিগুড়ি)

স্টার থিয়েটার
(শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা)
স্থাপিত : ১৮৮৩ * ফোন : ৫৫-১১৩১
দেবনারায়ণ গুপ্তের
সীমা
আজ : বেলা ২॥ ও সন্ধ্যা ৬টায়
বৃহস্পতিবার ৩০শে ডিসেম্বর : ৬টায়

রঙমহল —ফোন— ৫৫-১৬১৯
আজ : ২॥ ও ৬টায়
আমি মন্ত্রী হব
জহর রায়, হরিধন, অজিত, মৃণাল, অমরনাথ, প্রনস, ইন্দ্রজিৎ, মিন্টু, রত্না, ইন্দিরা, মমতা ও সরযূ দেবী

বিশ্বরূপা ফোন ৫৫-৩২৬২
আজ ২॥ ও ৬টায়
বৃহঃ ৬টায়, শুক্রবার ও শনি ২॥ ও ৬
শংকরের
চৌরঙ্গী
॥ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ॥
নির্দেশনা : রাসবিহারী সরকার
শ্রেষ্ঠাংশে : বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, তরুণকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, রুবী দত্ত, প্রমোদ গাঙ্গুলী, পতুল, মিস্ জে, নির্মল ঘোষ ও দিলীপ রায় এবং জয়শ্রী সেন

রঙমহল আজ সকাল ১০টায়
টিনের তলোয়ার
রচনা, পরিচালনা ও অভিনয়ে
উৎপল দত্ত
পিপলস্ লিটল থিয়েটার

মুক্তঅঙ্গন **শৌভনিক**
৪৬-৫২৭৭
আজ সন্ধ্যা ৬-৩০টায়
শৌভনিক-এর
মলাটের রঙ মুহূর্ত
[প্রাপ্তবয়স্ক দর্শকদের জন্য]
১লা জানুয়ারী — নতুন নাটক
শেষ কণ্ঠস্বর

রঙ্গনা বিধান সরণীর রাস্তার দাঁড়িসার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
আজ ২॥টে ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
বৃহস্পতিবার ৬টায় নাট্যকারের সন্ধানে
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপবাণী (৩, ৫॥, ৮)
বিঃ দ্রঃ—পরিবর্তিত শো টাইম
জনতার রায়ে ২য় সপ্তাহ!
আনন্দ
রাজেশ খান্না! (রঙ্গীন)
এতৎসহ প্রত্যহ দুপুর ১২টায়
আসলি নকলি
(দেব আনন্দ - সাধনা - সন্ধ্যা রায়)
*
কালিকা (২॥, ৫॥, ৮॥)
২য় সপ্তাহে অভিনন্দিত!
দো রাস্তে
(রাজেশ - মমতাজ) • রঙ্গীন

বিধুশ্রী প্রত্যহ ৪টি শো
১২, ২৮ ৫৮ ও ৮॥
সাচ্চা ঝুঠা
রাজেশ - মমতাজ ॥ (কলার)

গ্লোব প্রত্যহ ৩, ৫-৪৫, ৮-৩০
আজ সকাল ১০-৩০
বড়দিনের বিরাট আকর্ষণ!
মধুর কাহিনী! মধুর অভিনয়!
জিনা লোলোব্রিজিডা
শিল্পী জীবনের শ্রেষ্ঠতম অভিনয়!
বুনো সিরা, মিসেস ক্যাম্পবেল
(এ) রঙ্গীন

৩৷ • ৫-৪৫ ও ৮-৩০টা
মিনার • বিজলী • ছবিঘর

আজ যশোহর ক্যান্টনমেন্টে

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যাদুকর রণি (প্রিন্স অফ ইন্দ্রজাল) মুক্ত বাংলা দেশের আমন্ত্রণে বিজয় উৎসবে তাঁর ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করিবেন। —বিজয় সংস্থা
(সি ৬৯৬৩)

১২শ সপ্তাহ
রাজ খোসলার
মেরা গাঁও মেরা দেশ
প্যারাডাইস ৩, ৬, ৯
কৈরী জ্যোতি
(চুঁচুড়া) ১, ৪, ৭ (চন্দননগর) ১, ৪, ৭
রূপশ্রী (ভাটপাড়া ২, ৫, ৮)
মেঘদূত (শিলিগুড়ি) ভবানী (কোচবিহার)
রূপক (১২শ সপ্তাহ - পাটনা)
শেখর (৬ষ্ঠ সপ্তাহ - মজঃফরপুর)
উমা (৪র্থ সপ্তাহ - দ্বারভাঙ্গা)

আজকের শ্রেষ্ঠ নাটক **'জাগরণ'**
বয়েজ ওন্ লাইব্রেরী হল
(বিশ্বরূপা ও রঙ্গনার মাঝে)
আজ ৩টা ও সন্ধ্যা ৬॥টায়।

লাইট হাউস প্রত্যহ : ৩, ৬ ও ৮-৪৫টা
এবং আজ বেলা ১০-৩০টায়ও
বড়দিনের বিরাট আকর্ষণ

থিয়েটার সেণ্টার : ৪৭-৬১৭৫
আজ ৩ ও ৬॥ প্রতি রবিবার
পরাজিত নায়ক
তরুণ রায় - দীপান্বিতা রায়

গ্রেস প্রত্যহ ২, ৫, ৮
দুর্ধর্ষ ওয়েস্টার্ন ছবি
THE RETURN OF RINGO (A)
গুলিয়ানো গেমা

নব সাজে **নিউ এম্পায়ার**
বেলা ১২, ৩, ৬ ও রাত্রি ৮॥টায়
* সোফিয়া লরেন *
* মারচেলো মাস্ত্রোয়ানি *
অভিনীত হাস্য-কৌতুক ও উদ্দাম প্রণয়ের অপূর্ব চিত্র!
"দি প্রিস্টস ওয়াইফ"
(U) ওয়ার্ণার ব্রাদার্স-এর রঙীন ছায়াছবি!

আজ সন্ধ্যে ৬টায়
পাগলা ঘোড়া ও অপরাজিতার পর বহুরূপীর আবার নতুন নাটক
বিজয় তেন্ডুলকরের
চোপ, আদালত চলছে....
• নির্দেশনা ঃ শম্ভু মিত্র •
অভি : তৃপ্তি মিত্র • কুমার রায় • দেবতোষ ঘোষ • রমলা রায় • তারাপদ মুখার্জি শঙ্কর ঘোষ • উৎপল ভট্টা • অমিত মণ্ডল
• আগামী রবিবার সন্ধ্যে ৬টায় •
অপরাজিতা
তৃপ্তি মিত্রের একক অভিনয়ের একটি সম্পূর্ণ নতুন অনুষ্ঠান।
পরিকল্পনা নির্দেশনা তৃপ্তি মিত্র।
• হলে টিকিট আজ সকাল ১০টা থেকে •

শেষ নবাব
রচনা : সৌরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুর : মহেন্দ্র দত্ত
শ্রেষ্ঠাংশে

মিরকাশেম	— বিজন মুখার্জী
মিরজাফর	— ভোলা পাল
ওয়ারেন হেস্টিংস	— শিবদাস মুখার্জী
ফাতেমা	— রীতা দত্ত
মণি বেগম	— সোনালী গোস্বামী
লুৎফা	— শর্মিলা

প্রযোজনা—লোকনাট্য
৩৩৩বি, রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬

মিনার্ভা থিয়েটার ৫৫-৪৪৮৯
প্রবাহ
আজ ৩ ও ৬টায়
বৃহস্পতি ও শুক্র ৬টায়

সম্মিলিত ১৮শ সপ্তাহ!
উত্তমকুমার একাই একশো

রাধা : পূর্ণ : পূরবী
(২॥, ৫॥, ৮॥টা) (১২, ৩, ৬)
অনন্যা (৫ম) অশোকা (৫ম)
পার্বতী (৫ম, ২, ৪॥, ৭) • মানসী (৫ম, ১॥, ৪॥টা) নৈহাটী সিনেমা (৫ম, ১॥, ৪॥টা)
ইন্দ্রমন্দির (বেলঘরিয়া) বিজয়া (বারাসাত)

সংগীতসমৃদ্ধ চাঞ্চল্যকর এই ছবি দেখতে প্রচণ্ড ভিড় হচ্ছে
জীতেন্দ্র - ববিতা
বিখরে মোতি
ইস্টম্যানকালার
আজ বেলা ১১টায় প্রভাতে অতিরিক্ত শো!
সোসাইটি - বসুশ্রী - বীণা
(২॥, ৫॥, ৮॥) (২, ৫, ৮) (১২, ৩, ৬)
প্রভাত — পূর্ণশ্রী — পার্কশো
(৩, ৬, ৯) (২, ৫, ৮) (৩, ৬, ৯)
প্যারামাউন্ট — আলেয়া — পুষ্পশ্রী
(২॥, ৫॥, ৮॥) (২, ৫, ৮) (১২॥, ৩॥, ৬)
পি-সন - কল্পনা (২, ৪৮, ৭৮) - নিশাত (১, ৪, ৭) - শান্তি - শ্রীকৃষ্ণ (জগদ্দল) স্বপ্না (লিলুয়া) - চম্পা - লক্ষ্মী (টিটাগড়) রামকৃষ্ণ - রাধাশ্রী - চিত্রালয় - গোধূলি

রাজশ্রী প্রোডাকশন্স প্রাঃ লিঃ
আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, আজ সকাল ৯-৪৫ মিঃ থেকে ১০টা পর্যন্ত বিবিধ ভারতী-তে মিষ্টিমধুর গানগুলি শুনতে...
যেগুলি পরিবেশন করেছে তাঁদের নবতম চিত্রার্ঘ্য
উপহার
(ইস্টম্যান কলর)
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' অবলম্বনে চিত্রায়িত
শ্রেষ্ঠাংশে রয়েছেন এ বছরের চাঞ্চল্যসৃষ্টিকারী নবতম শিল্পী **জয়া ভাদুড়ী**
প্রযোজক : তারাচাঁদ বরজাত্যা
পরিচালনা : সুধেন্দু রায় • সঙ্গীত : লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল
• রাজশ্রী পরিবেশনা •

রণজিৎমল কাংকারিয়া নিবেদিত
উদয়শঙ্করের **শঙ্করস্কোপ**
যা আগে কখনও দেখেননি। সিনেমা, থিয়েটার, নৃত্যনাট্য এবং ম্যাজিক – এসবের সংমিশ্রণে অপূর্ব বিচিত্রানুষ্ঠান।
কলামন্দিরে চলছে
আজ : ৩টা ও ৬টায় • আগামীকাল থেকে প্রত্যহ

গৌতম মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সম্ভাবনা'র বর্ষপূর্তি উৎসব
নজরুল ও লোকগীতির একক আসর রবীন্দ্রসদনে
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
নির্মলেন্দু চৌধুরী
তবলায়—রাধাকান্ত নন্দী আবৃত্তি—শান্তনু রায়
১লা জানুয়ারী শনিবার : সকাল ১০টায়
টিকিট—৫, ৩, ৭ • স্টাইলো, হলে ৯—৭টা
বিচিত্রানুষ্ঠান রবীন্দ্রসদনে
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
আরতি মুখোপাধ্যায়
যোগেশ দত্ত ও আবৃত্তি—প্রবীর রায়
২রা জানুয়ারী, রবিবার : সকাল ১০টায়
টিকিট—৩, ৫, ৭, ১০, • স্টাইলো ও হলে ৯—৭টা
(সি ৭০৭৬)

বাঙলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে
রবীন্দ্র সদন
আয়োজিত নাট্যোৎসব
আজ সকাল ১০টায় • থিয়েটার ইউনিট নিবেদিত
— অলীকবাবু —
পরিচালনায়—শেখর চট্টোপাধ্যায়
অভিনয়ে—শেখর চট্টোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী ও অন্যান্য
প্রবেশপত্র—৩, ৩, ২, • রবীন্দ্রসদন কাউন্টারে পাওয়া যাচ্ছে। (৪৪-৯৯৩৭)
আগামী ২৮শে ডিসেম্বর বিকাল ৫টায় মহিলা শিল্পীমহল নিবেদিত
— আলিবাবা —

উদয় শংকর
ইণ্ডিয়া কালচার সেণ্টারের উদ্ভট, বিস্ময়কর যুগধর্মী নৃত্যনাট্য
যুগছন্দ
সঙ্গীত / আনন্দশংকর ৫০ জন নৃত্যশিল্পী সহ
পরিচালনা :
অমলা শংকর
—তৎসহ—
সীতা স্বয়ম্বরা
সঙ্গীত—রবীন দাস
রবীন্দ্র সদনে ৩১শে ডিসেম্বর—৪ঠা জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬টায়
টিকিট—১০, ৭, ৫, ৩, ২৪শে ডিসেম্বর হইতে প্রাপ্য
(সি ৭১১১)

দর্শক অভিনন্দন ধন্য!

শ্রী ঃ প্রাচী ঃ ইন্দিরা
(১২, ৩, ৬) (১২, ৩, ৬টা) (৩, ৬, ৮৮)
পদ্মশ্রী ॥ জয়া ॥ শ্যামাশ্রী ॥ মায়াপুরী ॥ মায়া রনা ॥ জয়শ্রী ॥ উদয়ন ॥ মীনা ॥ রূপালী ॥ গৌরী
আজ সকাল ৯টায় প্রাচীতে—প্রাক্তন সৈনিক সংঘের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে—"হাটে বাজারে"

শুক্রবার ৩১শে ডিসেম্বর হইতে!

উত্তরা ঃঃ উজ্জলা

১৯৭২ সালের প্রচণ্ড উত্তেজনাপূর্ণ দারুণ রহস্যঘন ছবি।
নতুন বছরের গোড়াতেই আরম্ভ হচ্ছে।
সাড়ম্বরে শুভমুক্তি শুক্রবার ৩১ ডিসেম্বর

রিগ্যাল ঃ নিউ সিনেমা ঃ জেম
কৃষ্ণা ঃ ছায়া ঃ কালিকা

শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে, শ্রেষ্ঠ নাট্য পরিবেশনে, সমাপিত অভিনয়ে
নাট্যভারতী থিয়েট্রিক্যাল প্রপার্টি — ২৪-৩২৬৯
১০৭ শোভাবাজার স্ট্রীট, কলি-৫
—কমলেশ ব্যানার্জির আকর্ষণীয় নাটক—
মানুষ নিয়ে খেলা
নরেশ চক্রবর্তীর দেশাত্মবোধক পালা **বিনয়-বাদল-দীনেশ**
রূপায়ণে : চিত্র, মঞ্চ, বেতার-খ্যাত
দীপক মুখোপাধ্যায়
ক্ষিতীশ রায় (সঙ্গীতে), অনিল ভট্টাচার্য (হাস্যরসে), শান্তি ভট্টাচার্য, ভবানী সরকার, রণজিৎ সেন, সঞ্জীবকুমার, রঘু রায়, কালী পাঠক
পালান নস্কর
শ্যামলী চক্রবর্তী, মীনা ব্যানার্জি, ভারতী সাঁতরা, কানন চক্রবর্তী, কল্পনা, মানসী সান্যাল।
আরতি বসু (নৃত্যে), খোকা মল্লিক (আবহ সঙ্গীত)
ও
মনোজকুমার
পঃ বঙ্গ ও বাংলাদেশ যোগাযোগ কেন্দ্র
কমলকৃষ্ণ খাঁ
১০৭ শোভাবাজার স্ট্রীট, কলি-৫
ফোন—২৪-৩২৬৯
১১/১২ই পৌষ—চাঁদড়া
১৯শে পৌষ হইতে তুফান
বায়নার যোগাযোগ করুন
শ্রীনিমাই চক্রবর্তী
কোচবিহার হোটেল—৩৪৩

বিজয়ী বীর জওয়ানদের সাহায্যকল্পে
'শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জাদুকর'
জাপানে প্রথম সামুরাই ক্রাউন বিজেতা
যোগী জাদুকর
মৃণাল রায়ের
রোমাঞ্চ ও বিস্ময় সৃষ্টিকারী
বিশ্বের প্রথম জাদুনাটক
মায়া-মহল
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ, মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল সত্যনারায়ণ সিংহ,
বিশ্ববিশ্রুত সত্যজিৎ রায় প্রমুখ সুধীজন কর্তৃক প্রশংসিত।
মহাজাতি সদন হলে
৩রা জানুয়ারী থেকে : প্রত্যহ ৬টায়, শনি / রবি ৩টা ও ৬টায়
অগ্রিম বুকিং ৩১শে ডিসেম্বর থেকে : সকাল ৯॥—সন্ধ্যা ৬টা
টিকিট : ২০, ১০, ৭, ৫, ৩-৫০ ও ২, মাত্র

অতীত-বর্তমান আর ভবিষ্যতের কথা

মেট্রো - লোটাস - মুনলাইট দর্পণা - জেম - গণেশ
(১২, ৩॥, ৭) (২, ৫।, ৮॥) (২॥, ৫৮, ৯) (১॥, ৪৮, ৮) (২, ৫।, ৮॥) (২॥, ৫॥, ৮॥)
বঙ্গবাসী • অশোক • নারায়ণী • জয়ন্তী • শ্রীলক্ষ্মী • বাটা • চিত্রা • অনুরাধা অরোরা (খড়্গপুর) • মহুয়া (মেদিনীপুর) • রজাক (রাউরকেলা) ও বিশেষ প্রদর্শনী 'সোসাইটি' (বেলা ১১॥) ০ ৩১শে ডিসেম্বর থেকে : 'মেনকা'
আজ সকাল ১১টা : মুনলাইট-এ অতিরিক্ত প্রদর্শনী

রাষ্ট্র-জীবনে অথবা সংসার-জীবনে একনায়কত্ব কখনও জয়ী হ'তে পারে না...

পরিচালনা : জহির রায়হান সুর : খান আতাউর রহমান।
সংগীতকথা : রবীন্দ্রনাথ • নজরুল • ইকবাল • আবদুল গফফর চৌধুরী • খান আতাউর রহমান
জ্যোতি - অরুণা - মিত্রা - প্রিয়া - নবীনা
(২, ৫, ৮) (৩, ৫৮, ৮॥) (২॥, ৫।, ৮) (২, ৫, ৮) (১২, ৩, ৬)
আলোছায়া (১॥, ৪॥, ৭॥) • সুচিত্রা (২, ৫, ৭৮) • নবরূপম • অলকা পারিজাত • নেত্র (১॥, ৪॥, ৭-১৫) • নিউ তরুণ • প্রফুল্ল • অতীন্দ্র (১, ৪, ৭) কল্যাণী • গীতাঞ্জলি • বিধান • শংকর • ইন্দুবন্দু
বিঃ দ্রঃ—চুক্তি অনুযায়ী জ্যোতিতে মাত্র এক সপ্তাহ

শুভমুক্তি শুক্রবার ৩১ ডিসেম্বর!
প্রতিটি মানুষের মনে বিভীষিকার সঞ্চার করেছিল যে দুর্ধর্ষ মানুষটি, তার নিজের হৃদয়টি ছিল কুসুম-কোমল, স্বর্গের সুষমায় মণ্ডিত অনিন্দ্যসুন্দর

জ্যোতি ঃ প্রভাত ঃ রূপবাণী ঃ উজ্জলা ঃ দীপ্তি
(স্বপ্রাহরিক প্রদর্শনী)
পূরবাশা (কসবা) • পিয়ালী (বেহালা) • শৈলশ্রী (মেটিয়াবুরুজ) • পিকাডিলি (শালকিয়া) • নবভারত (হাওড়া) • শান্তি (কদমতলা) • লিলুয়া সিনেমা (লিলুয়া) অনন্যা (বরানগর) • সন্ধ্যা (খড়দহ) • রজনী (জগদ্দল) • রামকৃষ্ণ (নৈহাটি) শ্রীলক্ষ্মী (কাঁচরাপাড়া) • তটিনী (ভদ্রেশ্বর) • অন্নপূর্ণা (ব্যাণ্ডেল) চিত্রালয় (দুর্গাপুর) • জি টি টকীজ (জামসেদপুর) • শ্যামা (মজঃফরপুর)

বৈশাখী শিল্পীগোষ্ঠীর বাল্মীকি প্রতিভা
রবীন্দ্র সদন
২ই জানুয়ারী রবিবার সকাল ১০টায়
সঙ্গীত পরিচালনা সুমিত্রা সেন
নৃত্য পরিকল্পনা—সাধন গুহ ও বটু পাল
অংশ গ্রহণে :
সঙ্গীতে : অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, অর্ঘ্য সেন
নৃত্যে : শিবশঙ্কর, সাধন গুহ, শম্ভু ভট্টাচার্য, রামগোপাল ভট্টাচার্য, বটু পাল, ইন্দ্রাণী সেন
আলোকসম্পাত : তাপস সেন
টিকিট ৭, ৫, ৩, ও ২, স্টাইলো (গড়িয়াহাট) ও রবীন্দ্র সদনে (১লা হইতে)
(সি ৬৯৪৩)

আমাদ সফর শেষে পুঃ বাক্স
মাধব'স নাট্য কোম্পানী,
ফোন : ৫৫-৩০০১
আগামী পৃথিবী
এবং ঐতিহাসিক পালা-উপহার
তখ্‌ত্‌-ই-তাউস
শ্রেঃ নটজ্যোতি দিলীপকুমার
সংগীতে : মধুরী দত্ত
বাণীবিনোদ শক্তি ভট্টাচার্য
বায়নার জন্য ৩৩৫বি, রবীন্দ্র সরণিতে যোগাযোগ করুন। কোচবিহার হোটেলে ক্যাম্প অফিস।

রঞ্জনায় আজ সকাল ১০টায়
রূপচক্র এর হাসির নাটক
কোথায় যাবো?
রচনা—অমলেন্দু মিত্র নির্দেশনা—গৌরকৃষ্ণ দত্ত
হলে টিকিট
(সি ৬৭০৫/৩)

তরুণ অপেরা ৫৫-৭১২১
মহেঞ্জোদড়ো
"মহেঞ্জোদড়ো" পালার প্রযোজনা ও প্রয়োগ এবং ট্রুসম্ভব শক্তিশালী অভিনয় আমাকে অবাক, মুগ্ধ করেছে। যাত্রার আসরে এমন উত্তেজক রসের পালাভিনয় আগে কখনও দেখা হয়নি। —সুধাকর
একবার গলায় বলা যেতে পারে যাত্রা আসরে এমন উত্তেজক রসের পালা আগে কখনও দেখা যায় নাই। গত এক দশকে আয়োজিত যাত্রাপালার মধ্যে এর সমতুল্য কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। —দেশ
তরুণ অপেরা একটির পর একটি চমকপ্রদ প্রযোজনার দ্বারা সকলেরই সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাদের সাম্প্রতিক যাত্রাভিনয় মহেঞ্জোদড়ো যাত্রাজগতের একটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। —যুগান্তর
বিগত কয়েক বছর ধরে এই দল একের পর এক স্মরণীয় দর্শকদের নতুনত্বের স্বাদ দিয়ে এসেছেন—সেই সঙ্গে জীবনের স্বাদও পেয়েছি। সকলের বিচারে মহেঞ্জোদড়ো নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর পালা। —দৈনিক বসুমতী
পালাগান পরিবেশনের ক্ষেত্রে তরুণ অপেরার একটি নিজস্ব ধারা আছে, তারা সাধারণত শক্তিরূপের ভূমিকা নিতে উদগ্রীব। মহেঞ্জোদড়ো এক বিশিষ্ট প্রযোজনা বলে চিহ্নিত করা যায়। —অমৃত

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি
অভিসারের সভাবৃন্দ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছেন, শ্রীদেবব্রত বিশ্বাসের আকস্মিক অসুস্থতায় একাডেমীতে আজ ২৬শে ডিসেম্বরের পূর্বঘোষিত অনুষ্ঠান স্থগিত রহিল। যাঁহারা উক্ত অনুষ্ঠানের টিকিট সংগ্রহ করেছিলেন, ২৯শে ডিসেম্বরের পর হইতে স্টাইলো, মেলোডি ও হলে খোঁজ করুন।
(সি ৭২১৯)

পরমেশ বীণাপাণি অপেরার
'বিষ্ণুপ্রিয়া'
—যাত্রাভিনয় আমাদের সকলকে বিশেষ আনন্দ দান করেছে। এরূপ ভক্তিরসঘন অনুষ্ঠানের বহুল প্রচার কাম্য। সংশ্লিষ্ট সকলকে আমাদের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানাচ্ছি। — নিত্য শুভার্থিনী — ডাঃ রমা চৌধুরী, ২০-১২-৭১
• • • আগে শুনুন...পরে বুক করুন • • •
১১৭, রবীন্দ্র সরণি—৫৫-৭৫৫২
সংযোজক—প্রসাদ ঘোষ

"মেরে মেহবুব"-এর স্রষ্টার
আর একটি স্মরণীয় উপহার

অনতা : কৃষ্ণা : রূপালী
(৩, ৬, ৯) (২॥, ৫॥, ৮॥)
খান্না • ভবানী • ইন্টালী
(১॥, ৪॥, ৭॥) (২, ৫, ৮)
নিউরয়েল • মৃণালিনী
(২॥, ৫॥, ৮॥) (১॥, ৪॥, ৭॥)
ন্যাশনাল ॥ কমল ॥ অজন্তা ॥ রিজেন্ট
জানন্দম ॥ নবভারত ॥ শিবানী ॥ সন্ধ্যা
রাজশ্রী ॥ দীপক ॥ শ্রীরামপুর টকীজ

মোহনবাগান ৮৮ রানে শেষ হয়ে হেরে গেল

স্টাফ রিপোর্টার

প্রথম খেলায় জিতে, দ্বিতীয় খেলা কোনক্রমে ড্র করে তৃতীয় খেলায় মোহনবাগান ১২৬টি রান দশ উইকেটের দ্বারা আর সংগ্রহ করতে পারল না। শনিবার সি এ বি প্রথম ডিভিশন লীগে পোর্ট কমিশনার্সের (১২৬) বিরুদ্ধে ৮৮ রানের বেশি লীগ চ্যাম্পিয়ন দল আর তুলতে পারল না। ৩৮ রানে হেরে গেল। শ্যামসুন্দর মিত্র, প্রকাশ পোদ্দার খেলেননি, কিন্তু তার দ্বারা এই পরাজয়ের কোন অজুহাত তৈরী করা যায় না। পোর্টের জীবন ঘোষ ৩৪ রান করেছে, আর ৪২ রানে পাঁচটি উইকেট পেয়েছে।

পয়েন্ট নষ্ট করেছে স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং কালীঘাটও। এ পর্যন্ত পাঁচটি খেলায় জিতে কালীঘাট দুটি পয়েন্ট হারিয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের অম্বর রয় ও সৌমেন কুণ্ডু ৪৪ মিনিট উইকেটে থেকে আউট না হয়ে কালীঘাটকে পুরো পয়েন্ট পাওয়া থেকে বঞ্চিত করেন। বি এন আরের অলোক ভট্টাচার্যের বোলিং হিসাবই আজ সর্বোত্তম। ২৫ রানে ভুকৈলাসের সাতটি উইকেট পেয়েছে।

শনিবার সি এ বি লীগে হাফটাইম নেই। সেঞ্চুরি মাত্র একটি। দ্বিতীয় ডিভিশন লীগে এ চন্দের (বাটা) ১১৪।

প্রথম ডিভিশন

পোর্ট কমিশনার্স—১২৬ (জীবন ঘোষ ৩৪; বরেশ ভাটিয়া ৫৬ রানে ৩ উইঃ, সুব্রত গুহ ৩৭ রানে ২ উইঃ), মোহনবাগান—৮৮ (তাপস রায় ৩৩, দীপঙ্কর সরকার নঃ আঃ ২৬; জীবন ঘোষ ৪২ রানে ৫ উইঃ, আর নিয়োগী ২৭ রানে ৪ উইঃ)। পোর্ট ৩৮ রানে জয়ী। স্পোর্টিং ইউনিয়ন—৭ উইঃ ১৯৭ (নিমাই রায় ৪১, এস রায় ৪১), মহঃ স্পোর্টিং—৯ উইঃ ১২৬ (আমির খাঁ ৫৪; দিলীপ দোশী ৩৭ রানে ৩ উইঃ) খেলা অমীমাংসিত। ভুকৈলাস—১০২ (অলোক ভট্টাচার্য ২৫ রানে ৭ উইঃ), বি এন আর—২ উইঃ ১৬৩ (কমল ভট্টাচার্য ৬৩) বি এন আর ৮ উইঃ জয়ী। টাউন—২০০ (ডি পাঠক ৪০; এম দাস ৭৪ রানে ৫ উইঃ), রাজস্থান—৪ উইঃ ১৬৬ (এ মিত্র ৬০) খেলা অমীমাংসিত। কালীঘাট—৭ উইঃ ২২৪ (কল্যাণ চৌধুরী ৮৬), ইস্টবেঙ্গল—৭ উইঃ ১১৬ (প্রণব জৈন ২২ রানে ৪ উইঃ) খেলা অমীমাংসিত। ইউনিয়ন স্পোর্টিং—১১৩ (এ সাহা ৩৮ রানে ৬ উইঃ), খিদিরপুর—৬ উইঃ ২২৩ (এম ভট্টাচার্য ৬৫, পি নাথ ৬২) খিদিরপুর ১ উইকেটে জয়ী। কালতলা—১৩৮ (মণি গাঙ্গুলী ৩৬ রানে ৫ উইঃ), মিলন সমিতি—১৩৯ (রহমন ৩৩ রানে ৪ উইঃ) মিলন সমিতি ২ উইকেটে জয়ী।

দ্বিতীয় ডিভিশন

কাশীপুর—৬১ (এস মুখার্জি ২০ রানে ৫ উইঃ, এ চন্দ ৩০ রানে ৩ উইঃ), বাটা—৪ উইঃ ৩৪৭ (এ চন্দ ১১৪) বাটা ৮ উইঃ জয়ী। ফ্রেন্ডস এ সি—৯১, জিমখানা—৯ উইঃ ১৫৪, জিমখানা ৭ উইকেটে জয়ী। বালক সংঘ—১৭৭, সার সুরেন্দ্রনাথ—৯১, বালক সংঘ ৮৬ রানে জয়ী। সাউথ সুবার্বান—১৪৭ (টি চক্রবর্তী ৬৮), ভবানীপুর—৬ উইঃ ১৫৪ (এ ঘোষ ৪৬) ভবানীপুর ৪ উইঃ জয়ী। আলিপুর—৮৩, ন্যাশনাল—৭ উইঃ ২৪৫ (এন দত্তরায় ৯৫) ন্যাশনাল ৬ উইকেটে জয়ী। বরাহনগর—২৯ (এইচ ভট্টাচার্য ১১ রানে ৫ উইঃ), জোড়াবাগান—৫ উইঃ ৯২ (এ আচার্য ২৯ রানে ৫ উইঃ) জোড়াবাগান ৯ উইকেটে জয়ী।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে বর্ধমান দ্বিতীয় রাউনডে

কটক, ২৫ ডিসেম্বর—পূর্বাঞ্চল আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বর্ধমান ১৬১ রানে গোরক্ষপুর দলকে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউনডে উঠেছে।

বর্ধমান—১ম ইনিংস ৯৩ রান ও ২য় ইনিংস ১৫৩ রান।

গোরক্ষপুর—১ম ইনিংস ১৯ রান ও ২য় ইনিংস ৬৬ রান।

অপর খেলায় ভাগলপুর দল এক ইনিংস ও ৩৬৭ রানে ওড়িশা কৃষি ও টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয় দলকে হারিয়েছে।

ভাগলপুর—১ম ইনিংস ২৩৬ রান।

ওড়িশা এ টি—১ম ইনিংস ৭১ রান ও ২য় ইনিংস ৯৮ রান।

খেলাধূলায় বাংলার ৩৩ জন বৃত্তি পেল

স্টাফ রিপোর্টার

খেলাধূলোয় কৃতিত্ব দেখানোয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্কুলের ৩৩ জন ছাত্রছাত্রী ১৯৭১-৭২ সালের জন্য জাতীয় ও রাজ্য পর্যায়ের বৃত্তি পাবে। জাতীয় পর্যায়ের বৃত্তি বার্ষিক ৬০০, টাকা পাবে ২১ জন। রাজ্য পর্যায়ের বৃত্তি বার্ষিক ৩০০, টাকা পাবে ১২ জন। জাতীয় বৃত্তি—রীতা পাল ও অঞ্জলি দে (অ্যাথলেটিকস)। নিমাইকুমার দাস ও পরেশচন্দ্র দাস (বক্সিং)। প্রদীপ রায় চৌধুরী ও উদয়ভানু ব্যানার্জি (ক্রিকেট)। শিখা সেন (সাইক্লিং)। অজয় ঘোষ, মানিক ঘোষ, সুশীল দে, প্রকাশ ব্যানার্জি ও কমল দত্ত (ফুটবল)। গোপা চক্রবর্তী, মধুমিতা মুখার্জি, শ্যামলী সেন ও কৃষ্ণা মালী (জিমন্যাস্টিকস)। সুমন সিংহ (রাইফেল শুটিং)। কল্যাণকুমার পাল, কল্পনা মল্লিক ও সুধীররঞ্জন দাস (সাঁতার)। মাইকেল মল্লিক (টেবল টেনিস)। রাজ্য বৃত্তি—অরুণাভ ভট্টাচার্য (অ্যাথলেটিকস)। সুপ্রিয়া দেবরায় (ব্যাডমিনটন)। সজলকুমার দাস, স্বপনকুমার দে ও গৌতম রায় (বক্সিং)। গায়ত্রী দাস, সন্ধ্যা দাস, ছায়া ভৌমিক, সত্যেন্দ্রকুমার মল্লিক, স্বপনকুমার মিত্র ও মালা সাধু (ভলিবল)। ধীরেশ ব্যানার্জি (টেবল টেনিস)।

এরিয়ান স্পোর্টসে পাঁচটি রাজ্য রেকরড

স্টাফ রিপোর্টার

শনিবার এরিয়ান ক্লাবের বার্ষিক অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে পাঁচটি রাজ্য রেকরড অতিক্রান্ত হয়েছে। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন পুরুষ ও মহিলা যথাক্রমে মনোরঞ্জন পোড়েল ও সুধীর নন্দী এবং দলগত চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ও ইস্টার্ন রেল।

পাঁচটি রাজ্য রেকরড

পুরুষদের ৪০০ মিটার দৌড়ে ইস্টবেঙ্গলের মনোরঞ্জন পোড়েল সময় করেছে ৪৮·১ সেকেনড। এই ইভেনটে দীপঙ্কর বীরের রাজ্য রেকরড ১৯৬৪ সালের ৪৯·৯ সেকেনড।

মহিলা বিভাগে ইস্টার্ন রেলের সুব্রতা পাল ডিসকাস ছোঁড়ে ৩৬·৬০ মিটার। গত বছর তারই রেকরড ছিল ৩৬·২২ মিটার। বালকদের ১১০ মিটার হারডলসে এরিয়ানের বিকাশ পাল সময় করেছে ১৫·৬ সেকেনড। এতে কুড়ি বছর আগে ১৯৫১ সালে অমিল দাসের রেকরড ছিল ১৬·১ সেকেনড। বড জামপে কৃষ্ণনগরের গোপালকৃষ্ণ বিশ্বাস লাফিয়েছে ৬·৭১ মিটার। ১৯৫৬ সালে এই ইভেনটে হীরালাল মুখার্জির রেকরড ছিল ৬·৫১ মিটার। ৪০০ মিটার দৌড়ে বেহালার নিরাপদ নস্কর সময় করে ৫১·১ মিটার। ১৯৬৭ সালে এতে তপন দাশগুপ্তের রেকরড ছিল ৫২·০৪ সেকেনড।

শনিবারে

রাজ্য কাবাডি লীগ ও নক আউটের ফলাফল। কালঃ খো-খো ১৭ : চিত্তরঞ্জন কোকো ১৫, দুর্গাপুর স্টিল ১৪ : বালি যুবক ৭।

রবিবারে

সি এ বি লীগ—১ম ডিভিশন—পুলিশ : রাজস্থান, মোহনবাগান : ভুকৈলাস, মহঃ স্পোর্টিং : তপন মেমো, সার আয়রন : ইউঃ স্পোর্টিং, এরিয়ান : স্পোর্টিং ইউঃ, বঃ কলকাতা : খিদিরপুর, অরোরা : হোয়াইট বরডার, জানবাজার : টালিগঞ্জ অগ্রগামী, কালীঘাট : মিলন সমিতি। দ্বিতীয় ডিভিশন—ওয়াই এম সি এ (কলেজ) : ইউঃ ক্লাব, পার্সি : সাউথ সাবারবান, সিটি : কুমারটুলি, ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং : সেন্ট্রাল ক্যাল, পাইকপাড়া : সেন্ট্রাল সুভাষ, পঃ বঃ পুলিশ : জোড়াবাগান, বটিরা : ইন্টারন্যাশনাল, বেহালা ফ্রেন্ডস : বেলগাছিয়া, শোর স্পোর্টিং : শিবপুর, বাড়িশা : আলিপুর, বালক সংঘ : কাশীপুর, সি সি ভি : বাটা, গৌরীবাড়ী : ভাই বি এ সি, ফ্রেন্ড স্পোর্টিং : মেসারারস, জনক টেলিগ্রাফ : উত্তরাড়ি, শ্যামবাজার : বরাহনগর।

রাজ্য কাবাডি লীগ : নক আউট—কলকাতা যুবক সম্মিলনী : দুর্গাপুর স্টিল, বালি যুবক : কালঃ ডক লেবার, চন্দননগর কাবাডি 'এ' : আলয় স্টিল।

কলকাতা রেসের অশ্ব ঘোষণা

অশ্বঘোষ

১ম বাজী—গোলডেন আরমার, রেড গারড। ২য় বাজী—হ্যাপিনি এফেয়ার, মাউন্টাক। ৩য় বাজী—রেড ল্যাম্প, বিগাস। ৪র্থ বাজী—সাইক্লোন, সুবর্ণ (জ্যাক : হনিলাইট)। ৫ম বাজী—হাইপ্রোফাইল, মিডওয়েস্ট। ৬ষ্ঠ বাজী—সিনক্লিড, সান ফ্লাওয়ার। ৭ম বাজী—রিয়াল রেড, ইস্টার্ন বয় (জ্যাক : উত্তর)। ৮ম বাজী—কন্‌রেস, টাবারড (জ্যাক : গোলডেন ল্যানস)। রবিবার রেস আরম্ভ বেলা পৌনে একটায়।

বাংলা স্কুলের ইনিংস ১৯৪ রানে শেষ হয়েছে

কটক, ২৫ ডিসেম্বর—কাটিহার ট্রফির পূর্বাঞ্চল স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার তিনদিনব্যাপী খেলার প্রথম দিনে বাংলা স্কুল দলের প্রথম ইনিংসের ১৯৪ রানের উত্তরে ওড়িশা স্কুল দল ৩ উইকেটে ১৭ রান তোলে।

পূর্বাঞ্চলের অপর খেলায় আসাম স্কুলের ইনিংস ১২৯ রানে শেষ হবার পর বিহার স্কুল তোলে ২ উইকেটে ৫৩ রান। —পি টি আই

নন্দন অংগনে লোকরঞ্জন
রবীন্দ্রনাথের
মালিনী
নির্দেশনা : অরুণ রায়
সঙ্গীত : রাজেশ্বর ভট্টাচার্য
সঙ্গীতাংশে : সুচিত্রা মিত্র
২৭শে ডিসে সন্ধ্যা ৭টা — হলে টিকিট
১২ই জানু : অবনমহলে — ভূতপত্রীর যাত্রা

CLT ABAN MAHAL
ফোরডভাগ্য — রোজ ৬টায়
আজ : আনন্দ
২৭ ডিসে : বুড়ো আংলা
পাপেট শো — ২৬, ৩১ ডিসে
তাটর — আলাদীন
46-1200

বিড়লা প্লানেটোরিয়াম
আজকের প্রদর্শনী
(১) মহাকাশের রচনা ও ঘটনা (২) চিহ্নিত গ্রহনক্ষত্র (৩) '৭২ সালের গ্রহরাজি।
ইংরেজি : বেলা ১০টা ও বিকাল ৫-১৫টা; হিন্দি : বেলা ১১টা, ১-৩০টা, বিকাল ৪টা ও রাত্রি ৮টা; বাংলা : বেলা ১২-৩০টা, ২-৫৫টা ও সন্ধ্যা ৬-৩০টা।

৯ম সপ্তাহ
বলিষ্ঠ অভিনয় ও মনোরম প্রণয়ে উপভোগ্য
দেব আনন্দের
প্রেম পূজারী
শ্রেঃ ওয়াহীদা রেহমান ও জাহীদা
নূতন সংস্করণ ... রঙীন
প্রত্যহ ২॥, ৫॥, ৯
অপেরা (বেলঘরিয়া)
অন্নপূর্ণা (১২, ৩, ৬)—(বাগুইআটি)
ওয়েলিংটন (অনন্দপুর—২, ৫, ৮টায়)

মিনার্ভা। ৪র্থ সপ্তাহের জয়যাত্রা
৩, ৬, ৯টা
চলচ্চিত্রে সর্বকালের সেরা লড়াই!
বর্ণনাতীত দৃশ্যসমৃদ্ধ!
কলম্বিয়া পিকচার্সের নিবেদন
"ওয়াটারলু" (ইউ) রঙীন
পরবর্তী আকর্ষণ :
আর্ভিং অ্যালেন প্রোডাকশন
রিচার্ড হ্যারিস - অ্যালেক গিনেস অভিনীত
"ক্রমওয়েল" (ইউ)

ইউ. পি. ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক বছরের সেরা চিত্র হিসাবে স্বীকৃত
৮ম সপ্তাহ
সংসার
রাক্সি ৩, ৬, ৯টা

খেলাধূলা কণা

এশিয়ান কাপ ফুটবলের পশ্চিমাঞ্চল দ্বিতীয় গ্রুপের বিজয়ী হয়েছে ইরাক ১—০ গোলে কুয়ায়েতকে হারিয়েছে। দুটি দলই আগামী মে মাসে ব্যাংককে এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলবে। পশ্চিমাঞ্চল দ্বিতীয় গ্রুপে আর ছিল সিরিয়া, লেবানন, জর্ডন, বাহরেন ও সৌদী আরব।

*

কটকে ওড়িশা ওপন টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জান এম জানিয়া ৩—২ গেমে কলকাতা ওয়াই এম সি এর কুরেশ আবদুল্লাভয়কে পরাজিত করে। জুনিয়র সিঙ্গলস ফাইনালেও কুরেশ আবদুল্লাভয়ও ২—৩ গেমে পরাজিত হয় কটক মধুসূদন ক্লাবের প্রভাকর রাওয়ের কাছে।

*

ন্যাশনাল সাইক্লিং অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাইক্লিং প্রতিযোগিতা ২৬ জানুয়ারি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে হবে। নাম দেওয়ার শেষ দিন ১২ জানুয়ারি।

*

কলকাতার উয়াড়ি ক্লাব কোয়েম্বাটোরে নানজাপ্পা কাপ প্রতিযোগিতার খেলায় মাদ্রাজ রেলকে ১—০ গোলে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠেছে।

*

ক্যালকাটা রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশনের নতুন সদস্যদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষা জানুয়ারিতে হবে। যাঁদের বয়স ৩০ বছরের কম, তাঁরা সি আর এ সম্পাদকের কাছে আবেদন করতে পারেন।

*

১৯৮০ ওলিম্পিক গেমসে অনুষ্ঠানের জন্য মস্কো সরকারীভাবে আবেদন করেছে। সেপ্টেম্বরে মিউনিখে আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটির সভায় মস্কো তার ইচ্ছার কথা জ্ঞাপন করেছিল। ২১ ওলিম্পিয়াডের জন্য মস্কো ছাড়া এখন পর্যন্ত আর কেউ আবেদন করেনি।

*

রাজপাল মহমেডান স্পোর্টিং থেকে ইস্টার্ন রেলে, সি জোজো এরিয়ান থেকে এনার্জি এ সিতে, ডি সারমান রাজস্থান থেকে রেনজার্সে আগামী মরশুমে হকি খেলার জন্য ছাড়পত্রে সহি করেছেন।

বারনপুর শ্রীকৃষ্ণ গোলড কাপ ফাইনালে জিতেছে

পাটনা, ২৫ ডিসেম্বর—শ্রীকৃষ্ণ গোলড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালের দ্বিতীয়বারের খেলায় বারনপুর ইউনাইটেড ২—১ গোলে কলকাতার বি এন আর দলকে হারিয়ে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার কাপ বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে। প্রথমার্ধে বি এন আর এক গোলে এগিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে খেলে বারনপুর দুইটি গোল করে।

সেন্টার ফরোয়ারড কেষ্ট মিত্র একটি গোল করায় বি এন আর বিরতি সময় ১—০ গোলে এগিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে বারনপুরের বি সেনগুপ্ত ও এস গাঙ্গুলী গোল করে। —পি টি আই

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যাদবপুর ক্রিকেট দল

স্টাফ রিপোর্টার

কটকে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের খেলায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক হয়েছে অশোক চক্রবর্তী। দলের অপর সদস্যরা—দিব্যশঙ্কর ব্যানার্জি (সহ-অধিনায়ক), সজল ভদ্র, অমিত দাশগুপ্ত, তাপস ভৌমিক, জয়ন্ত চ্যাটার্জি, রবীন রায়, সমাজ বসু, তপন মিত্র, অরুণাভ মুখার্জি, অসীম মিত্র, পরিতোষ জানা, বুদ্ধ রায় চৌধুরী, শেখর চক্রবর্তী, পিনাক ব্যানার্জি, প্রদীপ ভড় ও মনোজ চক্রবর্তী।

শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরির শতবর্ষ পূর্তি উৎসব সূচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীরামপুর, ২৫ ডিসেম্বর—আজ এখানে বন্দগানের মাধ্যমে শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরির দুদিনব্যাপী শতবর্ষ পূর্তি উৎসব শুরু হয়। প্রধান অতিথি ডঃ বিমলকুমার দত্ত, গ্রন্থাগারিক, শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী বলেন—"আধুনিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রকাশ ও প্রসারের ক্ষেত্রে শ্রীরামপুরের দান অপরিসীম। উইলিয়ম কেরী তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় এই শ্রীরামপুর শহর থেকে বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং এখান থেকেই বাংলা হরফ তৈরি হয়। সেজন্য সারা ভারতবাসীর কাছে শ্রীরামপুর তীর্থ।"

শ্রীদত্ত বলেন, আন্তরিকতার সঙ্গে স্বল্প শিক্ষিত লোকেদের জন্য সরকারের উচিত নানারূপ বই ও পত্রপত্রিকা প্রকাশ করা এবং সেই সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারেরও ব্যবস্থা করা উচিত। সভানেত্রী ডঃ রমা চৌধুরী বলেন, জ্ঞানের আদর্শ, লক্ষ্য ও সম্পদ হচ্ছে—পাঠাগার। মহান যীশুর শুভ জন্মদিন আজ তিনি শান্তির জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন—সেজন্য মানুষকে শান্তির বাণী শিখিয়ে গেছেন—তাই আজকে এই অনুষ্ঠান সার্থকতাপূর্ণ কারণ পাঠাগারের কাছ থেকে সাধারণ মানুষ আলোর সন্ধান পাক এই কামনা করি।

শ্রীমতী চৌধুরী পাঠাগারকে ১০১, টাকা দান করেন। শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায়, প্রধান, গ্রন্থাগার বিভাগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, সাধারণ পাঠাগার জনসাধারণের শিক্ষার মান উন্নয়ন করবে। জন-শিক্ষার জন্যই পাঠাগারের একান্ত প্রয়োজন।

সভানেত্রী ডঃ রমা চৌধুরী শতপ্রদীপ জ্বেলে এই পুণ্য অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

পাঠাগারের সম্পাদক তাঁর ভাষণে পাঠাগারের বিগত একশত বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন।

পাঠাগারের সভাপতি প্রারম্ভে অতিথি ও অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে সাদর আমন্ত্রণ জানান।

শতবার্ষিকী উপলক্ষে পাঠাগারের পক্ষ থেকে স্মারক-পুস্তক প্রকাশ করা হয়।

হায়ার সেকেনডারি তুলে দেওয়া নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি

—রাজ্য শিক্ষা সচিব

স্টাফ রিপোর্টার

রাজ্য সরকারের শিক্ষাসচিব শ্রী জে সি সেনগুপ্ত শনিবার পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন, '১১ বছরের হায়ার-সেকেনডারি কোরস তুলে দিয়ে দশ বছরের স্কুল ফাইন্যাল কোরসে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে সরকারী স্তরে কোন সিদ্ধান্তই হয়নি। ১৯৭৩ সালে হায়ার সেকেনডারি পরীক্ষা না হওয়ার প্রশ্নটি ও একেবারেই অবান্তর।' এ ব্যাপারে যে খবর বেরিয়েছে তা 'একেবারেই ভিত্তিহীন।'

শ্রীসেনগুপ্ত জানান, বর্তমান শিক্ষাকাঠামোর পরিবর্তন তাঁরা চান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউনসিল নিযুক্ত একটি রিভিউ কমিটিও বিষয়টি নিয়ে এখন আলোচনা চালাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সুপারিশ এখনও রাজ্য সরকার সরকারীভাবে পাননি। সুপারিশ পেলে তা নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই শুধু নয় রাজ্যের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সঙ্গে সরকার কথা বলে কীভাবে কী করা উচিত তা ঠিক করবেন। তাতে সময় লাগবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মত রাজ্য সরকারও এখন কেবল ভাবছেন। সুতরাং 'কেবল রাজ্যপালের সই হতে বাকি' এ কথার কোন ভিত্তি নেই।

প্রসঙ্গত শ্রীসেনগুপ্ত বলেন, "১৯৭৩ সালে যদি হায়ার সেকেনডারি পরীক্ষা নাই হয় তাহলে এ বছর যেসব ছাত্রছাত্রী একাদশ শ্রেণীতে উঠল তাদের কি হবে? তাদের কি এক ক্লাস নীচে নামিয়ে দেওয়া হবে?"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিভিউ কমিটির সুপারিশ এখনও চূড়ান্ত না হলেও তাঁরা মোটামুটি দশ বছরের স্কুল ফাইন্যাল, দু' বছরের প্রাক-স্নাতক কোরস এবং স্নাতক স্তরে পাশ কোরসের ছাত্রদের জন্য দু' বছর এবং অনারসের জন্য তিন বছরের কোরস করার পক্ষে। পাশ কোরসে পাশ করার পর এক বছরের অনারস কোরস পড়া যাবে। সুপারিশ চূড়ান্ত হলে তা যাবে অ্যাকাডেমিক কাউনসিলের বিবেচনার জন্য। ইতিমধ্যে আগামী সোমবার উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের এক বৈঠক ডেকেছেন। তাতে এই বিষয়টি আলোচিত হবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের ভ্রমণে সরকারী সাহায্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দফতর ছাত্রছাত্রীদের ভ্রমণে উৎসাহ দেওয়ার জন্য একটি প্রকল্প চালু করেছেন। এই প্রকল্প অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অথবা রাজ্যের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখার জন্য ভ্রমণের আয়োজন করলে যানবাহন বাবদ ব্যয়ের শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত সাহায্য হিসাবে দেওয়া হবে। ১৯৭২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই সুবিধা পাওয়া যাবে।

এই প্রকল্প অনুযায়ী গত ২৪ ডিসেম্বর প্রথম দলে বেলেঘাটার কিশোর বিদ্যাপীঠের ছাত্রীরা ভ্রমণের জন্য রওনা হয়।

হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে ১৩৩ জন নিহত

সিওল, ২৫ ডিসেম্বর—আজ এখানে এক ২২ তলার হোটেল এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১৩৩ জন লোক মারা গিয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৫০ জন বিদেশী নাগরিক। এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে আরও অন্তত ৬০ জন অগ্নিদগ্ধ বা আহত হন।

অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের সাহায্যে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী কিম জংপিল আজ রাতে মন্ত্রিসভার এক জরুরি বৈঠক ডেকেছেন। —এ এফ পি

শোক-সংবাদ

প্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী শ্রীমতী উমারাণী বন্দ্যোপাধ্যায় (৫৫) হৃদরোগে ১৯ ডিসেম্বর, রবিবার পরলোকগমন করেন। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বামীর সঙ্গে ইউরোপের একাধিক দেশে, জাপানে ও যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করেন। অমায়িক ব্যবহার ও সৌজন্যবোধ তাঁকে সকলের প্রিয় করেছিল। স্বামী, তিন পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান।

*

চুঁচুড়ার বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীনিত্যানন্দ সেন গত ১৭ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি তিন পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গিয়েছেন। ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু সেন তাঁর অন্যতম পুত্র।

*

শ্রীমতী আশালতা বসু (৬০) গত ২২ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। শ্রীমতী বসুর বাংলার লোক 'কুমার সম্ভবম' এবং গীত গোবিন্দম শিক্ষিত সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাঁর স্বামী ও তিন পুত্র বর্তমান।

*

কলকাতা বেতারের ছোটদের আসর (অধুনা গল্পদাদুর আসর নামে পরিচিত)-এর প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক স্বর্গত নৃপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার (গল্পদাদু) সহধর্মিণী শ্রীমতী প্রমীলা বসু গত ৯ ডিসেম্বর তাঁর নেতাজী সুভাষ রোডস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তিনি ছয় পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গিয়েছেন।

সরকারী দুধ সংগ্রহের পরিমাণ খুব কমে গিয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার

সরকারী দুগ্ধ প্রতিষ্ঠানে দুধ সংগ্রহের পরিমাণ অভূতপূর্বভাবে হ্রাস পাওয়ায় সরকারের সামনে এখন প্রধানত দুটি পথ খোলা। হয় সরকারী দুধের জন্য সংগ্রহ ও বিক্রয়ের মূল্য বৃদ্ধি; না হয় মিষ্টির দোকান ইত্যাদিতে সপ্তাহে অন্তত একদিন (সম্ভবত রবিবার) মিষ্টান্ন বিক্রয় বন্ধ করা। শেষোক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন হলে ছানা নিয়ন্ত্রণ আদেশটি অবশ্য আবার চালু করতে হবে।

দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে রোজ যেখানে এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার লিটারের মত দুধের যোগান দিতে হয় সেখানে দৈনিক সংগ্রহ কমতে কমতে এখন মাত্র প্রায় পঁচিশ হাজার লিটারে নেমে এসেছে। তাই যোগান ঠিক রাখতে গুঁড়া দুধই ভরসা। জানুয়ারি মাসের মধ্যে সংগ্রহের পরিমাণ না বাড়লে সরকারকে একটা কোন ব্যবস্থা করতেই হবে। তাই সরকার এখন দুধের সংগ্রহ মূল্য বাড়বার বিষয়ে চিন্তা করেছেন।

ইতিমধ্যে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ডিপোতে 'সীল' বিহীন খালি বোতলে দুধ ভরে খরিদ্দারদের দেওয়ার যে ঘটনা ঘটছে তাতে ক্রেতাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ—অন্য কিছু না হলেও, এটা অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা।

বিকাশ ভারতীর শিশু হাসপাতালের উদ্বোধন

শনিবার মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে বিকাশ ভারতীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিশু হাসপাতালের উদ্বোধন হয়। কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার কিসকু হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন। এই হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসার সর্বপ্রকার সুযোগ সহ একসার এবং অপারেশনেরও ব্যবস্থা থাকবে।

দি ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাব
ইডেন গার্ডেনস, কলিকাতা
নোটিস
সদস্যদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন মেম্বারশিপ কার্ড দেখাইয়া এবং প্রত্যেকটি বাবদ ৮, টাকা দিয়া ২৭-১২-৭১ এবং ২৮-১২-৭১ তারিখে বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে অফিস হইতে, ৩০ ডিসেম্বর '৭১ তারিখ হইতে ২ জানুয়ারি '৭২ তারিখ পর্যন্ত ইডেন গার্ডেনসে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের সাহায্যকল্পে বিজয়ী ভারতীয় দল বনাম ভারতের অবশিষ্ট একাদশের মধ্যে অনুষ্ঠেয় প্রদর্শনী ম্যাচের টিকিট সংগ্রহ করেন। প্রতিটি ১২, টাকা মূল্যের সীমিত সংখ্যক গেস্ট টিকিটও পাওয়া যাইবে।
জনাঃ সেক্রেটারি
(৪৫২০)

বড়দিন সংখ্যা
উল্টোরথ
॥ সম্পূর্ণ উপন্যাস ॥
বরেন গঙ্গোপাধ্যায় * কণিষ্ক
রহস্যগল্প — ভ্রমণ কাহিনী
সমরেশ বসু * প্রবোধকুমার সান্যাল
॥ গল্প ॥
বনফুল • সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় • আশাপূর্ণা দেবী
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
॥ বিশেষ রচনা ॥
বিমল মিত্র • জরাসন্ধ • শ্রীবিরূপাক্ষ
কুশল চৌধুরী • অমিতাভ বসু
॥ অন্যান্য রচনা ॥
শিবরাম চক্রবর্তী • শ্রীকল্কে • সুনীলকুমার ঘোষ • সন্ধ্যা সেন
তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী • শ্যামল বসু • চিরঞ্জীব
দাম তিন টাকা, শুল্ক দু' পয়সা, মোট তিন টাকা দু' পয়সা
দি ম্যাগাজিনস্ প্রাঃ লিঃ ১২৪বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

অক্সিলিয়ারি নার্সিং এবং মিডউইফ্রি ট্রেনিং
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হাসপাতালসমূহের সহিত সংলগ্ন নার্সিং-এর ট্রেনিং স্কুলসমূহে অক্সিলিয়ারি নার্সিং এবং মিডউইফ্রিতে ট্রেনিং কোর্স ১৯৭২ সালের মার্চ-জুন মাসে আরম্ভ হইবে।
ট্রেনিং-এর মেয়াদ : দুই বৎসর।
যোগ্যতা : অবিবাহিত তরুণী / বিধবা / আইনত বিচ্ছিন্ন বা বিবাহবিচ্ছেদ হইয়াছে, এইরূপ ভারতীয় নাগরিক মহিলাগণ যোগ্য।
শিক্ষাগত যোগ্যতা : কোন অনুমোদিত বিদ্যালয় হইতে অষ্টম মান উত্তীর্ণা।
বয়স : ১লা মার্চ, ১৯৭২ তারিখে সর্বনিম্ন ১৬ বৎসর ৬ মাস এবং সর্বোচ্চ ৩০ বৎসর।
বেতনক্রম : ১৬০—৩—২০৫—৫—২৫০, টাকা, তদুপরি প্রদেয় ভাতা।
বিশেষ সুবিধা : আহার্য ও থাকার ঘর বাবদ বেতন ও ভাতা হইতে প্রতি মাসে ৪৭, টাকা কাটিয়া লওয়া হইবে।
মনোনয়ন : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মনোনয়ন করা হইবে। মনোনীত প্রার্থিগণকে ভর্তির পূর্বে ডাক্তারী পরীক্ষা করা হইবে। সাফল্যের সহিত শিক্ষা সম্পূর্ণ করার পর সরকার কর্তৃক আহূত হইলে তাঁহাদিগকে রাজ্য সরকারে অন্তত তিন বৎসর কাজ করিতে হইবে। ট্রেনিংকালে বিবাহ করিলে, পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইলে, শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিলে শিক্ষার্থীকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করা হইবে।
নিয়োগ : পাস করিবার পর পশ্চিমবঙ্গ নার্সিং সার্ভিসে গ্রেড—৩ নার্সরূপে ১৮০—৫—২৩৫—৭—৩৫০, টাকা (৮ম ও ১৬শ পর্যায়ের পর যোগ্যতার বাধা) বেতনক্রমে ও রুল অনুসারে প্রদেয় ভাতায় পশ্চিমবঙ্গের যে কোন হাসপাতাল / স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা যে কোন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে তাঁহাদিগকে নিয়োগ করা যাইতে পারে।
ট্রেনিং লইতে ইচ্ছুক প্রার্থীগণকে অবিলম্বে স্থানীয় এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে অথবা কলিকাতাস্থিত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে রেজেস্টারীভুক্ত হইতে হইবে।
—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

গুডইয়ারের নতুন অবদান
তুফানী

হাই-মাইলার জি-৮
চলতে মজবুত, আরো বেশী রবার, ভারী বোঝা বইবে বজ্রপেশী টায়ার!
'তুফানী' (হাই-মাইলার জি-৮) বেশী রবারের অনেক বেশী মজবুত টায়ার। নতুন খাঁজ-কাটা ট্রেড ডিজাইন-যাতে ভারী মাল বোঝাই অবস্থায় পিছলে যাবার সম্ভাবনা কম আর যা'তে পাথর আটকে থাকেনা। চওড়া ট্রেড করা—নতুন ধরণের গোল শোল্ডার,—যার ফলে দীর্ঘদিনে সমান হয়ে ক্ষয় হবে। গাড়ী চলবে অনেক স্বচ্ছন্দে, স্টিয়ারিং-এ দ্রুত সাড়া দেবে, চলবার সময় সব অবস্থায় গাড়ী অনেক সহজে আয়ত্তে রাখা যাবে। ...পাঁচ রিবের নতুন ট্রেড...যা'তে বেড়েছে টায়ারের নির্ভরযোগ্যতা...অতিরিক্ত ক্ষয় রোধের ক্ষমতা। নতুন চওড়া শোল্ডারের দরুণ বাঁক নেবার সময় ধাক্কা কম লাগে, টায়ারের ক্ষতিও কম হয়।
এছাড়াও গুডইয়ারের নিজস্ব থ্রি-টি কর্ডের দৌলতে টায়ার হয়েছে বিশেষ মজবুত (ওজনের হিসাবে ইস্পাতের চেয়েও মজবুত বেশী)। এর ফলে, টায়ার অনেক বেশীবার রিট্রেড করা যাবে। আপনার ট্রাক থেকে আরও বেশী লাভ করুন। হাই-মাইলার জি-৮ লাগিয়ে নিন, আরও বেশী মাইল পাড়ি দেবে।
GOODYEAR গুডইয়ার—বিশ্বের সবচেয়ে বড় টায়ার কোম্পানী

পাত্রী চাই

ঢাকার বারেন্দ্র নাগ (২৯) পি উ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে (৪০০,) নিজ বাড়ী। শিক্ষিতা সুশ্রী কায়স্থ পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৯৪৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৩২)

পাত্রী পঃ বঃ কায়স্থ বোস ২৭ হাঃ সেঃ ব্যবসায়ী হাওড়ায় দুইটি বাড়ী একমাত্র পুত্রের ফর্সা সুন্দরী শিক্ষিত পাত্রী চাই। শ্রীনারায়ণচন্দ্র বোস, ৩৮/১ দয়াল ব্যানার্জি রোড, হাওড়া-১। (সি ৬৮৭৫)

ঢাকার রাঢ়ী ভরদ্বাজ বিদেশে বিজ্ঞানের প্রফেসর (৩০) গৌরবর্ণা শিক্ষিতা চাই। বক্স নং ৭৯৬২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৪৪)

দাশ বৈষ্ণব পাত্র ৩০ কেন্দ্রীয় সরকারের ইণ্ডিয়ান অয়েল কোংতে এসিস্ট্যাণ্ট ৫৫০, পদে নিয়োজিত। ফর্সা শিক্ষিত কায়স্থ পাত্রী চাই, দাবী নাই। বক্স নং ৭৯৬০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৪২)

সদ্গোপ উচ্চশিক্ষিত (৫০০,) বিত্তবান পাত্রের (৩২) শিক্ষিতা ফর্সা পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৯৫৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৩৭/১)

কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ (১৪৫০) কায়স্থ পাত্রের (৩৮) জন্য দীর্ঘাঙ্গী প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী শীঘ্র চাই। বক্স নং ৭৯৫৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৩৬)

শিক্ষিতা সুন্দরী বারুজীবী পাত্রী চাই। পাত্র এম-কম (৩৩) সঃ চাকুরী সুউপায়ী সুপ্রতিষ্ঠিত, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। বক্স নং ৭৯৪৭ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৬৫৯৫)

বিলাতে কর্মরত উচ্চশিক্ষিত ডাক্তারের (৩৪) জন্য ডাক্তার বা অনুরূপ শিক্ষিত সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী অ-ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৯৯৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৮১)

পঃ বঃ দাঃ বৈদিক ব্রাহ্মণ (গৌতম) ৩৫ পি ইউ মান স্থায়ী চাকুরে (৪০০,) দাবিহীন পাত্রের ফর্সা সুশ্রী পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৯৮৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৭১)

পাত্র ব্রাহ্মণ পঃ বঃ ৩২ বি কম বৃটিশ ফার্মে কর্মরত ৭০০, সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৯৮৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৭২)

সম্ভ্রান্ত বৈদ্য শক্তি, কলিকাতায় বাড়ী চাকুরিরা গ্রাজুয়েটের (২৭) গৌরবর্ণা শিক্ষিতা সম্ভব হইলে শিক্ষিকা পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৯৮৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৭৩)

বৈশ্য সাহা/অসবর্ণা পাত্রী চাই

এম এস-সি (শিক্ষক/২৯) এবং বি-এ (ব্যবসায়ী/২৫) পাত্রদ্বয়ের জন্য শিক্ষিত, প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। অনিল সাহা, সুভাষনগর, পোঃ বনগাঁ, ২৪ পরগণা। (সি ৬৮৪৫)

কর্মকার পাত্রী চাই

পাত্র বি-কম (৩৪), ১·৭৩ মিঃ (৫'-৮") স্বাস্থ্যবান আধা-সরকারী সংস্থায় যোগ্য পদে প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৯৭৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৫৯)

মাহিষ্য পাত্রী চাই

এম এ ব্যবসায়ী ২৪ পাত্রের জন্য প্রকৃত সুন্দরী ফর্সা কমপক্ষে স্কুল ফাইন্যাল পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৯৯৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮৭৯)

তন্তুবায় সুশ্রী দোহারা ১·৫৭ মিঃ গৌরবর্ণা সম্ভ্রান্ত বংশের গ্র্যাজুয়েট শিক্ষয়িত্রী পাত্রী চাই। পাত্র (২৯) শিক্ষক ও ব্যবসায়ী। বক্স নং ৮০১৫, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬৮৯৪)

মিত্র (৩৩) ইসকোর ফোরম্যান ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার (১·৭৭) ৭০০, পাত্রের সুশ্রী স্কুঃ ফাঃ ২৫ অনূর্ধ্ব কায়স্থ পাত্রী। বক্স নং ৮০১৭, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬৮৯৬)

বারেন্দ্র বাৎস্য (৩৩) পিএইচ ডি ব্যাকটেরিওলজি বিদেশে উচ্চ পদে কর্মরত সুপুরুষ ১·৭০ মিঃ পাত্রের জন্য এম বি বি এস, এম এস-সি, সুন্দরী পাত্রী রাঢ়ীতে আপত্তি নাই। মাঘেই বিবাহ। বক্স নং ৮০১৮, আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৬৮৯৭)

বারেন্দ্র কায়স্থ কাশ্যপ বি কম, 'ক' ফাইনাল। স্বাস্থ্যবান, সুন্দর দীর্ঘাঙ্গ (২৯) কলিকাতায় প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কের অফিসার, নিজস্ব বাটী। শিক্ষিতা, সুন্দরী, সুগঠনা, ফর্সা পাত্রী চাই। অন্য শ্রেণীতে আপত্তি নাই। বক্স নং ৮০২৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০০৩)

পূর্ববঙ্গীয় বি এস সি (২৪) কায়স্থ, সুউপায়ী পাত্রের জন্য সুন্দরী, স্কুল ফাইনাল পাত্রী চাই। বক্স নং ৮০২৬ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৭০০৪)

বৈশ্য সাহা (ঢাকা বিক্রমপুর) উন্নতিশীল সঃ চাকুরে পাত্রদ্বয়ের (জ্যেষ্ঠ পি এ ৩০/৫০০, ইঞ্জিনিয়ার ২৮/৬৫০,) শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৯০৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯০৭)

পাত্র সুবর্ণ বণিক। অনার্স গ্র্যাজুয়েট। ব্যবসায়ী। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সুশ্রী গৃহকর্মনিপুণা গান জানা শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বয়স (২০—২৪); উচ্চতা ১·৫২—১·৫৭ মিঃ। বক্স নং ৪২৯১, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬৯৫৯)

কুমিল্লার সম্ভ্রান্ত ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ পাত্রের জন্য ফর্সা প্রকৃত সুন্দরী শিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত বংশীয়া পাত্রী চাই। পাত্র (৩৩) ৫'—৫" (১·৬৫ মিঃ) এম-ই রিসার্চ স্কলার বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত। কুমিল্লা ও ঢাকা অগ্রগণ্য। বক্স নং ৮২৮৫, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬৯৫১)

পাত্র রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সাবর্ণ ২৭ বিদেশী মার্কা ইঞ্জিনীয়ার (১৫০০,) নিজস্ব বাড়ি। সম্ভ্রান্ত বংশীয়া কালচার্ড পাত্রী চাই। সুন্দরী পাত্রীই একমাত্র বিবেচ্য। বক্স নং ৮২৮৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৪৯)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাৎস্য বিদেশী ব্যাঙ্কে কর্মরত (৬০০,) প্রি-ইউ পাত্রের (২৮) প্রকৃত সুন্দরী গৌরবর্ণা পাত্রী চাই। পাত্রীই প্রধান বিবেচ্য। বক্স নং ৮২৮৯ আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬৯৫৬)

পাত্রী চাই

শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী চাই, পাত্র (৩২) এম-এ বি-টি কলকাতার নিকটে গভর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষক (৭৫০,), ভ্রাতারা ডাঃ ইঞ্জি। লিখুন—কুঞ্জেশ্বর পালচৌধুরী, অমরাবতী, পোঃ সোদপুর, ২৪ পরগণা। (সি ৬৬৯৯)

পাত্র আমেরিকা কানাডা প্রত্যাগত ডক্টরেট (পি এইচ ডি) পূর্ববঙ্গীয় মিত্র (৩৩) ৫'-৭" (১·৭০ মিঃ) উচ্চ গবেষণার্থে (চাকুরীসহ) শীঘ্র সুইডেন যাইবে। সম্ভ্রান্ত ঘরের সুন্দরী শিক্ষিতা রুচিসম্পন্না পাত্রী চাই। সুন্দরী ব্যতীত পত্রালাপ নিষ্প্রয়োজন। শ্রীহিতেশচন্দ্র রায়, এল/কিউ-১ ওল্ড ডগ রেস কোর্স, বেহালা, কলি-৫৩। (সি ৬৬৯৩)

সম্ভ্রান্ত ঘর, স্বচ্ছল পরিবার, পাত্র (২৮)। ছোটখাট চেহারা সুন্দরী কায়স্থ এস এফ পাত্রী চাই। ৪।৪।এ মদন মিত্র লেন, কলি-৪। (সি ৬৬৭২)

মাহিষ্য পাত্রী (১৯।২০), সুশ্রী, শিক্ষিতা, পঃ বঙ্গীয়া পাত্র (২৬) সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান, গ্রাজুয়েট একমাত্র সন্তান, সঃ চাকুরে (৫০০,) ২ খানি বাড়ী ভূসম্পত্তি, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আছে। বক্স ৮০৪৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ২৪৪৫)

বারেন্দ্র ব্যাঙ্ক অফিসার (৩৪), শাণ্ডিল্য, স্বাস্থ্যবান পাত্রের উপযুক্ত গৌরবর্ণা, সুন্দরী, শিক্ষিতা, স্বাস্থ্যবতী পাত্রী চাই। বক্স নং ৮০৪৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ২৪৪৮)

বিলাতী ফার্মের ক্লাস ওয়ান অফিসার (৩৩) সুবর্ণবণিক পাত্রের জন্য সুন্দরী ও শিক্ষিতা পাত্রী প্রয়োজন। বক্স নং ৮০৫১ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (বিও ২৪৫০)

পাত্র পূঃ বঃ রাঢ়ী ব্রাঃ শাণ্ডিল্য ৩০, ৫'-২॥" বোম্বে বেঃ সঃ মাঃ আয় ৬৫০-৭০০, গ্রাজুয়েট কষ্টিং পরীক্ষার্থীর জন্য গ্রাঃ সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৮০৫২ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ২৪৫১)

সুন্দরী ফর্সা পাত্রী চাই। পাত্র (৩১) সুদর্শন, উদার, চট্টগ্রামের বৈদ্য, আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট সুচাকুরে (৪৪০,)। বক্স নং ৮০৫৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ২৪৫৩)

খুলনার কায়স্থ, এগ্রিঃ গ্রাজুয়েট, গেজেটেড অফিসার (২৯), ৫'-৪½" (১·৬৪ মিঃ) বেতন ৫৪৬, কলিকাতায় বাড়ী পাত্রের জন্য সুন্দরী গ্রাজুয়েট পাত্রী চাই। বক্স নং ৮০৬০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০১৯)

ইউরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত সার্ভিস ইঞ্জিনীয়ার (৩২) বিশিষ্ট কোম্পানীতে কর্মরত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী অবাৎস্য পাত্রী চাই। বক্স নং ৮০৬২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০২১)

সম্ভ্রান্ত কায়স্থ, গৌরসুন্দর, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ার উচ্চবেতনে সুপ্রতিষ্ঠিত। ফর্সা, সুন্দরী, শিক্ষিতা লম্বা, সংগীতজ্ঞা, কায়স্থ/বৈদ্য পঃ বঃ ২০।২৪ পাত্রী চাই। মাঘে বিয়ে। সবিস্তার লিখুন। বক্স নং ৮০৬৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০২৬)

বৈদ্য পাত্রী চাই—সিনিয়র ড্রাফটসম্যান, বিক্রমপুর, শক্তি (৩১) পাত্রের (৬৫০,) সুশ্রী শিক্ষিতা বৈদ্য পাত্রী চাই। বক্স নং ৮০৪৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৬৫৯)

কুমিল্লার সুকায়স্থ (৩৬) সুদর্শন, বি কম, এস এ এস, কেঃ সঃ পদস্থ (৬০০,)। সদ্বংশীয়া, সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা (১·৫৭—৬০ মিঃ) কলিকাতাস্থ বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৮১০০ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৬৬৬৪)

পাত্র (২৫) ১·৬৩ মিঃ, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, বি এসসি, বালীগঞ্জে নিজ বাড়ী পিতামাতা বর্তমান, কারখানা মালিক। শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ঠিকুজীর নকল চাই। বক্স নং ৮১১২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৬৭৬)

বৈশ্য সাহা, গৌরবর্ণা, ন্যূনতম এস এফ পাত্রী চাই। পাত্র (৩১) সরকারী চাকুরীরত, রেডিও ইঞ্জিনীয়ার। একমাত্র পুত্র, দ্বিতল বাড়ী। বক্স নং ৮১১৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৬৭৭)

বন্দ্যোপাধ্যায় (২৭), ঢাকা, স্থায়ী চাকুরে (৫০০,) স্বাস্থ্যবান পাত্রের সুশ্রী, হাঃ সেঃ, গৃহকর্মনিপুণা গানজানা পাত্রী চাই। বক্স নং ৮১৪০, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭০০)

বোম্বের নিকট কেঃ সঃ কর্মরত (৪৫০,) কায়স্থ শীল ম্যাট্রিক (৩১) পাত্রের জন্য গৃহকর্মনিপুণা শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই। অসবর্ণে আপত্তি নাই। পূর্ণ বিবরণ সহ সত্বর পত্রালাপ করুন। বক্স নং ৮১৪৫ আনন্দবাজার, কলি-১।

মজুমদার (৩৮) ব্যবসায়ী (১০০০,) এবং বসু (২৮) বি এ ব্যাংক কর্মী (৬০০,) সুশ্রী, শিক্ষিতা, প্রগতিশীলা পাত্রী চাই। উভয়ক্ষেত্রেই রেজিস্ট্রি বিবাহ বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ৮১৬৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১১৪)

পঃ বঃ ঘোষ কায়স্থ ৩৩ বি কম বিদেশী ব্যাঙ্কে কর্মরত (১২০০,) নিজ বাড়ী পাত্রের জন্য ফর্সা প্রকৃত সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৮১৬২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১০৫)

ফরিদপুরের কুলীন কায়স্থ কাশ্যপ ফর্সা (৩১) ৫' ৪" (১·৬২ মিঃ) গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনীয়ার (৭৪০,) পাত্রের পূঃ বঃ গ্র্যাজুয়েট অবশ্যই সুন্দরী (২১—২৩) পাত্রী ১·৫৭ মিঃ চাই। বক্স নং ৮১৬৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১১৩)

মোদক পাত্রী চাই

সুদর্শন বি. এ. (২৪) পাত্রের জন্য সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রী চাই। পাত্র বেকার। বৈদ্যনাথ মান্না মোদক, কেশবপুর, জেলা হাওড়া। (সি ৭১১৫)

সদ্গোপ পাত্রী চাই

পাত্র (২৬) ইঞ্জিনীয়ার স্কলার ৮০০, শাণ্ডিল্য (১·৭০ মিঃ) নরগণ স্বাস্থ্যবান সুশ্রী সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী বি এ পাত্রী চাই। বক্স নং ৮১৭২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১১৯)

পাত্র ৩২ বিপত্নীক রাঃ ব্রাঃ সাবর্ণ রাঃ সঃ স্টেনোগ্রাফার একটি পুত্র ২½, বারাসতে বাড়ী ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৩২১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৪৫)

পাত্রী চাই

পূঃ বঃ বৈদ্য ফর্সা সুশ্রী ১·৫৭ মিঃ (৫'-২") অনূর্ধ্ব ২৪ শিক্ষিতা পাত্রী চাই। পাত্র (৩১) প্রাইভেট ফার্মে স্থায়ী চাকুরে (মাঃ ৮০০,)। বক্স নং ৮৪৯৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০৯১)

পাত্র শ্যামবর্ণ পশ্চিমবঙ্গীয় (উচ্চতা ৬' ৪") ১·৯৩ মিঃ (৩০) স্বর্ণব্যবসায়ী ফর্সা সুন্দরী কমপক্ষে (৫' ৪") ১·৬৩ মিঃ স্কুল ফাইনাল বা সমমান স্বাস্থ্যবতী পাত্রী চাই। বক্স নং ৮২৩৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ২০৪১)

পাত্র মুখার্জী (৩০) ১·৭৭ মিঃ (৫' ১০") ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার প্রকৃত সুশ্রী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ঠিকুজী সহ লিখুন। বক্স নং ৮৪৫৩ আনন্দবাজার, কলি-১।

মুখার্জী (৩৩) গেঃ অফিসার (৫০০,) প্রঃ সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্সনং ৮৪৪১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

চাটার্জী (৩১) বি কম, স্থায়ী চাকুরী (৫০০,) (টেকনিক্যাল); নিজ বাড়ী পাত্রের শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৮২১৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৫৭)

এম এস (আমেরিকা) ইঞ্জিনিয়ার সেখানে কর্মরত ১২০০০, স্বাস্থ্যবান সুদর্শন উচ্চসম্ভ্রান্ত বৈদিক পাত্রের জন্য গৌরবর্ণা শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই। সঙ্গীতজ্ঞা বাঞ্ছনীয়, অসবর্ণে চলিবে। মাঘে বিবাহ। বক্স নং ৮২১৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৫৫)

পূঃ বঃ কায়স্থ (বসু) ১·৭৫ মিঃ ২৯ সুদর্শন স্পোর্টসম্যান সি-এ ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনড, বিখ্যাত ব্রিটিশ ফার্মে (কলিঃ) কভেনেণ্টেড অফিসার বাৎসরিক (২০২০০)। প্রকৃত সুন্দরী, লম্বা, ফর্সা পূঃ বঃ কায়স্থ বা বৈদ্য, কনভেণ্ট শিক্ষিতা সি-এ এম-কম এম-এ এম এস-সি বা প্রকৃত উচ্চ শিক্ষিতা (২৩—২৪)। বক্স নং ৮৩২৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৪৬)

কায়স্থ ঘোষ (২৮) বি-ই আমেরিকায় এম-এস অধ্যয়ন ও চাকুরীরত (মাঃ ৯ হাজার), পাত্রের বসু, মিত্র গুহ দীর্ঘাঙ্গী ফর্সা সুন্দরী অনার্স গ্রাজুয়েট পাত্রী চাই। মাঘেই বিবাহ। ফটোসহ সত্বর দেখা করুন। এস ঘোষ, ৫২৪ যোধপুর পার্ক, কলি-৩১। (বি ও ১১১)

পাত্রের মাহিষ্য/সুঃ বণিক—বি-ই সি-এ ব্যাঙ্ক অফিসার বাড়ী গাড়ী। বি সেন, ৪৬-৬৪৩৩ (৮-১১) ৪৬-৬৯৩২ (৫-৭)। (বি ও ১১৭)

ফর্সা সুন্দরী শিক্ষিতা কায়স্থ পাত্রী চাই। পাত্র বসু বয়স ৩৩ লম্বা সুদর্শন লণ্ডনে কার্যরত বার্ষিক বেতন ৩৯৬০০ টাকা। সতীরাণী বসু, ৫/২ কর্নফিল্ড রোড, কলি-১৯। (৪৮১৩ এ)

সুঃ বণিক, প্রফেসার, (২৮ দাস) পাত্রের সুন্দরী শিক্ষিতা ফর্সা গৃহকর্মনিপুণা পাত্রী আবশ্যক। সত্বর ঠিকুজীসহ লিখুন। বক্স নং ৮৩৫৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২০২)

পাত্র (৩৪) এম কম, কস্ট অ্যাকাঃ (১৫০০,)+ সুদর্শন (১·৬৬ মিঃ)। প্রফেসর (সন্ধ্যা)। অথর অ্যাকাঃ ও সাহিত্যে গবেষণারত। নিজের বাড়ী। পঃ বঃ দঃ রাঃ দে কায়স্থ। ডাঃ বা ডক্টরেট, ফর্সা সুকেশা লাবণ্যময়ী রবীন্দ্রসংগীত জানা, ধার্মিক, মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৩৬০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২০৬)

পঃ বঃ সম্ভ্রান্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ (শাণ্ডিল্য) কৃতী বি এস-সি (৩২) ১·৭৩ মিঃ (৫'-৮") কলিকাতায় দায়িত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় চাকুরে (৬০০,) ভাবী গেজেটেড অফিসার ও দমদমে নিজস্ব বাড়ী পাত্রের ফর্সা সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। পাত্রীই বিবেচ্য। বক্স নং ৮৩৬৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২০৯)

পশ্চিমবঙ্গ কায়স্থ ঘোষ সপ্তাতিপন্ন, চাকুরে ছাব্বিশ। নিজ বাড়ী। সুরুচিসম্পন্ন পরিবারে সুশ্রী শিল্প ১৮।১৯ পাত্রী চাই। যোগ্য পাত্রীই বিবেচ্য। বক্স নং ৮৩৭২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২২০)

উচ্চশিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই। পাত্র বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ (৩৮) গেজেটেড অফিসার বিদেশ প্রত্যাগত ডক্টরেট। বক্স নং ৮৩৭৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭২২২)

পঃ বঃ মাহিষ্য পাত্রী চাই

অল্পবয়স্কা অল্পশিক্ষিতা দরিদ্র মধ্যবিত্তের গৃহকর্মনিপুণা সুশ্রী পাত্রী চাই। পাত্র ব্যবসায়ী কলিকাতাবাসী। সত্বর যোগাযোগ করুন, বক্স নং ৮৩৮৭, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (বি ও ১১৮)

পঃ বঃ রাঢ়ী বাৎস্য ৩২ রেলে কর্মরত ৩৪০,। সুন্দরী (৫'—৩") ১·৬০ মিঃ এইচ-এস পাশ পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৩৯৩, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (বি ও ৩৫৭১)

বি-কম পাশ (২৮) উকিল ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী ফর্সা (৫' ফুটের) ১·৫২ মিঃ মধ্যে পঃ বঃ মধ্যম শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৩৯৮, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (বি ও ৪৪৬৬)

চট্টগ্রামের কায়স্থ বি-কম ২৬ ব্যবসায়ী মাসিক আয় ২০০০, নিজ বাড়ি। ফর্সা প্রকৃত সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৪০০, আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (বি ও ৪৪৬৪)

পাত্র পঃ বঃ রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সুপুরুষ (২৮) কলিকাতায় নিজস্ব বাড়ি সেণ্ট্রাল গভঃ চাকুরে (৪০০,)। যে কোন বঙ্গীয় উপযুক্ত সুশ্রী পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৪০১, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (বি ও ৪৪৬৩)

বন্দ্যোপাধ্যায় (২৯) এল-এম-ই বিশিষ্ট সওদাগরী কারখানায় সুপারভাইজর (৫০০,)। চাকুরিরতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৪০২, আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (বি ও ৪৪৬১)

প্রখ্যাত প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কর্মরত শিক্ষিত বারেন্দ্র কায়স্থ গৌতম পাত্রের সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী ফর্সা ২২/২৩ অন্ততঃ আই-এ কায়স্থ পাত্রী চাই। বক্স নং ৮৪০৪, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৭০০৪)

পাত্রী চাই

সম্ভ্রান্ত বৈদ্য (৩৭) এম বি বি এস সরকারী চাকুরের (২০০০,) জন্য পাত্রী চাই। বক্স নং ৮২৯৪, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬৯৬১/২)

পাত্র পূঃ বঙ্গ কায়স্থ (কাশ্যপ) ২৮ বঃ এম বি বি এস প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার-এর প্রকৃত সুন্দরী সুন্দর মুখশ্রীযুক্তা সুগঠনা ৫'-২"—২½" গৌরবর্ণা শিক্ষিতা পাত্রী চাই। প্রকৃত সুন্দরী ব্যতীত পত্রালাপ নিষ্প্রয়োজন। বক্স নং ৮২৫১, আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (বি ও ১৭৬৮)

পাত্র (৩৫) কায়স্থ ঘোষ (খুলনা) গ্রাজুয়েট স্থায়ী সরকারী কর্মচারী (৩২৫,)। নম্র সুশ্রী শিক্ষিকা পাত্রী চাই। বক্স নম্বর ৮২৫২, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (বি ও ১৭৬৯)

পশ্চিমবঙ্গীয় কাশ্যপ ৪০ একক নির্ঝঞ্ঝাট ডাঃ পাত্রের জন্য পঃ বঃ পাত্রী চাই। এস্টেটের ভাল আয় আছে। বক্স নং ৮২৫৩, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (বি ও ১৭৭০)

যশোহরের উঃ রাঃ কায়স্থ পাত্র সুদর্শন স্বাস্থ্যবান বি এস-সি (অনার্স) সুপ্রতিষ্ঠিত ১০০০,। সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের প্রকৃত গৌরবর্ণা সুশ্রী সুগঠনা অন্ততঃ ১·৬০ মিঃ (৫'-৩") শিক্ষিতা ২২/২৩ পাত্রী চাই। বক্স নং ৮২৬৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯২৮)

দীর্ঘাঙ্গ কলিঃ সঃ চাঃ ৬০০, ঊর্ধ্বে ও বাড়ী উদার কায়স্থ পাত্রের সুন্দরী গান-জানা, কলিঃ চাকুরীয়া, (২৫/২৭)। মাঘেই। বক্স নং ৮৩০৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৭৪)

পাত্র বি এ (৩৩) সুদর্শন গুহ বংশ পঃ বঃ সঃ চাকুরীরত ডান পায়ে সামান্য খুঁত আছে। সুন্দরী ও শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৫৭৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৪৮১)

পূঃ বঃ গ্রাজুয়েট ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ ৩২ কলিকাতায় চাকুরে। গৌরবর্ণা স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী শিক্ষিতা বা কর্মরতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৮২২৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৬২)

পাত্র (৩২) শ্রীকার্তিকচন্দ্র মজুমদার, সাব-জেলার মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল। বি-এ পাশ ভাল চেহারা সম্পন্ন পাত্রী চাই। বক্স নং ৮২২৬ আনন্দবাজার, কলি-১।

বিক্রমপুরের মুখার্জী এম কম (৪৫০,) স্বাস্থ্যবান পাত্রের জন্য শিক্ষিতা সুশ্রী ২৫।২৬ মধ্যে পাত্রী চাই। স্কুল-শিক্ষয়িত্রী অগ্রগণ্যা। দাবী নাই। বক্স নং ৮২২৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৬৫)

বৈশ্য সাহা সুন্দরী (অন্ততঃ এস এফ) পূঃ বঃ পাত্রী চাই। পাত্র (২৬) রিজার্ভ ব্যাঙ্কে স্থায়ী চাকুরে (৬৫০,)। বক্স নং ৮২৩১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৬৯)

পাত্র (৩২) সি-এ পূঃ বঃ বৈশ্য সাহা বিঃ ফার্ম (কলিঃ) কর্মরত। সুন্দরী উপযুক্ত পাত্রী চাই। বক্স নং ৮২৩৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১৭১)

কায়স্থ ডাক্তার (৩৬) পাত্রের জন্য পশ্চিমবঙ্গীয় সুশ্রী পাত্রী চাই। বক্স নং ৮২৩৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ২০০৯)

পাণিপ্রার্থী একজন স্বাধীন, প্রতিষ্ঠিত বাঙালী ভদ্রলোক (৩৩) প্রগতিমনা মহিলাদের কাছ থেকে সরাসরি পত্রালাপ চাহিতেছেন। বক্স নং ৮৩১৮ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৬৯৮২)

ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই

পশ্চিমবঙ্গীয় প্রকৃত সুন্দরী, গৌরবর্ণা, সুশিক্ষিতা সুন্দর মুখশ্রীযুক্তা, দীর্ঘাঙ্গী ২২ বৎসর অনূর্ধ্বে। পাত্র (২৭) উচ্চশিক্ষিত সুদর্শন ইঞ্জিনিয়ার (৫'-১১") ১·৮০ মিঃ বনেদীবংশীয় পঃ বঃ রাঢ়ী শ্রেণী (কাশ্যপ) বর্তমানে উচ্চপদে কর্মরত এবং বহু সম্পত্তির মালিক। ফটো ও জন্মসময় সহ পত্রালাপ করুন। ঠিকানা—পি-৩৬, ব্লক 'এইচ', নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩। (সি ৬৯৮৮)

ঢাকার ব্যানার্জি সুন্দর স্বাস্থ্যবান শিক্ষিত কলিকাতা নিজবাড়ী ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র (৩২) উপযুক্ত পাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ৮২৯৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৬৬)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাৎস্য (৩২) এফ আর সি এস ডাক্তার পাত্রের জন্য বিদেশ গমনেচ্ছু, পাত্রী চাই—মাঘেই বিবাহ। বক্স নং ৮৩০০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৬৮)

পাত্র (৩১) বসু সুউপায়ী ইঞ্জিনীয়ার আমেরিকাতে কর্মরত। সদ্বংশীয়া গৌরবর্ণা সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। পাত্রীই বিবেচ্য। বক্স নং ৮৩২৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৯১)

পঃ বঃ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাশ্যপ ৩০ বি এস-সি, এগ্রি গেজেটেড অফিসার, সুন্দরী গৃহকর্মনিপুণা শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৮০৩১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭০০৯)

বারুজীবী পাত্রী চাই

সুন্দর স্বাস্থ্যবান বিক্রমপুর নিবাসী কেন্দ্রীয় সরকারে চাকুরীরত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার (৬৫০,) পাত্রের (২৮) জন্য প্রকৃত সুন্দরী অন্যূন ম্যাট্রিক পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৮২৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৪২)

পাত্র-পাত্রী চাই

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পাত্রপাত্রী চাই। পাত্রী শ্যামবর্ণা প্রি-ইউ পাশ ২৩ বিহারবাসী। ঐ ভ্রাতৃদ্বয় রেলওয়েতে চার্জহ্যাণ্ড এবং হেভিঃ ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত চাকুরিরত বেতন ৪৫০,/৫৫০, বয়স ৩২/৩০ সুদর্শন সুদেহী। পরিবর্তে চলিবে। লিখুন, বক্স নং ৮২০২, আনন্দবাজার কলিঃ-১। (সি ৭১৩৮)

কর্মকার পাত্র-পাত্রী চাই

ব্যবসায়ী (২৮) পাত্রের সুন্দরী পাত্রী ঐ ভগ্নী (নাইন) পাত্র চাই। বক্স নং ৭৪৮৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি-৬৭৪৬)

পাত্র-পাত্রী চাই

পাত্র সরকারী চাকুরে, গ্রাজুয়েট (৩৩), পাত্রী গ্রাজুয়েট (২৬, মধ্যমবর্ণা)—বদলে উপযুক্ত রাঢ়ী ব্রাহ্মণ পাত্র-পাত্রী চাই। বক্স নং ৮১২৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৬৪৪)

পূঃ বঙ্গীয় সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ভরদ্বাজ উঃ শ্যামবর্ণা, সুন্দরী বি এ পার্ট টু পরীক্ষার্থিনী দীর্ঘাঙ্গী (২২) পাত্রীর উপার্জনশীল গ্রাজুয়েট পাত্র। ব্যাংক কর্মচারী অগ্রগণ্য। ঐ একমাত্র ভ্রাতা (৩০) ব্যাঙ্ক-অফিসার নিজস্ব দ্বিতল বাড়ী সম্ভ্রান্ত ফর্সা, সুশ্রী সঙ্গীতজ্ঞা গ্র্যাজুয়েট (২২—২৪) পাত্রী (চাকুরীরতা)। শীঘ্র বিবাহ। বক্স নং ৮১৭১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১১৮)

পাত্রী কায়স্থ ২৭ সুশ্রী ফর্সা স্কুল ফাইনাল অনুত্তীর্ণা উপযুক্ত পাত্র চাই। ঐ ভ্রাতা ৩৩ গ্রাজুয়েট সুদর্শন, ফর্সা, সওদাগরী অফিসে কর্মরত, সুশ্রী স্লিম শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৮২৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৪১)

তিলী প্রকৃত সুন্দরী উঃ শ্যামবর্ণা গৃহকর্মনিপুণা অল্পশিক্ষিতা পাত্রীর (২৯) উপার্জনশীল পাত্র ও ঐ ভ্রাতা (২৭) প্রি-ইউ কেঃ সঃ কর্মচারী (৫০০,) বর্তমানে সুইডেনে ট্রেনিং গ্রহণরত সুপুরুষ পাত্রের সুন্দরী পাত্রী চাই। অসবর্ণও চলিবে। বক্স নং ৮২৯২, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬৯৬০)

পাত্রীদ্বয় বসুবংশীয়া ২৮ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা (৫'-৪") ১·৬৩ মিঃ সুশ্রী বি এ বি টি শিক্ষিকা ও ২৪ ফর্সা এম এ সুশ্রী (১·৬৫ মিঃ) ৫'-৫" পাত্রদ্বয় শিক্ষিত আর্টিস্ট ২৭ ফর্সা স্বাস্থ্যবান ও রেডিও ইঞ্জিনিয়ার ২৬ নিজবাটী ও ব্যবসায়, বদলও চলিবে। লিখুন, বক্স নং ৮০০৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

পাত্র বিক্রমপুরের বসু (৩৬) বি-কম মান, রেলে স্থায়ী চাকুরে (৬০০,) ফ্রি কোয়ার্টার্স, শিক্ষিতা সুন্দরী কায়স্থ পাত্রী চাই। তদীয় ভগ্নী (২৬), সুশ্রী শ্যামবর্ণা এস এফ পাশ জুনিয়ার ট্রেনড শিক্ষিকার উপযুক্ত কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ৮০৯৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৬৬৩)

ঢাকা শহরের অভিজাত এবং কলিকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত দাস (সাহা) পরিবারের সুন্দরী কনিষ্ঠতম কন্যা বি এ-র জন্য প্রতিষ্ঠাবান পাত্র এবং ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র বি কম-এর জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ৭৭২০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৪০৭)

বরিশাল কায়স্থ পাত্র বি-এ/ গৌরবর্ণ স্বাস্থ্যবান ৩১ পোস্ট অফিসে কর্মরত, নিজ দ্বিতল বাড়ী (উত্তরপাড়া), কাশ্যপ গোত্র। ঐ ভগ্নী সুশ্রী, ফর্সা, বি-এ ২২, বদলে আপত্তি নাই। সুকুমার ঘোষ, ৬২ গিরিশ পার্ক নর্থ কলি-৬। (সি ৬৭৭৩)

বসু, দর্শনে অনার্স সহ বি এ ফর্সা স্বাস্থ্যবতী (৫'-৪") ১·৬৩ মিঃ পাত্রীর (২৪) জন্য কায়স্থ পাত্র চাই। ঐ ভ্রাতা (৩২) বি এস-সি, বি ই বাঙ্গালোরে চাকুরীরত (১০০০,) স্বাস্থ্যবান জন্য ফর্সা শিক্ষিতা পাত্রী চাই। পিতা বোম্বাইয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার। C/o. শ্রীযুক্ত বক্সী, ১৩/৩ পাম এভিনিউ, কলি-১৯, ফোন ৪৪-৬৪৭০। (সি ৭১৪৬)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

সর্বস্তরের পাত্র পাত্রীর অব্যর্থ সন্ধান সত্বর যোগাযোগ সফল অনিবার্য, অজিতবাবু, ১৬২ বহুবাজার স্ট্রীট, কলি-১২। (সি ৬৭৪৪)

যৎসামান্য পারিশ্রমিকে মনোমত বিবাহ চেষ্টা! সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, ১০/১বি, স্কুল রো, জগুবাজার স্টপ, কলিকাতা ২৫। (সি ৭০০৭)

সর্বজাতি সুন্দরী পাত্রী উপার্জনশীল পাত্র যোগাযোগ করুন শিবপুর রোড। ঘটক বনমালী ফোন ৬৭-৩৭৬৫। (সি ৬৯৫৫)

এই প্রতিষ্ঠানে নিষ্ঠার সহিত পাত্র/পাত্রীর সন্ধান। কান্তি চক্রবর্তী, ১০৯বি, কেশব সেন স্ট্রীট, কলি-৯ (৩৫-৫৮১৬)। (সি ৬৯৩৮)

বন্ধনী অভিজাত বিবাহ প্রতিষ্ঠান ১নং লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলি-১৬। ২৩-৫৯৪৪। (সি ৬৯০২)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

দক্ষিণ সরকার আর্কিটেক্টস, আধুনিক বাড়ীর ডিজাইন ও প্ল্যানের জন্য। সংযুক্ত শিবপ্রসাদ বসু অ্যাণ্ড কোং। কিস্তিতে বাড়ী নির্মাণ পরিকল্পনা। তৈরী মূল্যের ৩০% অগ্রিম আরও ৩০% ৬০ দিনের মধ্যে। বাকিটা ৬০টি সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ্য। ৭৩বি, আমহার্স্ট রো, কলি-৯, ফোন ৩৫-১৬৭৩/২২৫০। (৫৯৩৩এ)

হাতিবাগান বাজারের অতি সন্নিকটে ৩ কাঃ খালি জায়গা বিক্রী। সেন, বক্স নং ৮৪১২, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (এ)

লবণহ্রদের নিকট কেষ্টপুরে এক বিঘা জমি বিক্রয়। ক্রয়েচ্ছু/দালাল চাই। মেডিসিন হাউস, ৭নং সুন্দরীমোহন এ্যাভিনিউ। ৪৪-৮৪১০। (বি ও ১৭৭১)

সুলভে বিক্রয় — উত্তরপাড়ার নিকট খেলায় সম্পূর্ণ শান্ত ও ভদ্র পরিবেশে অবস্থিত। সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা বর্তমান। সত্বর যোগাযোগ করুন। বক্স নং ৮৩০৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৭১)

পাকা প্রাচীরঘেরা ১৭ কাঠা জমিসহ তিন কামরা পাকা বাড়ী জলপাইগুড়িতে (মাষকলাইবাড়ী) বিক্রয়েচ্ছু। অনুসন্ধান করুন—বক্স নং ৮২৯৬, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৬৪)

কালীঘাট বালিগঞ্জ ভবানীপুরে বাড়ী ৭০,০০০, জমি ৪০,০০০ মধ্যে কিনিব। বক্স নং ৮০৫৫ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (বিও ২৪৫৪)

ভি আই পি রোড/লেক টাউন/আশে-পাশে ২-৩ কাঠা জমি কিনিতে চাই। বক্স নং ৮০৮৫, আনন্দবাজার, কলি-১ (সি ৬৬৫৬)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

বিক্রয়—গড়িয়ায় ৫ ও ৬ বাস স্টপের নিকট একতলা অসমাপ্ত ছোট বাড়ী আড়াই কাঠা। বক্স নং ৭৮৪৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৪৫)

বেহালায় দু নম্বর চ্যাটার্জি কলোনীতে সুন্দর পরিবেশে দক্ষিণ খোলা ৩ কাঠা জমি বিক্রয়। বক্স নং ৭৮৬৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৭৭০)

দমদম নাগের বাজারের সন্নিকটে ৩½ কাঠা জমিতে ৪টি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট যুক্ত একটি নূতন দোতলা বাড়ী বিক্রয়। বক্স নং ৭৮৯৬ আনন্দবাজার কলি-১। (সি ৬৭৮৮)

২।৩ ঘরের ফ্ল্যাট অথবা ছোট বাড়ী কিনিতে চাই। বক্স নং ৮১০৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৬৬৮)

দোতলা ভিতে একতলা স্বয়ংসম্পূর্ণ নতুন বাড়ী বিক্রয় (৪৬,০০০) স্টেশন ৪।৫ মিঃ, ৯বি, গণেশ ব্যানার্জি লেন, ঢাকুরিয়া। (সি ৭১০৪)

৮১/২, বেলগাছিয়া রোড ২, কৃষ্ণ মল্লিক লেন, কলিকাতা-৩৭ ২/৪, কাঠা লোভনীয় অবস্থান বাড়ি/জায়গা বিক্রয়। বক্স নং ৮২৪২, আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৬৯৪৭)

কসবায় দুই প্লটে ৫। কাঠা এবং কল্যাণী বি ব্লকে আনুমানিক ৯॥ কাঠা জমি এবং চণ্ডী ঘোষ রোডে একতলা নূতন বাড়ী বিক্রী হবে। বক্স নং ৮২৬৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৯৩০)

SALE / LEASE DECENT south facing 4 kts. plot at Lake Town, adjacent park and VIP Road or exchange with house in Calcutta or outside Bengal. Box No. 8119, Ananda Bazar, Cal.-1. (C—6683)

বহরমপুর গোরা বাজারের উকিলপাড়ায় দশ কাঠা বাস্তু জমি বিক্রয়। সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী, বাবুপাড়া খাগড়া মুর্শিদাবাদ। (বি ও ১৭৬১)

ফুলিয়া (নদীয়া) স্টেশনের নিকটস্থ ভিটা ও ধানী জমি সহ ৩০৬ শতক জমি বিক্রয়। শ্রীব্রজপতি ভট্টাচার্য, ৯নং ঘোষপাড়া লেন, পোঃ ভদ্রকালী (হুগলী)। (সি ৬৬২৯)

যাদবপুর সেণ্ট্রাল পার্কে ছয় কাঠা জমি ছোট খালি বাড়ীসমেত ৬০,০০০,। বক্স নং ৭৮৯৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি-৬৭৯৪)

গড়িয়া বাস স্ট্যাণ্ড-এর সন্নিকট কামডহরী মৌজায় কমবেশি ১৪ কাঠা জমির উপর খালি অবস্থায় ৫খানি কামরা ও বাগানসহ বিক্রয় আছে। বক্স নং ৭৭১০, আনন্দবাজার, কলিঃ-১। (সি ৬৫৯৯)

বাড়ী তৈয়ারী ও মেরামতের জন্য যোগাযোগ করুন—মেসার্স অজিতকুমার নায়ক এণ্ড কোং, ১৪, নটবর দত্ত রো, কলি-১২, ফোন : ৩৫-০৮০২। (৪০৭২ এ)

নবদ্বীপের সন্নিকটে শ্রীমায়াপুরে এক প্লটে ১৫ বিঘা চাষ ও বাস্তুজমি বিক্রয় হইবে। স্বাস্থ্যকর, মনোরম পবিত্র পরিবেশ। নিকটেই স্কুল, কলেজ ও বাজার। শ্রীশচীন্দ্রলাল শাস্ত্রী, নেপপাড়া, পোঃ কালনা, জিঃ বর্ধমান। (সি ৬৬৬৯)

গোবরডাঙার ১ বিঘা জমি স্টেশন বাজার স্কুল, কলেজ নিকটেই। কাঠা ৬০০,। বক্স নং ৮০৪৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ২৪৪৭)

১২১, কালীচরণ ঘোষ রোড (সিঁথি) বাস রাস্তার উপর ৮ কামরার নূতন দ্বিতল বাড়ী খালি অবস্থায় বিক্রয়। চ্যাটার্জিবাবু (ফোন—৩৪ ৭০৯৪)। (সি ৬৯৭২/১)

দোকান-অফিস-গুদাম

ডানলপ ব্রিজের উত্তর ৬/১, নীলগঞ্জ রোডে ৩ দোকান/অফিস/গুদাম ৫০, হিঃ। এছাড়া দোতলায় ২ কামরার ফ্ল্যাট —১৩০,। (সি ৭১৩৭)

বেহালা বাজারের নিকট কারখানা বা গুদামের উপযুক্ত (১৫'×৪০') পাকা ঘর ভাড়া। ৭৬, বাজার রোড, ফোন নং ৪৫-৭৭১৩। (সি ৭১৩৫)

দোকান ভাড়া—৪বি রাসবিহারী এভিনিউ, কলি-২৬। খোঁজ করুন শ্রীঅরবিন্দ মণ্ডল, ৭২সি, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫, মে ফেয়ার এণ্ড কোং, ফোন ৪৭-৩৪৩২। (সি ৬৪৮৬)

ভাড়া বা লীজ

আবশ্যক

দুইটি ট্রেলারসহ একটি স্টেশন ওয়াগনের জন্য একটি গ্যারেজ। মধ্য কলিকাতা অগ্রগণ্য। জুনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার অ্যানথ্রোপলোজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, ভারতীয় যাদুঘর, কলি-১৩, ২৩-৯৭২৭ ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। (৭৪১৩)

বাড়ী-ঘর-ফ্ল্যাট ভাড়া

(সিঁথি) হরেকেষ্ট শেঠ লেনে ৩ ঘরের স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট। ১৩০,। অনুঃ—৪০ডি, বাদুড়বাগান, স্ট্রীট, কলি-৯। (সি ৬৪৩৩)

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দক্ষিণমুখো ২।৩ রুমের ফ্ল্যাটদ্বয় কম্পাউণ্ড পাম্পের জল পি-৯৫ দমদম পার্ক, সারনী ট্যাংক-১ কলি-৫৫। (সি ৬৪৭৬)

দমদম জংশন স্টেশনের নিকটে কর্পোরেশন এলাকায় দোতলায় ৩-কামরা ফ্ল্যাট। আধুনিক ব্যবস্থাদি। বক্স নং ৭৯৬১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৪৪০)

বাঁশদ্রোণী ব্রিজের নিকট দুই কক্ষবিশিষ্ট বাড়ী ভাড়া—৭৫,। বক্স নং ৮৩০৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি৬৯৬৯)

চারিদিক খোলা ১২৬নং [illegible] এ্যাভিন্যু দমদমে দ্বিতলে তিন রুমের স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট ভাড়া ১৫০,। (সি ৭১৩১)

প্রপার সিঁথিতে একতলা আধুনিক নতুন বাড়ী ভাড়া। সাক্ষাৎ—সকাল আটটার মধ্যে ও বিকাল পাঁচটার পর। ইরা মৈত্র, ১১ উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা-৪। (সি ৭১২৪)

বাড়ী-ঘর-ফ্ল্যাট ভাড়া

বরানগর বি টি রোডের উপর দুই রুমের স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট ভাড়া দিব। বক্স নং ৮১০২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৬৬৬)

প্রচুর জল আলো বাতাস দ্বিতল ও চারতলায় ফ্ল্যাট ভাড়া, ৮২এ, নেতাজী সুভাষ রোড, বেহালা, কলি-৩৪ খোঁজ করুন, গেটে দারোয়ান। (সি ৬৭৬২)

আলমবাজার মার্কেটের নিকট বাস রুটের উপর আধুনিক স্বয়ংসম্পূর্ণ ৩ কক্ষের ফ্ল্যাট। সব সময় জল। এ কে চ্যাটার্জি, ২৩৪ গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩৬ (৫৬-২০১২)। (সি ৬৭৯৬)

মানিকতলা বাজার, বহুবাজার, ওয়েলিংটন এলাকায় ৩।৪ রুমের স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক ফ্ল্যাট বা ছোট বাড়ি চাই। অসিত মুখার্জি, ৩৬এ, মতিলাল নেহেরু রোড, কলিকাতা-২৯। (সি ৬৬৯৪)

স্বয়ংসম্পূর্ণ দুই রুমের ফ্ল্যাট। দমদম জংশন বাস, বাজার এক মিনিট। ডাঃ কুণ্ডু, ৯৬/১ সাউথ সিঁথি রোড, কলি-৩০। (সি ৬৬৭১)

দক্ষিণ খোলা ২ কামরা পৃথক ফ্ল্যাট ভাড়া ১১০,। এ দত্ত, ৩৫।১ যোগীন্দ্র বসাক রোড, বরাহনগর। (সি ৭০১৭)

২ রুমের পৃথক ফ্ল্যাট ভাড়া। গভঃ চাকুরে চাই। অনুঃ—প্রফুল্ল স্টোর্স, ১৬/২, রাজা মণীন্দ্র রোড। ১২৫,। (সি ৭১২২)

ফ্ল্যাট ভাড়া

একতলায় ৩ কামরা দোতলায় ৪ কামরা বাথ কিচেন সহ ১৬৫,—২০৫,। ১১৩/২, বীরেন রায় রোড, ওয়েস্ট, বকুলতলা, কলিকাতা-৬১। (বি ও ২০৪৪)

কলিকাতার অতি সন্নিকটে অতি আধুনিক রুচি অনুযায়ী দোতালার টাইলস মোজাইক করা দুই কামরা ফ্ল্যাট (৩০সি ও ৪৬ বাস রুট)। অনুসন্ধানঃ দাসবাবু, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২। রবিবার ফোনঃ ৩৩-০৫০০, অন্যদিনঃ ২৪-১১৯৪। (৮২৫৪এ)

সিঁথিতে ১ তলা ৪ কামরা ও দ্বিতলে ৪ কামরার আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া দিব। চ্যাটার্জিবাবু (৩৪-৭০৯৪)। (সি ৬৯৭২/২)

সিঁথি মোড় এক বা দোতলায় ২ রুমের ব্লক ক্ষুদ্র পরিবার, চাকুরিয়া, ২০৬ বিধান সরণি, দোতলায়, রুম-৩। বৈকাল ৪—৬টা। (সি ৬৯৯৫)

বিয়েবাড়ী—শ্যামবাজারে ২১, বসু মিত্র লেন, ৪ (৭ ঘর উঠান ছাদ ৩ হল, ২৪ ঘণ্টার জল) ৫৫-৭৬২৩ (ক্যাটারিং)। (সি ৬৭৪১)

দুইখানি আধুনিক ফ্ল্যাট ভাড়া দিব। গভর্নমেণ্ট সার্ভিস, কোন অফিস এবং নন-বেঙ্গলি অগ্রগণ্য। বসু, ৩০ হরিসভা লেন, বেহালা। (বি ও ১১২)

চাকুরিয়ার জন্য ভদ্রপরিবেশে ২ ঘর বারান্দা ভাড়া ৮০, নাথ, ৯০/১ বোসপুকুর রোড, কসবা, কলিকাতা। (বি ও ১১৩)

টালিগঞ্জ ৫৯/৪ বক্তিয়ারশা রোডে (স্টুডিওর পেছনে) উত্তম মোজাইক নতুন ২ কামরা ফ্ল্যাট। দারোয়ান দেখাইবে। (বি ও ১১৬)

বেলগাছিয়া কলিঃ-৩৭ একতলায় তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘর ভাড়া ১৫০,। বক্স নম্বর ৮২৪০ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ২০৪৩)

ক্রয়-বিক্রয়

ক্রয় করিব রাইস মিলের যাবতীয় পুরাতন টিনের শেড ইঞ্জিন ও বয়লার:—শিয়ালদাহ সেলস ব্যুরো, ৩০৭/১, আপার সারকুলার রোড, কলি-৯, ফোনঃ—৩৫-৪০৪৪। (সি ৬৯৫২)

ব্যক্তিগত

কলিকাতা-স্থিত কেমিক্যালস অ্যাণ্ড অ্যালায়েড প্রডাক্টস এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল-এর ত্রয়োদশতম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ২-৩০টায় কলিকাতা-স্থিত ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং-এর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হইবে। (৭৯৫১/৩)

হারানো-প্রাপ্ত-নিরুদ্দেশ

একটি মডেল এরোপ্লেন হারাইয়াছে, সাদা বডি, লাল ডানা। সংবাদ দিলে পুরস্কার, মিত্রবাবু, ৪৭-২১৩৮। (সি ৬৬৭৯)

মান্যবালা হালদার (৭০) খাট বাঁ—পা খোঁড়া মস্তিষ্ক অল্প বিকৃত ২৫ নভেম্বর চাকুরিয়া থেকে নিখোঁজ। অমিত মিত্র, ৯৩এ, বণ্ডেল রোড, কলিঃ-১৯। (সি ৭১৪১)

মোটরকার ও লরী

টাটা মার্সেডিস লরী চালু কিনিতে চাই। মডেল উল্লেখপূর্বক দাম লিখুন, এইচ ব্যানার্জি, ২৮/৬, বিপিন পাল রোড, কলিঃ-২৬ ৪৬-৫১৬১। (সি ৭১৬০)

মার্সেডিস ৩৫ সিটার গোড কনডিশানড রানিং বাস ৬২ মডেলের। চন্দ্রমোহন রায় কানাই দেওয়ান সুরকি মিল, শেওড়াফুলি। (বি ও ১৭৬৪)

উত্তম অবস্থায় একটি বেডফোর্ড বাস বিক্রয়। বেলা ১২টা হইতে ৩টার মধ্যে অনুসন্ধান করুন। ২৬৫/১১, গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩৬, ফোনঃ—৫৬-৩১৩৪। (সি ৬৪৪৪)

বন্দুক ও অস্ত্রাদি

বন্দুক, রাইফেল, রিভলবার ও পিস্তল ক্রয়-বিক্রয়, মেরামত ও বিনিময় করা হয়। যোগাযোগ করুন—এ সি কুণ্ডু এণ্ড কোং গান মেকার্স, ১৭০, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ (২৩-৫৬১৩)। (সি ৫৪০৬)

রেডিও-গ্রামোফোন

সস্তায় অল্প ব্যবহৃত এসি ডিসি রেডিওগ্রাম, খুব বড় টেবিল মডেল ফিলিপস ট্রানজিস্টর। টেলিরেডিও, নিউমার্কেট, ফুলপটি। (সি ৬৬৪০)

সঙ্গীত-কলা

গীতাঞ্জলি, ৩বি, ললিত মিত্র লেন, শ্যামবাজার ৫৫-৬৪৫০। কণ্ঠসংগীত, গীটার, সেতার বেহালা ম্যাণ্ডোলীন বঙ্গো তবলা, রাগ নৃত্য। যন্ত্রসহ রেওয়াজের সুবিধা। ডিপ্লোমা। (বি ও ১৭৫১)

কণ্ঠসংগীতে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র ডিপ্লোমা, সন্ধ্যা ক্লাশ। যোগ্যতা—স্কুল ফাইনাল। ধ্রুব বিশ্বাস, সুরতীর্থ ১৯৬/১ রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলি-২৯ (৪৬-৫৩৪২)। সোম বুধ শুক্র সন্ধ্যা ৬—৮টা। (সি ৭২০৪)

অভিজ্ঞ বেতারশিল্পী রবীন্দ্র, অতুল, নজরুল, ক্লাসিক্যাল, আধুনিক, স্বগৃহে/গিয়ে শেখান। বক্স নং ৮১৬৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৭১১৬)

ঋণ-লগ্নী

চিট ফাণ্ড স্কীম অনুযায়ী সহজ শর্তে ঋণ ও সঞ্চয়ের জন্য যোগাযোগ করুন। নারায়ণ ফাইনান্সিং কর্পোরেশন, সিক্সথ ফ্লোর, রুম নং ৫এ ২, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলি-১৩। (সি ৭২০৭)

কলিকাতা মফঃস্বলে ধনিজমি বাড়ীতে সহজসর্তে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রয়োজনে লিখুন। কার্ত্তিক ঘোষ, ৫৪, সুবার্বন এভিনিউ, কলি-২৯। (সি ৬৭২২/২)

তীর্থ ও প্রমোদ ভ্রমণ

ভারত-তীর্থ দর্শন

মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর দর্শনে, স্নান—শুভযাত্রা ১২ জানুয়ারী। বুকিং চলিতেছে। পরিচালক শিবপদ রক্ষিত, ৩৪, স্ট্র্যাণ্ড রোড (তিনতলা), কলিকাতা-১। ফোন : ২২-৩৮৯১। (সি ৬৬৯৪)

ঔষধ ও চিকিৎসক

কালিদাসের লিভার ও স্টম্যাক পাউডার

সকলপ্রকার পেটের পীড়ায় ১০০% গ্যারাণ্টিযুক্ত শ্রেষ্ঠ ভেষজ ঔষধ। অম্ল, অজীর্ণ, পুরাতন আমাশয়, তরল দাস্ত, পেট ফাঁপা, পেট বেদনা, পিত্তশূল, নিদ্রাহীনতা, দুর্বলতা প্রভৃতি যাবতীয় রোগ উপশম করিতে অব্যর্থ ফলপ্রদ। প্রাপ্তিস্থান—পপুলার মেডিক্যাল হল, ৪৫এ, কলেজ স্ট্রীট, কলি-১২। (সি ৫৪৩৭)

ব্যবসা-বাণিজ্য

দমদমের নিকট একটি কারখানায় দৈনিক ১০ টন পর্যন্ত শুরু করিয়া কাঁচামাল ও তৈরি মাল হ্যাণ্ডলিং-এর জন্য ঠিকাদার চাই। পূর্ব অভিজ্ঞতা, এইরূপ কাজ হ্যাণ্ডলিং-এ অভিজ্ঞতা এবং শর্তাবলীর বিবরণীসহ লিখুন। বক্স নং ৮৪৯৫ আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা-১।

খিদিরপুর এলাকায় কারখানার জমি সমতল করা, ইট গাঁথিয়া মেজে করা ও অন্যান্য মেরামতী কাজের জন্য ঠিকাদার প্রয়োজন। পূর্ব অভিজ্ঞতা উল্লেখে সত্বর আবেদন করুন। বক্স নং ৮২০৭ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি ৭১৪৪)

ঢাকা সহ বাংলাদেশের প্রতি জেলা-শহরে বিভিন্ন ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য বৈষয়িক অথবা অন্য যে কোন প্রকারের সহায়তা চাই। লিখুন, পোস্ট বক্স ১০৪০৪, কলিকাতা-১। (বি ও ১৭৬২)

জনকল্যাণ প্রাইজ ড্র স্কীম

আকর্ষণীয় প্রাইজ লাভের অভাবনীয় সুযোগ মাসিক চাঁদা ১৫, মেয়াদ ৬০ মাস, চিট মূল্য ৯০০,। চতুরঙ্গ চিট ফাণ্ড প্রাঃ লিঃ, ৩/১, ব্যাংকশাল স্ট্রীট, কলকাতা-১, ফোন ২৩-১১০২। (সি ৬৪১৭)

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য যোগাযোগ করুন :— (১) ভাড়া ও বিক্রয়ের ভিত্তিতে রুম, ফ্ল্যাট, বাড়ী ইত্যাদি, (২) এয়ার-রেল বুকিং ও রিজার্ভেশন, (৩) টেলিফোন বীজাণুমুক্ত করার কাজ—কি সার্ভিস সেণ্টার, ৪৮/সি, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলিকাতা-৭, ফোন—৩৪-৫৪৫৭, সময়—সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৯টা। রবিবার যথারীতি খোলা থাকে। (সি ৬৪০১)

নিখুঁত ব্লক তৈরী সুন্দর রঙিন ছাপা প্ল্যাস্টিক ফিনিশ ভার্নিস করা হয়। হিন্দুস্থান আর্ট এনগ্রেভিং ২৪, ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট, কলি-৯। (৫৯২৮ এ)

লরীর মালিকগণ! লাভজনক শর্তে উত্তরবঙ্গ ও আসামে আপনাদের লরী স্থায়ীভাবে ভাড়া খাটাইবার অপূর্ব সুযোগ নিন। যাতায়াতে মাল Loading-এর দায়িত্ব আমাদের। যোগাযোগ করুন—প্ল্যান্টার্স এয়ারওয়েজ ৩৮, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট, কলি-৭, ফোন—৩৩-০৭৪৪/৪৫। (৪৪০৪ এ)

করনেটের 'শ্রীমতী' ও অন্যান্য লেডিজ হ্যাণ্ডব্যাগ এখন বিদেশে যাচ্ছে। বড়দিনে বিশেষ রিবেট। যোগাযোগ করুন, ২০নং ফকিরপাড়া রোড, অন্ধস্কুল সন্নিকট, বেহালা, কলি-৩৪। (সি ৫১৭১)

পত্রযোগে মিতালি

দেশ-বিদেশে বিভিন্ন মতাবলম্বী নরনারীদের মধ্যে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পত্রযোগে ঐক্য ও মৈত্রী স্থাপনে যাঁরা ইচ্ছুক বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন। প্রচার সম্পাদিকা—মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ব মিতালি সঙ্ঘ, ৪৮, রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী, পঃ বঃ। (সি ৬৭১৩)

যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম

পাটের ১৫০ [illegible] গাঁইট বাঁধাই কারবার পুরাতন কল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যোগাযোগ করুন—ব্যানার্জি এণ্ড কোং, ২৮নং মন্মথনাথ গাঙ্গুলী রোড কলিকাতা-২। (সি ৭১২৪)

চাষের যন্ত্রসহ উত্তম চালু অবস্থায় বিক্রী FARMALL AVI TRACTOR রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেণ্টস হোম, বেলঘরিয়া, কলি-৫৬। (৭৪৭২)

টেণ্ডার

অর্ডনান্স ফ্যাক্টরি দমদম
কলিকাতা-২৮

নয়া দিল্লিস্থিত ডি জি এস অ্যাণ্ড ডি-তে রেজেস্টারীভুক্ত প্রকৃত ফার্ম-সমূহের নিকট হইতে একটি 'টাটা' ৫ টন ট্রাক স্যাশির বডি বিল্ডিং-এর জন্য টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ জেনারেল ম্যানেজার ৭-১-৭২ তারিখ পর্যন্ত পিছাইয়া দিয়াছেন। স্যাশির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী নীচে দেওয়া হইল : "টাটা ৫-টন ক্যাপাসিটির ট্রাক স্যাশি, মডেল এল-৩১২/৪২-১৬৫" হুইল বেস-এর বডি বিল্ডিং। অন্যান্য বিবরণী অপরিবর্তিত থাকিবে। ডি এ ডি পি ৬৮৫(৪১২)৭১।

(৮৫২৫)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ
সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ারের অফিস : শিলিগুড়ি সার্কেল
শিলিগুড়ি : দার্জিলিং

১৯৭১-৭২ সালের টেণ্ডার নোটিস নং ২২ (সিভিল)

নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ, সি পি ডব্লিউ ডি, রাজ্য পি ডব্লিউ ডি, রেলওয়ে বা এম ই এস-এর অনুমোদিত, যোগ্য ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট হইতে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক "————নির্মাণের জন্য টেণ্ডার" কথাগুলি খামের উপর লিখিত ফার্মের নিজস্ব সীলযুক্ত শতকরা ভিত্তিক সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে :—

গ্রুপ নং	কাজের নাম	অনুমিত ব্যয় (টাকা)	বায়নার পরিমাণ (টাকা)	টেণ্ডারের কাগজ-পত্রের দাম (টাকা)	কাজ শেষ করার মেয়াদ (মাস)
	শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন টাইপের বহুতল-বিশিষ্ট স্টাফ কোয়ার্টার্স				
১।	একটি 'জি' টাইপ স্টাফ কোয়ার্টার্স (৬ ইউনিট)	৮৯,১৩২,	১,৭৮০,	২৫,	আট
২।	একটি 'জি' টাইপ স্টাফ কোয়ার্টার্স (৬ ইউনিট)	৮৯,১৩২,	১,৭৮০,	২৫,	আট
৩।	একটি 'জি' টাইপ স্টাফ কোয়ার্টার্স (৬ ইউনিট)	৮৯,১৩২,	১,৭৮০,	২৫,	আট
৪।	একটি 'জি' টাইপ স্টাফ কোয়ার্টার্স (৬ ইউনিট)	৮৯,১৩২,	১,৭৮০,	২৫,	আট
৫।	একটি 'এফ' টাইপ স্টাফ কোয়ার্টার্স (১২ ইউনিট)	২,১৩,৬০০,	২,১৩৬,	৭৫,	দশ
৬।	একটি 'এফ' টাইপ স্টাফ কোয়ার্টার্স (১২ ইউনিট)	২,১৩,৬০০,	২,১৩৬,	৭৫,	দশ
৭।	একটি 'এফ' টাইপ স্টাফ কোয়ার্টার্স (৬ ইউনিট)	১,০৬,৮০০,	১,০৭০,	৫০,	আট
৮।	একটি 'এফ' টাইপ স্টাফ কোয়ার্টার্স (৬ ইউনিট)	১,০৬,৮০০,	১,০৭০,	৫০,	আট

শনিবার বাদে যে কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অনুকূলে যথাযথভাবে রেখিত উপরে লিখিত-মত টাকার পোস্টাল অর্ডার (অফেরতযোগ্য) দাখিল করিয়া নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিস হইতে টেণ্ডারের বিস্তারিত নোটিস, টেণ্ডার ফরম, স্পেসিফিকেশন, ঠিকার সাধারণ শর্তাবলী পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার খোলার তারিখে অর্থাৎ ১৪-১-৭২ তারিখে টেণ্ডার ফরম ইস্যু করা হইবে না।

টেণ্ডার দাখিলের তারিখ—১৪-১-৭২ তারিখ বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত এবং ঐদিন বেলা ৩টায় উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে টেণ্ডার খোলা হইবে।

ডাকযোগে টেণ্ডার ফরম পাঠান হইবে না।

স্বাঃ এন সি দত্ত,
সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার
শিলিগুড়ি সার্কেল
২০-১২-৭১

(৮৪০৭)

ফুড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া
ক্যালকাটা রিজিওন
১১/এ মির্জা গালিব স্ট্রীট, কলি-১৬

ই/২(৩০)/৭০/জি বি   তারিখ ২০-১২-৭১

টেণ্ডার নোটিস

ফুড করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার নিম্নোক্ত বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারের অধীনে পড়িয়া-থাকা অকেজো চটের থলে "যেখানে যে অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে ক্রয়ের জন্য ফুড করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার পক্ষে রিজিওনাল ম্যানেজার, ফুড করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া, ক্যালকাটা রিজিওন, ১১।এ মির্জা গালিব স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ কর্তৃক ইচ্ছুক পক্ষসমূহের নিকট হইতে নির্ধারিত ফরমে সীল-করা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে :—

ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার ফুড করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া	সংখ্যা	ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারের নিকট টেণ্ডার দাখিলের শেষ তারিখ
হাওড়া ৪ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ ইস্ট স্টিফেন হাউস (৫ম তল) কলিকাতা-১	৩০৭৬২	১০-১-৭২
২৪ পরগনা ৪ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ ইস্ট স্টিফেন হাউস (৫ম তল) কলিকাতা-১	২৫৬৪৮৬	১১-১-৭২
কলিকাতা—উত্তর ২৭ মির্জা গালিব স্ট্রীট, কলি-১৬	১৩৩১৩৬	১২-১-৭২
কলিকাতা—সাবারবন ২৭ মির্জা গালিব স্ট্রীট, কলি-১৬	৪৮৩২৭	১২-১-৭২
কলিকাতা—দক্ষিণ ২৭ মির্জা গালিব স্ট্রীট, কলি-১৬	১১৮৭৬৩	১২-১-৭২
কলিকাতা—পশ্চিম ২৭ মির্জা গালিব স্ট্রীট, কলি-১৬	৭১০৫৪	১২-১-৭২
হুগলী পোঃ অঃ চুঁচুড়া	১০৮৮৬৫	১০-১-৭২
বর্ধমান	৫১৬৫৫২	১৪-১-৭২
মুর্শিদাবাদ পোঃ অঃ খগড়া	৬৭০৭৩	১৭-১-৭২
বাঁকুড়া	২৩৫১৪৩	২১-১-৭২
মেদিনীপুর	১১১১৪২	২০-১-৭২
পুরুলিয়া	১২৬৬৫০	২২-১-৭২
বীরভূম পোঃ অঃ সিউড়ি	৬৬৭৫১	২৪-১-৭২
পশ্চিম দিনাজপুর বালুরঘাট	১৩২৫০৩	২৭-১-৭২
জলপাইগুড়ি	৭৭৩৩৬	৩১-১-৭২
কোচবিহার	২৫৬০৮৬	৩-২-৭২

নগদ ১৫, টাকা (পনর টাকা) মাত্র (অফেরতযোগ্য) আদায় দিলে শনিবার বাদে (এইদিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ১টার মধ্যে) যে কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ২টার মধ্যে উপরে বর্ণিত ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারের অফিসে স্টোরেজ সেণ্টার, পরিমাণ, বিক্রয়ের শর্তাবলী ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত টেণ্ডার ফরম (হস্তান্তরযোগ্য নহে) সহ টেণ্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার দাখিলের বিজ্ঞাপিত শেষ তারিখের পূর্বে ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত টেণ্ডারের কাগজপত্র সরবরাহ করা হইবে।

প্রত্যেক টেণ্ডারের সঙ্গে বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপিত লটের প্রতি থলের দাম ৯০ পয়সা (নব্বই পয়সা) হিসাবে লিখিত মূল্যের ৫%, (শতকরা পাঁচ ভাগ) পরিমিত অর্থ বায়না হিসাবে সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারের অনুকূলে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বা কোন শিডিউল্ড ব্যাঙ্কের ইস্যু-করা ব্যাঙ্ক ড্রাফট/ডিপজিট-অ্যাট-কল রসিদের আকারে অবশ্যই থাকা চাই।

পূরণ-করা টেণ্ডার সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারের নিকট টেণ্ডার দাখিলের শেষ তারিখ বেলা ৩টার পূর্বে পৌঁছা চাই। টেণ্ডার সেইদিনই বিকাল ৪টায় উপস্থিত টেণ্ডারদাতা/তাঁহাদের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের সমক্ষে সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারের অফিসে খোলা হইবে। উক্ত তারিখ যদি ফুড করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার অফিসের ছুটির দিন হয় তবে টেণ্ডার গৃহীত হইবে ও খোলা হইবে ছুটির দিনের অব্যবহিত পরের দিন উপরোক্ত সময়ে।

স্বাঃ এস এম বসু
অ্যাডিশনাল রিজিওনাল ম্যানেজার

(৮০৭৪)

টেণ্ডার

স্পেশাল এঞ্জিনীয়ার, সল্ট লেক রিক্লেমেশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট সার্কেল, ৯, ব্র্যাবোর্ন রোড, ৫ম তল, কলিকাতা-১—নিম্নবর্ণিত কাজগুলির জন্য আই অ্যাণ্ড ডব্লিউ ডি-এর ১ম শ্রেণীর ঠিকাদার এবং এইরূপ কাজ সম্পাদনে প্রকৃত অভিজ্ঞ ও সঙ্গতিপন্ন বাহিরের ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডব্লিউ বি ফরম নং ২৯১১(২)তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। কাজের নাম, অনুমিত ব্যয় ও জমা দেয় বায়নার পরিমাণ যথাক্রমে নিম্নে উল্লিখিত হইল:—(১) নর্দার্ন সল্ট লেক সিটি এক্সটেনশন স্কীম, সেক্টর ১-এর বি এ ব্লকে স্থানীয় সেণ্টার নির্মাণ; ৫,৬৭,২৬২, টাকা; ১১,৩৪৫, টাকা। (২) নর্দার্ন সল্ট লেক সিটি এক্সটেনশন স্কীম, সেক্টর ১-এর এ বি-এ সি ব্লকে —ঐ—; ৪,০৭,০৫৩, টাকা; ৮১৪১, টাকা। প্রত্যেকটি কাজ শেষ করার মেয়াদ : আট মাস। যে-কোন কাজের দিন ৯, ব্র্যাবোর্ন রোড (৫ম তল), কলিকাতা-১ ঠিকানাস্থিত সল্ট লেক রিক্লেমেশন ডিভিসনের একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে প্রত্যেক কাজের জন্য প্রতি প্রস্থ বাবদ ১০, টাকা নগদ আদায় দিয়া টেণ্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার ফরম ক্রয়ের পূর্বে হালসময়ের আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ সার্টিফিকেট ও পরিচয়-পত্রাদি দেখাইতে হইবে। ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত উপরোক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার কর্তৃক টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং বেলা ২-৩০টায় খোলা হইবে।
৪৯৫৯(৪)আইপিআর/এ/৭১

(৮৩৪৫)

সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ারের অফিস
(স্টোর্স ও পারচেজ)
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ
৬, লিটল রাসেল স্ট্রীট (৬ষ্ঠ তল)
কলিকাতা—১৬

টেণ্ডার নোটিস নং পি-৭৬/৭১

১৩২ কেভি সুইচগীয়ার সরবরাহ ও ডেলিভারীর জন্য নিম্নবর্ণিত কর্তৃক সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অনুকূলে রেখিত ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার দ্বারা প্রতি কপি বাবদ ১০০, টাকা (একশত টাকা মাত্র) (অফেরতযোগ্য) আদায় দিলে এবং আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের হাল সময়ের শংসাপত্র দাখিল করিলে শনিবার বাদে যে কোনো কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে উক্ত অফিসে অনুরোধক্রমে বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন পাওয়া যাইবে।

"টেণ্ডার নোটিস নং পি-৭৬/৭১ অনুসারে ১৩২ কেভি সুইচগীয়ার" শীর্ষাঙ্কিত তিন প্রস্থে টেণ্ডার ১৪-২-৭২ তারিখ বেলা ৫টা পর্যন্ত উপরোক্ত ঠিকানায় গৃহীত হইবে এবং পরদিন বেলা ৩টার সময় উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে।

যে সমস্ত ফার্ম অসম্পূর্ণ প্রস্তাব দিবেন, তাঁহাদিগকে টেণ্ডার খোলার সময় থাকিতে দেওয়া হইবে না।

সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার
(এস অ্যাণ্ড পি)

(৮৩৪৯ এ)

ক্যালকাটা মাউণ্টেড পুলিসের ঘোড়া ও সুকিয়া স্ট্রীটের গবাদি পশুর আহার ও লালন-পালনের জন্য এবং তালতলা খোঁয়াড়ের জন্য ১-১-৭২ হইতে ৩০-৬-৭২ তারিখ পর্যন্ত (১) ভাঙা যব (৭৯৫৫ কেজি), (২) গোটা ছোলা (৪৫১৪ কেজি), (৩) খড় (নূতন) (১৩৬৪৯ কেজি), (৪) জাবনার জন্য খড় (৯০৬৪ কেজি), (৫) বিছানার জন্য খড় (৬৪৭৫ কেজি), (৬) কালো সৈন্ধব লবণ (১৮৫ কেজি), (৭) সাধারণ সাদা লবণ (১৮৫ কেজি), (৮) গোটা তিসি (৬৮৪ কেজি), (৯) ভুষি (৬৪৭৫ কেজি) সরবরাহের জন্য কাচের বয়মে নমুনাসহ সাধারণ কাগজে টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। বিস্তারিত বিবরণ টেণ্ডার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট, ক্যালকাটা পুলিস ডিরেক্টরেট, ১৮ লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১'এর নিকট অফিস চলাকালে পাওয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের শিরোনামে (কলিকাতার কমিশনার অফ পুলিস'এর মারফত) টেণ্ডার খামে পুরিয়া সীল করিয়া তাহার উপর "ক্যালকাটা মাউণ্টেড পুলিসের ঘোড়া ও খোঁয়াড়ের গবাদি পশুর খাবার সরবরাহের জন্য টেণ্ডার" কথাগুলি লিখিয়া ৫ই জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখের মধ্যে (বেলা ৩টা) অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, ক্যালকাটা পুলিস, ১৮ লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১ ঠিকানায় পৌঁছানো চাই। টেণ্ডারের সঙ্গে বায়নার টাকা, আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র অবশ্যই থাকা চাই।
৪৯৭৪(৩)আইপিআর/এ/৭১

(৮৪৯০)

দুর্গাপুর কেমিক্যালস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি আণ্ডারটেকিং)
পোঃ অঃ দুর্গাপুর—৮, জেলা বর্ধমান
বিজ্ঞাপন নং ডি সি এল(ডি) টেণ্ডার/৫(৭১)

এই আণ্ডারটেকিং প্রদত্ত জি সি এ-তে প্রকৃত ব্যবহারকারীর লাইসেন্স প্রাপকদের নিম্নলিখিত স্পেসিফিকেশন অনুসারে হিট ট্রান্সফার ফ্লুইড সরবরাহের জন্য সঙ্গতিপন্ন এবং প্রকৃত প্রস্তুতকারক বা তাহাদের অনুমোদিত প্রতিনিধির নিকট হইতে দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে :

১।	পার্শ্বে লিখিত মতো ইউটেকিস মিকশ্চার হওয়া চাই	৭৩·৫% ডাইফিনাইল অক্সাইড এবং ২৬·৫% ডাইফিনাইল এবং ৪০০° সেঃ পর্যন্ত স্টেবল থাকা চাই
২।	৭৬০ মি মি মার্কারীতে বি পি	২৫৭° সেঃ
৩।	ফ্রিজিং পয়েণ্ট	১২° সেঃ
৪।	২৫° সেঃ-তে ভিসকসিটি	৩·৭৮
৫।	২৫° সেঃ-তে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি	১·০৬০

সি আই এফ কলিকাতা ভিত্তিতে প্রতি টন হিসাবে দর দিতে হইবে। দ্রুত ডেলিভারী দিতে সক্ষম পক্ষগণই দর দিবেন। দরপত্র সীল করিয়া এবং উপরে "হিট ট্রানসফার ফ্লুইডের জন্য দরপত্র" কথাগুলি লিখিয়া ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৭২ তারিখের মধ্যে নিম্নবর্ণিতের নিকট দরপত্র দাখিল করিতে হইবে।

স্বাঃ পি এন ব্যানার্জি,
মেটিরিয়েলস্ ম্যানেজমেণ্ট অফিসার।

(৮৫১৫)

হিন্দুস্তান স্টীল লিমিটেড
দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যাণ্ট
সংক্ষিপ্ত টেণ্ডার নোটিস নং ১০৯/৭১(২৩)

সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার-ইন-চার্জ কনস্ট্রাকশন অর্গানিজেশন, দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যাণ্ট—নিম্নলিখিত কাজের জন্য নির্ধারিত ফরমে পৃথক পৃথক সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। টেণ্ডারের মূল কাগজপত্র অবশ্যই সীলকরা খামে পুরিয়া তাহার উপর কাজের নাম লিখিয়া এবং টেণ্ডারের কাগজপত্রে বর্ণিতমত পদ্ধতিতে জমা দেয় বায়নার টাকা সমেত অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে। কথায় ও অঙ্কে উভয়ভাবে দর লিখিয়া যথাযথভাবে পূরণ করা দফাগুলির শিডিউল এবং টেণ্ডারের সংগীয় চিঠিপত্র (কিছু থাকিলে) চার প্রস্থে অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে।

ক্রঃ নং	কাজের নাম	বায়নার পরিমাণ	টেণ্ডারের মূল্য	কার্য সমাপ্তির মেয়াদ	টেণ্ডার খোলার তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	মার্চেণ্ট মিলে দুইটি অটোমেটিক বার টুইস্টিং মেশিন সংস্থাপন — সিভিল এঞ্জিঃ ওয়ার্ক	টেণ্ডার মূল্যের ১%	১০, টাকা	ছয় মাস	২৮-১-১৯৭২
২।	বস্তায় ভর্তি অ্যামোনিয়াম সালফেটের জন্য অতিরিক্ত স্টোরেজ — সিভিল এঞ্জিঃ ওয়ার্ক	টেণ্ডার মূল্যের ১%	২০, টাকা	দশ মাস	১০-২-১৯৭২
৩।	ব্লাস্ট ফার্নেস ও কোক ওভেন সাব-স্টোর ইয়ার্ড এলাকায় ফেন্সিং ও গেটের ব্যবস্থা — সিভিল ও আনুষঙ্গিক কাজ	টেণ্ডার মূল্যের ১%	৫, টাকা	চার মাস	১৫-২-১৯৭২

টেণ্ডার খোলার জন্য উল্লেখিত শেষ তারিখ বাদে যে কোন কাজের দিন অফেরতযোগ্য নগদ অর্থ আদায় দিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় ১৫-১-১৯৭২ তারিখ হইতে টেণ্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে:—

(১) মেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ে দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যাণ্ট অফিস (ক্যাশ সেকশন), পোঃ দুর্গাপুর—৩, জেলা বর্ধমান (পঃ বঃ)।

(২) দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যাণ্টের ব্রাঞ্চ অফিস, ৬, গণেশ চন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-১৩।

উপরে ৬নং স্তম্ভে বর্ণিত তারিখসমূহে বেলা ৩টা পর্যন্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ারের অফিসে ডিভিশনাল এঞ্জিনীয়ার (পি অ্যাণ্ড ডি জোন) কর্তৃক টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং ঐ দিন উহার অব্যবহিত পর উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে।

খোলার তারিখ হইতে চার মাস কাল টেণ্ডার বৈধ থাকিবে।

সর্বনিম্ন দরের বা যে কোন টেণ্ডার গ্রাহ্য করিতে সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার বাধ্য নহেন এবং কোন কারণ না দর্শাইয়া যে কোন টেণ্ডার অগ্রাহ্য করার অধিকার তৎকর্তৃক সংরক্ষিত।

ইনচার্জ, কনস্ট্রাকশন অর্গাঃ
সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার
দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যাণ্ট

(৮৪৮১)

শোক সংবাদ

টেণ্ডার

সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, ওয়েস্ট সার্কেল, কনস্ট্রাকশন বোর্ড ডাইরেক্টরেট পি ডব্লু ডি, ৪৫ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, ৬ষ্ঠ তল, কলিকাতা-১৩, বর্ধমান জেলায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য ৫নং হস্টেল নির্মাণের নিমিত্ত সি বি ডাইরেক্টরেট এবং পি ডব্লু ডি উভয়েরই তালিকাভুক্ত ১ম শ্রেণীর ঠিকাদার এবং বাহিরের প্রকৃত এবং সঙ্গতিপন্ন অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট হইতে বি এফ ২৯১১(২)-তে নূতন করিয়া সীলকরা খামে খোলা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। অনুমিত ব্যয়: ৫,২৬,৫৫৯ টাকা। বায়নার পরিমাণ: ১০,৫৩১ টাকা। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, বর্ধমান ইউনিভার্সিটি ডিভিসন, সি বি ডাইরেক্টরেট, পি ডব্লু ডি বনাবাস প্যালেস, বর্ধমান-এর অনুকূলে বায়নার টাকা জমা দিতে হইবে। পূর্বে উল্লেখিত অফিসারদের অফিসে এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ১নং কলিকাতা ডিভিসন সি বি ডাইরেক্টরেট, পি ডব্লু ডি, পি-৪০ প্রিনসেপ স্ট্রীট (২য় তল) কলিকাতা-১৩-এর অফিসে বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে টেণ্ডারের কাগজপত্র দেখা যাইবে। টেণ্ডার ইস্যু করার শেষ তারিখ ১১-১-৭২। প্রতি প্রস্থ বাবদ নগদে ১০ টাকা আদায় দিলে এবং আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র দেখাইলে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ২নং কলিকাতা ডিভিসন এবং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বর্ধমান ইউনিভার্সিটি ডিভিসন-এর অফিসে বি এফ ফরমসহ টেণ্ডারের কাগজপত্র ক্রয় করা যাইবে। উক্ত সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ারকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বাহিরের ঠিকাদারগণকে তাঁহাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা, সামর্থ্য এবং আর্থিক সঙ্গতির সমর্থনে দলিলগত সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে নচেৎ তাঁহাদিগকে টেণ্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে না। বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে টেণ্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে। ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং অব্যবহিত পরে প্রকাশ্যে খোলা হইবে। যে কোনো টেণ্ডার গ্রহণ বাধ্যতামূলক নহে।

৪৯৪৩(২) আই পি আর/এ/৭১

(৮৪৮৯)

নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, সেন্ট্রাল সার্কেল (পিডব্লিউডি), পোঃ অঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ কর্তৃক পিডব্লিউডি এবং কনস্ট্রাকশন বোর্ডের তালিকাভুক্ত ১ম শ্রেণীর ঠিকাদার এবং বাহিরের প্রকৃত ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডব্লিউবি ফরম নং ২৯০৮-তে সীলকরা খামে টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে (১) এন এইচ ৩৪-এর পলাশী/বহরমপুর সেকশনের ১২৩ এম ২৭ চেঃ হইতে ১১৭ এম ৪ এফ মাইলে রাস্তার পার্শ্বে ১½" হইতে ২" সাইজের পাথরের খোয়া সরবরাহ এবং (২) এন এইচ-৩৪-এর পলাশী/বহরমপুর সেকশনের ১১৪ এম ৪ এফ হইতে ১০৩ এম পি মাইলে রাস্তার পার্শ্বে ১½" হইতে ২" সাইজের পাথরের খোয়া সরবরাহ। অনুমিত ব্যয়: (১) ২,১১,২১২, টাকা; (২) ৪,৬১,৩৮৪, টাকা। বায়নার পরিমাণ (১) ৪,২২৪, টাকা; (২) ৯২২৮, টাকা। বায়নার টাকা জমা দেওয়া হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য আবশ্যক ন্যূনতম স্থায়ী জামানত ৫০,০০০, টাকা। কাজ শেষ করার মেয়াদ: (১) নং-এর জন্য ৩ মাস; (২) নং-এর জন্য ৬ মাস। টেণ্ডার ফরম ও অন্যান্য কাগজপত্র পাওয়ার জন্য যোগ্য ঠিকাদারগণকে অবশ্যই উপরোক্ত সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার বা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (পিডব্লিউডি), বহরমপুর ডিভিসন, পোঃ অঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ-এর নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং নির্ধারিত ফি আদায় দিয়া আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে। বাহিরের ঠিকাদারদিগকে অধিকন্তু উপরোক্ত সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার (তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপরোক্ত এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার)-এর নিকট তাঁহাদের কাজকর্মের সমর্থনে আবশ্যক পরিচয়পত্রাদি দাখিল করিতে হইবে। কনস্ট্রাকশন বোর্ডের যথাযথ শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ঠিকাদারগণ যদি পিডব্লিউডি-এর ভিন্ন শ্রেণীতে তালিকাভুক্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা এখন পিডব্লিউডি অধীনে যে শ্রেণীতে টেণ্ডার দিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে সেই শ্রেণীর অনুকূলে আবশ্যক সরকারী অর্ডার দাখিল করিতে হইবে। বিস্তারিত টেণ্ডার নোটিস ও অন্যান্য বিবরণ উপরোক্ত সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে দেখা যাইবে। টেণ্ডার ফরম ও অন্যান্য কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিস হইতে ১৮ জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখ পর্যন্ত যে-কোন পুরা কাজের দিন বেলা ৩টা পর্যন্ত (শনিবার বেলা ১২টা পর্যন্ত) ইস্যু করা হইবে। টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ ১৯ জানুয়ারি ১৯৭২ বেলা ৩টা পর্যন্ত।

৪৯৬৮(৩) আইপিআর/এ/৭১

(৮৪৯১)

পঃ দিনাজপুরে নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পি ডব্লিউ ডি ওয়েস্ট দিনাজপুর ডিভিঃ, রায়গঞ্জ কর্তৃক রোড ও বিল্ডিং-এর জন্য পি ডব্লিউ ডি-এর তালিকাভুক্ত ১ম শ্রেণীর ঠিকাদার/প্রকৃত বাহিরের ঠিকাদারদের (ক্রঃ নং (৪)-এর কাজের জন্য বাহিরের ঠিকাদারগণ যোগ্য নহেন) নিকট হইতে বি এফ ২৯১১ (২)-তে পৃথক পৃথক সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। কাজের নাম অনুমিত ব্যয়, বায়নার পরিমাণ এবং অনুমোদিত সময় যথাক্রমে নিম্নরূপ— (১) বালুরঘাটের পুলিশ লাইনসে স্টাফ কোয়ার্টার্স নির্মাণ: ২,৪৯,৮০০, টাকা; ৪,৯৯৬, টাকা; ৬ মাস। (২) তপনে থানা বিল্ডিং ও স্টাফ কোয়ার্টার্স নির্মাণ: ১,৯২,৬২৪, টাকা; ৩৮৫৩, টাকা; ৬ মাস। (৩) রায়গঞ্জ থানা কম্পাউণ্ডের মধ্যে থানা বিল্ডিং ও স্টাফ কোয়ার্টার্স নির্মাণ; ১,৬৯,৭২২, টাকা;

বিদেশী তৈল কোম্পানি রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রস্তাব আপাতত নেই

—তৈলমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর—তৈল ও রসায়ন মন্ত্রী শ্রী পি সি শেঠী তাঁর মন্ত্রিসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা কমিটিকে আজ বলেন, ভারতের তিনটি বিদেশী তৈল কোমপানিকে অদূর ভবিষ্যতে রাষ্ট্রায়ত্ত করার কোন প্রস্তাবই নেই।

তিনি বলেন, তাদের অর্থনৈতিক মূল্যায়নের পর সরকারের সামনে উপস্থাপিত বিকল্প প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে।

শ্রীশেঠী বলেন, ১৯৭৩ সালের মারচের মধ্যে হলদিয়া শোধনাগারের কাজ আরম্ভ করা যাবে বলে তিনি আশা করেন।

তিনি বলেন, দেশে কেরোসিন তেলের কোন ঘাটতি নেই।

—পি টি আই

বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে রেডক্রশের সাহায্য

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য রেডক্রশের পশ্চিমবঙ্গ শাখা আর্থিক সাহায্য দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের আইনজীবী, চলচ্চিত্র অভিনেতা, ইনজিনিয়ার, চিকিৎসক প্রমুখ যে সব বুদ্ধিজীবী ভারতে সরকারী শরণার্থী শিবিরে অবস্থান করছেন না, তাঁদেরকে ওই সাহায্য দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার থেকেই ওই অর্থ সাহায্য দেওয়া শুরু হয়েছে।

আইনজীবী ইনজিনিয়ার এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের কলকাতা হাইকোর্ট-এর বিচারপতি শ্রী এস এ মাসুদ; চিকিৎসকদের ডাঃ টি হোসেন, সম্পাদক, স্বাস্থ্য বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার এবং চলচ্চিত্র অভিনেতাদের শ্রীহাসান ইমাম, বাংলাদেশের মাধ্যমে অনারারি ডিরেকটর, রেডক্রশ, পশ্চিমবঙ্গ, ৫ ও ৬ গভরনমেনট প্লেস, নরথ, কলকাতা-১ সমীপে আবেদন করতে হবে।

টেণ্ডার

৩,৩৯৫, টাকা; ৫ মাস। (৪) বালুরঘাটে অয়্যারলেস স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ: ১,২৬,৬১৩, টাকা; ৩১৬৫, টাকা; ৪ মাস। আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ সার্টিফিকেট দেখাইয়া ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত উপরোক্ত অফিসে প্রতি কপি ১০, টাকা মূল্যে টেণ্ডার ফরম ও অন্যান্য কাগজপত্র ক্রয় করা যাইবে। টেণ্ডারের কাগজপত্র উপরোক্ত অফিসে সপ্তাহের কাজের দিনে বেলা ৩টা পর্যন্ত দেখা যাইবে। টেণ্ডার ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং উহার কিছুক্ষণ পরেই প্রকাশ্যে খোলা হইবে।

৪৯৭৮(২) আই পি আর/এ/৭১

(৮৪৯০)

৭১-৭২ সালের টেণ্ডার নোটিস নং ১০/ফার্টিলাইজার

ডিভিসনাল ফরেস্ট অফিসার, বাঁকুড়া ডিভিসন, পোঃ অঃ ও জেলা বাঁকুড়া—সুফলা ১৫ : ১৫ : ১৫-এর জন্য প্রকৃত সরবরাহকারীদের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ ৩ জানুয়ারি, ১৯৭২ (বেলা ১১টা)। আনুমানিক পরিমাণ ২০০ টন। বায়নার পরিমাণ ১,৫০০, টাকা। উক্ত ডিভিসনাল ফরেস্ট অফিসারের নিকট বিবরণী পাওয়া যাইবে।

৪৯৭৬(২) আই পি আর/এ/৭১

(৮৪৯২)

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

টেণ্ডার

১-৪-৭২ হইতে ৩১-৩-৭৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে লিলুয়াস্থ পূর্ব রেলওয়ে হাসপাতালের হসপিটাল ডিসপেনসারি লিনেন ও ক্লোদিং এবং কম্বল (ড্রাইওয়াশ করিতে হইবে) উচ্চ মানের ধৌতকরণ ও ইস্ত্রি করার জন্য সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। জেনারেল ওয়ার্ড ও আইসোলেটেড ওয়ার্ডের লিনেন পৃথক পৃথক ভাবে ধুইতে হইবে। হাওড়াস্থ ডিভিশন্যাল ক্যাশিয়ারের নিকট অথবা কলিকাতাস্থ এই রেলওয়ের চীফ ক্যাশিয়ারের নিকট প্রত্যেকটির জন্য ২, টাকা (অফেরতযোগ্য) জমা দেওয়ার রসিদ দেখাইলে লিলুয়াস্থ ওয়ার্কশপ মেডিক্যাল অফিসারের নিকট টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার ৮-২-৭২ তারিখ হইতে লিলুয়াস্থ ডব্লিউ এম ও'এর অফিসে গৃহীত হইবে ও ১৫-২-৭২ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টায় গ্রহণ করা বন্ধ হইয়া যাইবে। টেণ্ডার ১৫-২-৭২ তারিখ বেলা ১টায় খোলা হইবে। বায়নার পরিমাণ ৩০০, টাকা।

ডে. চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, লিলুয়া

জি. ১০/৯/পি আর ও/মিসে—২৮

(৮৩৫৪)

সংশোধনী

বারহারোয়া ও কিয়ুলের মধ্যবর্তী সেকশনের জন্য জামালপুরস্থ যে-কোন প্রাইভেট কোয়েরি হইতে ১½" সাইজের ১০ লক্ষ ঘনফুট স্টোন ব্যালাস্ট সরবরাহের জন্য টেণ্ডারে টেণ্ডারদাতাগণ অধিকতর কম পরিমাণের জন্যও দর দিতে পারেন, কিন্তু সেই পরিমাণ ৫ লক্ষ ঘনফুটের কম না হওয়া চাই; এবং তাঁহারা হারাহারিমতে কম পরিমাণ বায়না ও জামীনের টাকা জমা দিতে পারেন। টেণ্ডার ফরম ২৮-১২-৭১ তারিখের পরিবর্তে ৬-১-৭২ তারিখ হইতে পাওয়া যাইবে; এবং টেণ্ডার ফরমের বিক্রয় ৪-১-৭২ তারিখের পরিবর্তে ১৩-১-৭২ বেলা ৫টায় বন্ধ হইয়া যাইবে। টেণ্ডার ৫-১-৭২ তারিখের পরিবর্তে ১৪-১-৭২ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে ও সেইদিন বেলা ৩টায় খোলা হইবে। অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত থাকিবে।

ডিভিশন্যাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট/হাওড়া

জি১০/২/পিআরও/এইচডব্লিউএইচ-৫৬

(৮৪৮৬)

কলকাতার রাস্তার দুরবস্থা কেন?

বিশেষ প্রতিনিধি

কলকাতা বন্দর পূর্ব ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। ভারত ইউনিয়নের রাজস্বের কোটি কোটি টাকা আয় হয় এই বন্দরের মাধ্যমে। বড় বন্দরের সঙ্গে সুষ্ঠু রাস্তা ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসেবেও কলকাতার রাস্তাগুলোর গুরুত্ব অসাধারণ। কিন্তু পথঘাটের হাল দেখে তা মনে হয় না। কলিকাতার অবহেলিত রাস্তাঘাটসমূহ প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। এই রাস্তাগুলোর কেউ অভিভাবক আছে কিনা কলকাতাবাসী সে প্রশ্ন স্বাভাবিক কারণেই করতে পারেন। উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূব থেকে পশ্চিমে যে কোন রাস্তার অবস্থা দেখলেই কথার যথার্থতার প্রমাণ মিলবে। বছরের পর বছর বহু রাস্তার সাধারণ সংস্কার পর্যন্ত হয়নি, শুধুমাত্র জোড়াতালি দিয়ে চলেছে, খুঁড়ে খুঁড়ে কোন কোন রাস্তার বারোটা বেজে গেছে, বিরাট বিরাট গহ্বরের সৃষ্টি দেখে মনে হবে যেন প্রত্নতাত্ত্বিকের বিষয় বস্তু। কাজ সুরু হয়ে অজ্ঞাত কারণে মাসের পর মাস অসমাপ্ত অর্ধ-সমাপ্ত হয়ে পড়ে থাকে, অনেক পথ 'ঢেউ খেলে যায়'। বাস বা গাড়ির চালককে এসব রাস্তায় গাড়ি চালাবার জন্য 'বিশেষ দক্ষ' সার্টিফিকেট মঞ্জুর করা যেতে পারে। মালিকহীন এই রাস্তায় ট্রাম কোম্পানী খুঁড়ছে, টেলিফোন লাইনের জন্য খোঁড়া হচ্ছে, ইলেকট্রিক-গ্যাস, ড্রেন, জলের পাইপ—সবাই খুঁড়ছে কিসের অন্বেষণে। এত খোঁড়াখুঁড়ি কেন? রাস্তার এই হাল কেন? টাকা কি নেই? পীচ নেই? রোলার নেই? ইঁট-সুরকী পাথর নেই? কে আছে? কাকে বলা যাবে?

হ্যাঁ, পৌর প্রতিষ্ঠান নামক একটি প্রতিষ্ঠান আছে। এবং আইনে রাস্তাগুলোর ভার এই প্রতিষ্ঠানের হাতেই ন্যস্ত। হিসেবে কলকাতায় ৫০৯·৫৭ মাইল রাস্তার দেখাশুনার ভার পৌর-প্রতিষ্ঠানের। এই স্কন্ধে সরকারের একটি 'রাস্তার বাজেট' আছে। বাজেটের একটি চিত্র তুলে ধরা যাক:—

করবার জন্য। কিন্তু পৌরপ্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে দু-একটি মৃদু পত্রাঘাত করা হয় মাত্র। convention গড়ে উঠেছে কিছু না বলার।

সি এম ডি এ কলকাতা রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্পে ৭০-৭১ সালে দিয়েছেন ৮০ লাখ টাকা। এ পর্যন্ত কাজ হয়েছে ৩০ লাখ টাকার। ৭১-৭২ সালের জন্য পৌর-প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে ১ কোটি ২০ লাখ টাকার একটি প্ল্যান পেশ করা হয়েছিল কিন্তু সি এম ডি এ কর্তৃপক্ষ ৪৬টি রাস্তাকে ট্রাফিক ওয়ারদি করবার জন্য প্ল্যান চেয়েছিলেন। সম্প্রতি রাস্তার জন্য পৌরপ্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে ২ কোটি টাকার প্ল্যান পেশ করা হয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় এ কিছুই নয়। আংশিক দুর্ভোগও এতে করে ঘুচবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ।

সরকার প্রায় প্রতি বছরই পৌর-প্রতিষ্ঠানকে ১—১½ লাখ টাকা রাস্তার জন্য দিয়ে থাকেন। গত বছর রাস্তা সংস্কারের জন্য দিয়েছেন ৫½ লাখ টাকা। এতো সমুদ্রে বিন্দুবৎ!

এসব প্ল্যান-এ কি কলকাতার রাস্তা বাঁচবে? উত্তর হল—না। কলকাতার সমস্ত রাস্তার জন্য একটি সার্বিক সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে অবিলম্বে। বিশেষজ্ঞ বললেন, প্ল্যানটির জন্য প্রয়োজন হবে ১৫ কোটি টাকার।

পৌর-প্রতিষ্ঠানের রাস্তার অধিকর্তা হচ্ছেন চীফ ইঞ্জিনীয়ার। সি এম ডি এ-র সঙ্গে যোগাযোগ ও প্ল্যানিং এর সংযোগরক্ষাকারী হিসেবে আছেন একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার (রোডস)। ২০টি বরোর অন্যান্য কাজের সঙ্গে রাস্তার তদারকী করেন ২০ জন বরো ইঞ্জিনীয়ার ও প্রায় ৭০ জন ওভারসিয়ার। নতুন প্ল্যানে হয়ত আরও ৫টি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার ও ২০ জন ওভারসিয়ারের প্রয়োজন হবে।

কংক্রীট রাস্তাই সবচেয়ে ভালো কিন্তু কলকাতায় সেটি সম্ভব হবে না কারণ যাবতীয় পাইপ—সিউয়ার, টেলিফোন, ড্রেন, পানীয় জল, গ্যাস সব কিছুই রাস্তার মাঝখান দিয়েই গেছে। সুতরাং কাঠামোটি বজায় রেখে একটি সার্বিক সংস্কার পরিকল্পনা আমাদের নিজস্ব ব্যবস্থার মধ্য থেকেই গ্রহণ করা যেতে পারে।

অবিলম্বে এই বিষয়ে নজর দিতে হবে। কারণ, বিষয়টা অত্যন্ত জরুরি। না হলে বোধহয় দেরী হয়ে যাবে।

(হিসেব—লক্ষ টাকায়)

সাল	বাজেট বরাদ্দ	সংশোধিত বাজেট	কত খরচ হয়েছে
১৯৬৮-৬৯	৯৩·৩০	৮৭·৫৭	৬৭·১৯
১৯৬৯-৭০	৯৩·৭৩	৭৯·৫১	৬৩·০১
১৯৭০-৭১	৯৩·৫২	১৪৪·০০	হিসেব অসম্পূর্ণ
১৯৭১-৭২	১৮৮·৫৮	.... (হয়নি)	.... (বছর শেষ হয়নি)

তাহলে, রাস্তার অভিভাবক অন্ততঃ একজন আছেন। '৬৮-৬৯ সাল থেকে হিসেব নিলে বাজেট বরাদ্দও তো বেড়ে গেছে। টাকা থাকা সত্ত্বেও তো পুরো খরচ হয়নি। ৭০-৭১ থেকে অর্থ বরাদ্দ তো একেবারে ৯৩·৫২ লক্ষ থেকে সংশোধিত বাজেট ১৪৪·০০-তে লক্ষ-প্রদান করেছে। এ টাকাও কি প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত? রাস্তা কি আর ভার বইতে অক্ষম? কলকাতার কি নাভিশ্বাস উঠেছে?

৫০৯·৫৭ মাইল রাস্তার মধ্যে ২৭২·৭৩ মাইল রাস্তা বিটুমিনাস রোড বা পীচ রাস্তা বা আরও সুন্দর করে বলা যায় Black Carpet Road (এই রাস্তার ইঁটের ঘনত্ব আবার ৩" থেকে ¾" পর্যন্ত—ইঁট, ঝামা ও পাথরকুঁচি মিলিয়ে সব মিলিয়ে ১৬" থেকে ১৭")। কলকাতার অধিকাংশ বড় রাস্তাই ছোট ভাঙ্গা পাথরের সমষ্টিগত অবস্থার ওপর পীচের আস্তরণ দেয়া রাস্তা। নীচে ইঁট ৩", তার ওপরে ঝামা ৬" ও তার ওপরে পাথর ৬" এবং সর্বোপরি পীচ। এতে করেই দাঁড়ায় ১৬ থেকে ১৭ ইঞ্চি। অর্থাৎ স্টোন ম্যাকাডাম রোডের ওপর পীচ পড়লে ১৬" থেকে ১৭" হল। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ছে, ব্রিক মাকাডাম রোড—যেটা ইঁট এবং ঝামার সমষ্টিগত অবস্থার ওপর পীচের আস্তরণে তৈরী। চতুর্থ, কাঁচা রাস্তা—যা মাটি, খোঁয়া এবং বাড়িভাঙ্গা রাবিশ দিয়ে গড়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই কলকাতার রাস্তার ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। মিলিটারী লরী, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি অতিকায় ভারি ভারি গাড়িগুলি কলকাতার রাস্তার বিপুল ক্ষতিসাধন করে দিয়েছিল। রাস্তার Soling বা ইঁটের স্তরটি একেবারে গুঁড়িয়ে গেছে। সেজন্যই রাস্তা অনেক জায়গায় 'ঢেউ খেলে যায়।' ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ ঘোষণার পর তদানীন্তন সরকার পৌর প্রতিষ্ঠানের সব কখানি 'রোড রোলার' নিয়ে নেন। এতে করে রাস্তা দেখাশুনোর ব্যাপারে পৌর প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রচণ্ড বাধা হল। ১৯৫৪ সালে রোড রোলার ফেরৎ এল অধিকাংশ ঝরঝরে অবস্থায়। এখন রোড রোলারের সংখ্যা মাত্র ৩৫। ৫০৯·৫৭ মাইল রাস্তা সংরক্ষণের জন্য কম করে হলেও অন্তত ৫৫ থেকে ৬০টা রোড রোলারের প্রয়োজন। এখন তো রাস্তায় ২০।২৫ টনের ভারবাহী গাড়ি সমানে যাতায়াত করছে। রাস্তার তাই শেষ অবস্থা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত রাস্তাঘাট মেরামতি যোগ্যতার সাথে সম্পাদিত হত। রোড রোলার অপসৃত হল। তারপর, সমগ্র কলকাতার রাস্তা ঢেলে সাজানোর জন্য যে পাঁচ বছরের প্রোগ্রাম নেওয়া হত—সেই সময় থেকে তারও সমাপ্তি ঘটেছে। এখন চলে আসছে, রাস্তা মেরামতি যা আমাদের খালি চোখে ধরা পড়ে তা হল ইঞ্জিনীয়রদের ভাষায় জোড়াতালি দেওয়া। প্রায় ত্রিশ বছর এই চলেছে। সর্বশেষ দগদগে ঘা নিয়ে কলকাতা মহানগরীর রাস্তাসমূহ মৃত্যুর দিন গুনছে।

সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা যেটি দেখা দিয়েছে তাহল—ড্রেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জল বের হতে পারছে না। পীচ গলে গেলে, পেন্টিং করে মেরামত করা চলে কিন্তু জল যে নীচে চলে যায় রাস্তার 'আনডারবেড' পর্যন্ত। এতে করে রাস্তা নেবে যায়, গর্তের সৃষ্টি হয়।

রাস্তা কি শুধু পৌর প্রতিষ্ঠানের? যে সব রাস্তা দিয়ে ট্রামলাইন গেছে সেখানে দ্বৈতশাসন। ট্রামলাইনের দুপাশে ১½ ফুট করে জমির মালিক ট্রাম কোম্পানী। খোঁড়া, সারানো কোম্পানীর দায়িত্ব। দায়িত্ব কিরূপে পালিত হয় তা তো আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি। পৌর প্রতিষ্ঠান এবং পুলিশও তাদের নির্দেশ দিতে পারেন কাজ ত্বরান্বিত

শান্তিনিকেতনে পৌষমেলা শেষ

নিজস্ব সংবাদদাতা

শান্তিনিকেতন, ২৪ ডিসেম্বর—পৌষ উৎসবের দ্বিতীয় দিন শুক্রবার সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের মেলা প্রাঙ্গণে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। ট্রেন, বাস, লরি, ট্যাক্সি, মোটর, গরুরগাড়ি, রিকসা, সাইকেল এবং পদব্রজে দূর-দূরান্তরের মানুষ শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করে উপস্থিত হয়েছেন মেলায়। মনে হচ্ছে শুধু শান্তিনিকেতনের নয়, পৌষ মেলা এখন যেন সারা বাংলার উৎসব।

দ্বিতীয় দিনের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান হোল সন্ধ্যায় আতসবাজি। সকালের দিকে লোক-সংগীতের অনুষ্ঠান শুরু হয় তরজা গান দিয়ে। দুপুরে ছিল সাঁওতাল আদিবাসীদের খেলাধুলা। বিকালে বাংলাদেশের শিল্পীরা তাঁদের গানের আসর জমিয়ে তোলেন। যাত্রাগান চলে অনেক রাত পর্যন্ত। সারারাত মেলার মাঠে মানুষের ভীড়। কেনাবেচা চলে অনেকক্ষণ।

শুক্রবার শান্তিনিকেতনের দর্শন-সদনে অনুষ্ঠিত হয় 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্মারক' আলোচনা সভা। প্রধান বক্তা শ্রীযোগিরাজ বসু "উপনিষদের আদর্শ, শিক্ষা ও সাধনার এবং জীবনের তার মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা" বিষয়ে আলোচনা করেন।

আজ শনিবার মেলার তৃতীয় ও শেষ দিন। গতদিন যে-সব দর্শক সারারাত মেলার মাঠে কাটিয়েছেন, আজ সকাল থেকেত াঁরা ঘরে ফিরছেন। তবুও বড়-দিনের ছুটির জন্যে লোক-সমাগমের অন্ত নেই।

আজ সকালে শ্রীসুধীরঞ্জন দাসের পরিচালনায় আম্রকুঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় পরলোকগত আশ্রম বন্ধুদের স্মৃতিবাসর—এতে শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনের পরলোকগত কর্মী, ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়। তারপরে ছিল আশ্রমিক সংঘের বার্ষিক সাধারণ সভা। প্রধান অতিথিরূপে অধ্যাপক শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ আশ্রমিক সংঘের ইতিহাস বর্ণনা করেন। সভাপতি ছিলেন উপাচার্য শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত।

সকালে সকালে সতীপীরের গান ও দুপুরে কীর্তনের আসর বসে। অপরাহ্নে লোক-সংগীতের আসরে বাংলাদেশের শিল্পীরাও যোগ দেন। মেলা প্রাঙ্গণের পাশে ছাত্রদের 'গানের আসর' থেকে গান ভেসে আসছিল। যথারীতি বাউলের আসরও জমজমাট।

মুজিবকে এখনই ছেড়ে দেওয়া হোক

—নিউ ইয়রক টাইমস

নিউইয়রক, ২৫ ডিসেম্বর—'একটি জাতির জন্ম' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে 'নিউইয়রক টাইমস' পত্রিকা বলেছে যে, ভুট্টোর উচিত শেখ মুজিবর রহমানকে এখনই মুক্তি দেওয়া এবং দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসা। এই আলোচনায় মুজিবকে সমমর্যাদা দেওয়ার জন্যও ভুট্টোকে বলা হয়েছে।

পত্রিকাটি বলেছে যে, বাংলাদেশ ভারতীয় উপমহাদেশের একটি প্রধান দেশ। বাংলাদেশ নেতাদের প্রতি পত্রিকাটির অনুরোধ, তাঁরা যেন নয়াদিল্লির মতো ইসলামাবাদের সঙ্গেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। —ইউ পি আই

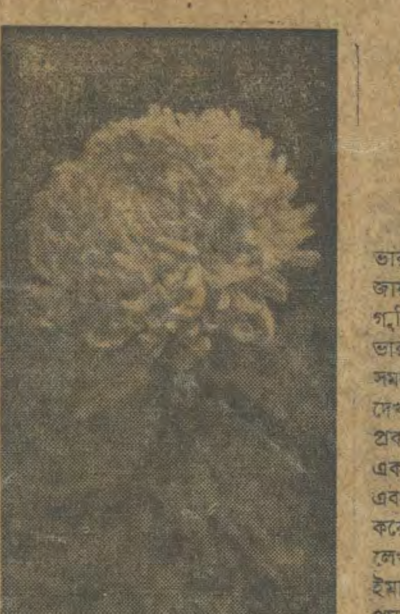

মরসুমী ফুলের দিন

শীতকাল এসেছে, এসেছে মরশুমী ফুলের সময়। আমাদের দেশে শীতের সময় যত রকমের ও বৈচিত্র্যের সুন্দর সুন্দর মরশুমীফুল ফুটতে দেখা যায় বছরের অন্য কোনো সময় তত দেখা যায় না।

অগ্রহায়ণ মাসের গোড়ার দিক থেকে প্রতিবছরই পুষ্পপ্রেমিক মহলে একটা সাড়া পড়ে যায়। তখন দু'-ধরনের মানুষ খুব কর্মব্যস্ত। আগামী ঋতুতে যাঁরা নিজের নিজের গাছে মরসুমী ফুল করবেন তাঁরা আর ফুল-ব্যবসায়ীরা। কারণ চারা তোলা, টব বাছাই, মাটি ও সার তৈরী করা এই সব কাজ তখন পুরোদমে শুরু করতে হয়েছে।

এ বছর বৃষ্টির বাড়াবাড়ি দেখা গিয়েছিল। ফলে মরশুমী ফুলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অনেকেরই দুশ্চিন্তা হয়েছিল। বছরের পয়লা বৈশাখ থেকে বৃষ্টি ভেজা দিনের সুরু হয়ে পয়লা নভেম্বর বস্তুত তার জের চলল। সেই বৈশাখ মাস থেকে কার্তিকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যেন একটানা বর্ষাকাল গেল। সুখের কথা, তারপর থেকে কিন্তু আবহাওয়া শুকনো চলছে। তাই মাটি শুকিয়ে ঝরঝরে করা, গোবর সার ও পাতা পচানো সার রোদে শুকিয়ে নেওয়া, ফুলের বেড ও টব তৈরী করা ইত্যাদি কাজগুলি করে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। এখন মনের মতো মরশুমী ফুলের চারা তুলতে বা জোগাড় করতে পারলেই হয়। সব নার্শারী থেকে ফুলের বীজ, চারা ও কাটিং কিনতে পাওয়া যায়। কলেজ স্ট্রীটে এক বিখ্যাত নার্শারী ক্রেতার মনের মতো রংয়ের ডালিয়ার কাটিং বিক্রি জন্যে ফুলের ফটোসহ বিজ্ঞাপন টাঙিয়ে রেখেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইডেন উদ্যান প্রায় চল্লিশ রকমের ফুলের চারা বিক্রির জন্যে তৈরী রেখেছেন।

বড় আকারের মরশুমী ফুলের মধ্যে শীতের সময় এখানে পাওয়া যায় চন্দ্রমল্লিকা আর ডালিয়া। চন্দ্রমল্লিকার সিজন একটু আগে আরম্ভ হয়, শেষও হয় আগে। চন্দ্রমল্লিকা গাছ এখন বেশ বড় হয়েছে। কোথাও বা ফুল দিতে সুরু করেছে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত এই ফুল ফোটার সবচেয়ে ভাল সময়। ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি নাগাদ বিধান সভা ভবনের কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে যে বার্ষিক পুষ্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় তাতে যে সব প্রতিযোগী যোগ দেন তাঁরা অকটোবর মাসের মধ্যে ফাইন্যাল পটিং করে নিয়েছেন। এ বছর মেলাটি সম্ভবতঃ হচ্ছে না। প্রদর্শনীর প্রায় মাসখানেক আগে গাছে মটর দানা আকারে কুঁড়ি দেখা দেবে। জানুয়ারীর মাঝামাঝি এগরি হরটি-কালচারাল সোসাইটিতেও চন্দ্রমল্লিকার একটি মেলা হয়। যাঁরা সেই মেলায় ফুল নিয়ে যাবেন তাঁরা ফাইন্যাল পটিং সেরে নিয়েছেন। ঐ মেলায় ডালিয়া ফুলেরও প্রদর্শনী হয়। তারও ফাইন্যাল পটিং হয়ে গেছে। ডালিয়ার সিজন জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকে মারচ পর্যন্ত।

এগরি-হরটি-কালচারাল সোসাইটির বার্ষিক ফুলের মেলা হয় ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি আর এটাই পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় ডালিয়া ফুলের মেলা। শুধু ডালিয়া কেন সব রকমের মরশুমী ফুলের এত বড় মেলা ভারতে খুব কমই হয়। এই মেলায় যাঁরা ডালিয়া নিয়ে যাবেন তাঁদের ফাইন্যাল পটিং ডিসেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ।

শীতের মরশুমী ফুল অনেক রকম হয়, যেমন এ্যাসটার, প্লাডিওলি, কারনেশন, জিনিয়া, ফ্লকস, ডায়ানথাস প্যানজি, পেটুনিয়া, হলিহক, সুইটপী, পপি, লেডিসলেস, ক্যালেনডুলা, এ্যানটিরহিনাম ইত্যাদি। সমস্ত মরসুমী ফুলের চারা তৈরী করে বা জোগাড় করে নবেমবর মাসের মধ্যে ফাইন্যাল পটিং করে ফেলা অর্থাৎ যে টবে বা মাটিতে ফুল ফুটবে সেখানে চারা বসিয়ে নেওয়া দরকার। ফুল ফোটার আগে সেই চারাগুলি আর তুলে বসালে চলবে না।

এগুলি ছাড়া শীতের ফুল গোলাপ ও গাঁদা। গোলাপকে মরশুমী ফুল বলা হয়ত চলে না কারণ সারা বছরই গোলাপ ফুটতে দেখা যায়। কিন্তু শীতের গোলাপ ফুল নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ। ছেঁটে দেওয়া গোলাপ গাছের নূতন গজানো ডালে শীতের সময় যে রকম বড় এবং ভাল ফুল ফুটবে সারা বছরের আর কোনো সময় তেমন ফুল দেখা যাবে না।

গাঁদাকে বলা যেতে পারে জনতার ফুল, তেমনি কারনেশনকে মরশুমী ফুলের রাজা। অনেক যত্নে কারনেশন ফোটে আর হাজার অবহেলার মধ্যেও ফোটে গাঁদা। তাই গাঁদা সবার প্রিয়, অভিজ্ঞ উদ্যানবিদ থেকে আরম্ভ করে নবিশ পুষ্প প্রেমিক পর্যন্ত সকলেই এর সম্বন্ধে আগ্রহী। তবে ভাল জাতের গাছে কাটিং করে ঠিক মত সার দিয়ে গাঁদা ফুল ফোটাতে পারলে সে ফুল সত্যি দেখার মত হয়।

—বংশী মান্না

হাজারিবাগের চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি

হাজারিবাগ, ২৪ ডিসেম্বর—পাক-ভারত যুদ্ধের সময় এই জেলার অনেক জায়গায়, বিশেষত শিল্প অঞ্চলগুলিতে এবং শহরের বহু স্থানে ভারতের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে যে সমস্ত পোসটার এবং দেওয়াললিপি দেখা গেছে, তার জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জেলা সাংবাদিক সঙ্ঘের এক জরুরী অধিবেশনে জেলা শাসক এবং উচ্চ কর্মচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়, ভারত-বিরোধী এই সব লেখা ও পোসটার দেওয়ালেদেওয়ালে ইমারজেনসির সময় এই কথাই কি প্রমাণ করে না যে, অধিকারী পুরুষদের শৈথিল্যের এগুলি প্রকৃষ্ট উদাহরণ? এই লেখাগুলিতে ভারতকে এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, 'পাকিস্তান জেগে উঠেছে, এবার ভারতের সর্বনাশ আসন্ন। এই ধরনের রাষ্ট্রবিরোধী কাজের জন্য হাজারিবাগ জেলা বেশ বিখ্যাত হয়ে আছে। যতবার পাক গুপ্তচরেরা বিহারের নানা স্থানে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, ততবারই দেখা গেছে হাজারিবাগে এই সব দেশদ্রোহীদের গুপ্ত কাজকর্ম জোরদার হয়ে উঠেছে। স্থানীয় একটি শিল্পসংস্থার সকল কর্মচারীরা যখন একদিনের বেতন দিয়ে জাতীয় রক্ষা তহবিলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করছিলেন, তখন একজন কর্মচারী তার ঘোর বিরোধী হয়ে ওঠায় ঐ অফিসে তুমুল হট্টগোল বেধে যায় এবং অন্যান্য কর্মচারীরা সেই ঘটনা লিখিতভাবে জেলা ম্যাজিসট্রেটের কাছে জানাতে গেলে উক্ত সংস্থার ম্যানেজার মধ্যস্থতা করে তাতে বাধা দেন এবং উক্ত কর্মীটিকে কর্মচ্যুত করবার প্রতিশ্রুতি দেন। এই ঘটনাগুলি থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আমাদের জেলায় পাকিস্তানের গুপ্ত-বন্ধুর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং জেলার সরকারী অফিসারদের এ বিষয়ে যথোপযুক্ত তদন্ত করে, ঐসব মনোবৃত্তির লোকদের সংযত এবং উপযুক্ত স্থানে শান্তি বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হয়।

সভায় এক মিনিট সকলে দণ্ডায়মান হয়ে ভারতীয় জওয়ান ও বাংলাদেশের যে সমস্ত বীর সন্তানেরা গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

হাজারিবাগ শাখা বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকেও অনুরূপ একটি সভার আয়োজন করা হয় এবং ডঃ শম্ভুনাথ রায়ের সভাপতিত্বে উক্ত সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় আগামী বছরের জন্য নতুন কর্মী-পরিষদ এবং সভাবৃন্দের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ শম্ভুনাথ রায় সভাপতি, অধ্যাপক রমাপতি গুপ্ত, প্রভাস চট্টোপাধ্যায় ও অমলকৃষ্ণ বসু সহ-সভাপতি, দেবপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদক, অধ্যাপিকা নীলিমা চৌধুরী যুগ্ম-সম্পাদক, কালিদাস চৌধুরী কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় কাউনসিলের মনোনীত সভ্যবৃন্দ এইরূপঃ সর্বশ্রী মোহন লাল ব্যানারজি, অভিজিৎ সেন, অমিতাভ মুখারজি, ভূপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবপ্রসাদ ঘোষ ও গৌতম রায় (পাত্রাতু), শ্রীসন্তোষকুমার মুখারজি হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন।

সভার প্রারম্ভে ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ও সাফল্যমণ্ডিত কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে ও পাকিস্তানী আক্রমণের নিন্দা জানিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। নিহত ভারতীয় সৈন্য এবং বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর বীর সেনানীদের স্মৃতিতে দু মিনিট নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

সরকারী অধিকর্তারা জানান, এই যুদ্ধের সময় জরুরী অবস্থায় জেলার জনসাধারণ এবং ব্যবসায়ীরা সর্বতোভাবে সরকারের সাথে সহযোগিতা করেছেন। এই সংকটকালে মূল্য বৃদ্ধি না করার জন্য ব্যবসায়ী মহল ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। নিষ্প্রদীপ চলাকালে আপামর জনসাধারণ নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এতে শিক্ষক ও ছাত্র সম্প্রদায় খুবই প্রশংসার পাত্র বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। গ্রামাঞ্চলের মানুষও জরুরী অবস্থায় প্রত্যেকটি নিয়মকানুন পালন করে অধিকারী পুরুষদের কর্তব্যপালনে সহায়তা করেছেন বলে জানা গেল।

বাংলাদেশে স্মৃতি সৌধ সংরক্ষণে সহযোগিতার প্রস্তাব

স্টাফ রিপোর্টার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিওলজি বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকদের এক সভায় বাংলাদেশের সংগ্রহশালা, স্মৃতিসৌধ ও পাঠাগারগুলি সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানিয়ে বলা হয়, এগুলি সংরক্ষণ ও পুনর্নির্মাণের কাজে তারাও সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

শনিবার ওই সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় প্রধান ডঃ কল্যাণকুমার গাংগুলী।

আটক ব্যক্তিদের বাংলা দেশকে দিতে পারে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। এ সম্পর্কে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকামারুজ্জমান গভরনর হাউসে এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেন, ডাঃ মালিক ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা অপরাধী। তাঁরা গণহত্যার জন্য দায়ী। তাঁদের কখনই কোথাও যেতে দেওয়া হবে না। আমরা ভারতের কাছে এই সব অপরাধীদের আইনের আওতার মধ্যে আনার ব্যাপারে সব রকমের সাহায্য চাইব।

বাংলাদেশ সরকার যে পাকিস্তানী সামরিক চক্রের সহায়তাকারীদের সম্পর্কে বিন্দুমাত্র নরম মনোভাব দেখাতে চান না, তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি লিখিতভাবে পূর্ণ আনুগত্যের শপথ না নিলে কোন সরকারী কর্মচারী, স্বায়ত্তশাসন দফতরের ও স্বয়ংশাসিত বিভাগের কর্মচারীকে বেতন বা অবসরভাতা দেওয়া হবে না।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকার যোগসাজসকারী ও গণহত্যার সহায়ক ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযান অব্যাহত রেখেছেন। এ পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে প্রায় এক হাজার দুষ্কৃতকারীর এক তালিকা তৈরি করা হয়েছে। শনিবার পর্যন্ত যে সব রুই-কাতলাকে ধরা হয়েছে তাঁদের তালিকায় আছেন (১) ডঃ সজ্জাদ হোসেন ভাইস চ্যানসেলর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এস এম নওয়াব, ডি আই জি পুলিশ, বাংলার বাঘ ফজলুল হকের ছেলে ফয়জুল হক এম এন এ, এ বি এম, নুরুল ইসলাম এম এন এ, এস বি জামান, এম পি এ, লেঃ কঃ গোলাম আহমেদ চৌধুরী, ডেপুটি চীফ ইনজিনিয়ার, মেজর আফসার উদ্দীন, জহুরুল হক, ডেপুটি ডিরেকটর রাজাকর, ডাঃ ঐ বাসেত, এ বি এম খালেক মজুমদার—আলবদর, আখতার গুণ্ডা, মুজাহিদ পার্টি কমানডার, আশরাফ আলি, আলবদর, ফজলুল কাদের চৌধুরী, চট্টগ্রাম, হাকিম ইরতাজুর রহমান, শান্তি কমিটির সদস্য, আবদুল হালিম সিকদার সি আই কোতোয়ালি, কায়কোবাদ এস আই পুলিশ, খোরশেদ খা, এস আই পুলিশ, মওলানা বজলুর রহমান ফরিদাবাদ মাদ্রাসা ঢাকা, পাকিস্তান অ্যাকাডেমির পাণ্ডা ডাঃ হাসান জামান, পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পারটির ভাইস প্রেসিডেনট এবং তথাকথিত পাকিস্তান কল্যাণ পরিষদের মৌলবী ফরিদ আহমেদ, কাউনসিল মুসলিম লীগের পাণ্ডা খাজা খয়েরুদ্দীন ইত্যাদি।

ভারতীয় বাহিনীর হেফাজতে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের নাম হল, সাবেক গভরনর ডাঃ এ এম মালিক। সাবেক মন্ত্রীদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী অর্থমন্ত্রী আবুল কাশেম, খাদ্যমন্ত্রী নওজেশ আমেদ, শিক্ষামন্ত্রী আব্বাস আলি খান, শিল্পমন্ত্রী আখতারউদ্দীন আহমেদ, স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী মহঃ ইশহাক, আইন মন্ত্রী জসীমুদ্দীন, শ্রমমন্ত্রী সোলায়মান সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানী চীফ সেকরেটারি মোজাফফর হোসেন, স্বরাষ্ট্র সচিব এন এন কাজী, কমিশনার এস এ রেজা, পশ্চিম পাকিস্তানী আই জি এম কে চৌধুরী, অতিরিক্ত আই জি এম আর আরিফ, ডি আই জি এম এম হাসান, সচিব মোজাফফর আহমেদ, শিক্ষা সচিব মুর্তাজ মাসুদুর রহমান, তথ্যসচিব হুমায়ুন ফায়েজ রহমান, পরিকল্পনা বোরডের সদস্য হাসান জাহির, যুগ্ম তথ্যসচিব আসলাম ইকবাল, স্বরাষ্ট্র বিভাগের সাবেক ও এস ডি ক্যাপটেন খালেদ আহমেদ, যুগ্ম সচিব, লেঃ কঃ এ এ নাসিম, ঢাকার এ ডি সি মোঃ আশরাফ ও মাহবুল্লাহ, চট্টগ্রামের কমিশনার এস কে মাহমুদ, খুলনার এস পি ই হরফান মালি, ঢাকার এস পি সুলেমান মালিক, এ আই জি পি আব্বাস খান, পাঞ্জাব কন্টিজেনটের সাবেক এস পি রাণা মোস্তাক।

নীতিগতভাবে এই সব ব্যক্তিদের বাংলাদেশ সরকারের হাতে বিচারের জন্য তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা ঠিকই আছে। তবে এ সম্পর্কে আইনের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

৫৪ জন বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতি

ইতিমধ্যে বাংলাদেশের ৫৪ জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এক যুক্ত বিবৃতিতে বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যার তদন্তের জন্য একটি আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠন করার দাবি জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে নিশ্চিহ্ন করার জঘন্য চক্রান্তে মারকিন সাম্রাজ্যবাদ ও গণচীন সমর্থন জুগিয়েছিল। তাঁরা বলেন, ভিয়েতনামে যুদ্ধ অপরাধ নির্ণয়ের জন্য যেমন মহামানব বাটরাণ্ড রাসেল, জাঁ পল সাত্রে ও আঁদ্রে মারোয়াকে নিয়ে কমিশন গঠন করা হয়েছিল তেমনি বাংলাদেশেও এই ধরনের একটি কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আছেন, বেগম সুফিয়া কামাল, সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা আকাডেমির ডিরেকটর কবীর চৌধুরী, ডাঃ মণিরুজ্জমান, বদরুদ্দীন ওমর।

এবার প্রজাতন্ত্র দিবসে বাংলাদেশ সম্পর্কে অনুষ্ঠান

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর— সামনের বছর ভারতের স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী। এই উপলক্ষে আগামী প্রজাতন্ত্র দিবসটি খুব জাঁকজমকের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হবে। ঠিক হয়েছে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নানা বিষয় তুলে ধরা হবে।

এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিজেই খুব আগ্রহী। সরকার এই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই বহু কৃতী শিল্পী ও অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করেছেন। —ইউ এন আই

হেয়ার স্ট্রিট থানার একাংশে ১৪৪ ধারা

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার থেকে কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট থানার একাংশে আবার ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এর ফলে ওই এলাকায় পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির একত্রে সমাবেশ, মিছিল, লাঠি অথবা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র বহন এবং শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে এমন যে কোন কার্যকলাপ নিষিদ্ধ।

পুলিশ কমিশনার বলেছেন যে, বিক্ষোভ ও হাঙ্গামার আশঙ্কা আছে জেনে তিনি এই যে আদেশ জারি করলেন সেটি পুনরাদেশ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

এলাকা : উত্তরে—ফেয়ারলি প্লেস ও ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস (শেষোক্ত রাস্তা সহ); পূর্বে—ব্রেবোরন রোড, ডালহৌসি স্কোয়ার, ওলড কোরট হাউস স্ট্রিট, গভরনমেনট প্লেস ইসট (রাস্তাগুলি সহ); পশ্চিমে—স্ট্রানড রোড (রাস্তা বাদে)। এছাড়া ডালহৌসি থেকে চিৎপুর পর্যন্ত দুপাশের ফুটপাত সহ লালবাজার স্ট্রিট।

কৃষ্ণনগরে লেঃ জেনারেল অরোরার সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা

কৃষ্ণনগর, ২৫ ডিসেম্বর—শনিবার কৃষ্ণনগর স্টেডিয়ামে পূর্বাঞ্চলীয় স্থলবাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা সহ সমরক বাহিনীর কোর কমানডারদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। সম্বর্ধনা কমিটির চেয়ারম্যান জেলা শাসক শ্রীদীপক ঘোষ সম্বর্ধনা জানাতে উঠে ভারতীয় জওয়ানদের প্রতি জেলার মানুষের গভীর ভালবাসার কথা উল্লেখ করেন।

এম. ভি. "আন্দামানস"

সংশ্লিষ্ট সকলকে জানান যাইতেছে যে, উপরোক্ত ভেসেলটি ১৯৭১ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে পোর্ট ব্লেয়ার যাত্রা করিবে বলিয়া এক্ষণে আশা করা যাইতেছে।

কেবল আন্দামান কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী ২৭-১২-৭১ হইতে ২৯-১২-৭১ তারিখ পর্যন্ত পোর্ট ব্লেয়ারের টিকিট ইস্যু করা হইবে। যাত্রীদিগকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টিকিট সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

দি শিপিং করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ
১১, আর এন মুখার্জি রোড,
কলিকাতা—১
সরকারের পক্ষে এজেন্ট হিসাবে কর্মরত।

HARYANA STATE LOTTERIES

৩২শ খেলা (১০·১-৭২)

২৫শে ডিসেম্বর '৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল
১০টি পুরস্কার প্রত্যেকটি ১০০, টাকা

টিকিট নং

A-124354	C-121379	E-123503
A-111272	C-127593	E-124604
B-125545	D-115391	
B-101105	D-121211	

ডিরেক্টর অব লটারীজ কাম ডেপুটি সেক্রেটারী, গভর্নমেণ্ট অব হরিয়ানা, ফিনান্স (লটারীজ ডিপার্টমেণ্ট)

ডায়মণ্ড চোক
টিউবলাইটের জন্য
ডায়মণ্ড ইলেকট্রিক্যাল ইনডাস্ট্রীজ
কলিকাতা-১৬

U.P. STATE LOTTERY
WEEKLY DRAW
উত্তর প্রদেশ স্টেট লটারি

সপ্তদশ খেলা

২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে লখনউতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ সাপ্তাহিক খেলার ফলাফল

প্রথম পুরস্কার : ১৫,০০০, টাকা
তদুপরি স্কুটার বা ৩৩০০, টাকা
টিকিট নং O-089741
সকল সিরিজ মিলাইয়া

দ্বিতীয় পুরস্কার : ৫,০০০, টাকা
তদুপরি রেডিও বা ট্রানজিস্টর বা ৫০০,
টিকিট নং N-706369
সকল সিরিজ মিলাইয়া

তৃতীয় পুরস্কার : ৫০০, টাকা
(প্রত্যেক সিরিজে ২টি)

M-243034	N-168670	O-661254
P-246106	Q-863689	M-462409
N-845184	O-967525	P-930365
Q-905621		

চতুর্থ পুরস্কার : ১০০, টাকা
(প্রত্যেক সিরিজে ৫টি)

M-931810	N-938615	O-052556
P-401832	Q-357501	M-726743
N-526535	O-634729	P-913112
Q-104204	M-691657	N-348889
O-740385	P-519638	Q-836401
M-358152	N-900419	O-764253
P-055245	Q-423912	M-817557
N-521857	O-752826	P-603617
Q-843149		

দ্রষ্টব্য : সংবাদপত্রগুলিকে মুদ্রণের পূর্বে নম্বরগুলি সযত্নে পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে। যে কোন কারণেই হোক ভুল নম্বর ছাপার জন্য উত্তর প্রদেশ স্টেট লটারি দায়ী হইবেন না।

ডিরেক্টর অব স্টেট লটারিজ
উত্তর প্রদেশ

বৃহত্তর কলকাতায় শতাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলছে

স্টাফ রিপোর্টার

বৃহত্তর কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলকে আবার সুন্দর করে গড়ে তুলতে ব্রতী সি এম ডি এ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণে হাত লাগিয়েছেন। ১৫০ কোটি টাকার ১১২টি মূল প্রকল্পের মধ্যে ১০৩টির কাজ শুরু হয়েছে। কয়েকটির প্রথম পর্যায় শেষ হয়ে গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার কয়েকটি অঞ্চল ঘুরে এই বিরাট কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত কর্মীদের উৎসাহ ও একাগ্রতা দেখে আশা নিয়েই ফিরেছি। যদিও অনুযোগ অভিযোগও কিছু রয়েছে।

উত্তরে কল্যাণী, দক্ষিণে উলুবেড়িয়া। মাঝখানে পঞ্চাশ মাইল গঙ্গার তীর বরাবর টানা সরল রেখায় টুকরো টুকরো ভাবে গড়ে উঠেছে বৃহত্তর কলকাতা। বিনা পরিকল্পনায় যখন যেমন দরকার সেইভাবেই। গ্রাম দ্রুত শহরে রূপান্তরিত হয়েছে। জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। অথচ শহর জীবনের সুযোগ সুবিধা সে তুলনায় বাড়েনি। দেশ বিভাগের পর অবস্থা আরও চরমে ওঠে। যত্রতত্র ঘরবাড়ি হওয়ায় নিকাশি নালা বন্ধে যায়। শতাব্দীর পুরানো পৌর ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। ফলে শহর জীবনে নাভিশ্বাস ওঠে।

কলকাতা ও হাওড়া সহ ৩৫টি পৌরসভা, ৬৫টি শহরাঞ্চল এবং ৫৪৪টি আধাশহর ও মৌজা জুড়ে বৃহত্তর কলকাতার আয়তন ১২২০ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ৮৫ লক্ষ। এখানেই থেমে নেই। দিনদিন বাড়ছেই। এর আবার এক ষষ্ঠাংশ বস্তিবাসী। গত বছর সেপটেমবরে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কলকাতা মেটরোপলিটান উন্নয়ন সংস্থা সংক্ষেপে সি এম ডি এ গঠিত হয়। এর সামনে রয়েছে সবথেকে জরুরী কর্মসূচি জল সরবরাহ বৃদ্ধি, উন্নততর পরিবহণ, উন্নততর জল নিষ্কাশন ও ভূগর্ভস্থ নর্দমা এবং বস্তি উন্নয়ন।

কলকাতা আর ডুববেনা

বর্ষার জল ও শহরের নোংরা জল সরাবার জন্য কলকাতা মহানগরীর টালিগঞ্জ ও যাদবপুর এলাকায় ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ও নিকাশি উন্নততর করার নটি প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। আউটফল চ্যানেলগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি, টালির নালা, কেষ্টপুর ভাগাড়কাটা খাল কালকাটা স্টরম ওয়াটার চ্যানেল প্রভৃতির সংস্কার চলছে।

বালিগঞ্জ পামপিং স্টেশনে গিয়ে দেখলাম পুরোদমে কাজ চলছে, পামপিং স্টেশনের ক্ষমতা দ্বিগুণ বাড়ানো হচ্ছে। এই কাজের ভার কলকাতা করপোরেশনের হাতে। ভারপ্রাপ্ত পৌর ইনজিনিয়ার বললেন, তাঁদের এই পামপিং স্টেশনটি ১৯০৫ সনের। ওটি ভেঙে নতুন করা হচ্ছে। পাঁচটি নতুন পামপ বসবে। এর মধ্যে একটি বসে গিয়েছে দেখলাম। আর চারটি আগামী মারচের মধ্যে বসে যাবে। তিনি জোর দিয়ে বললেন, সামনের বর্ষায় আর কলকাতাকে আমরা ডুবতে দেবনা।

আদিগঙ্গা, সরকারী নাম যার টালি নালা, কালিঘাটে গিয়ে দেখলাম পচা পাঁক তুলে তার দুটি তীর ইট দিয়ে সুন্দর করে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। সি এম ডি-এর স্বর্গত চেয়ারম্যান বি বি ঘোষের শেষ ইচ্ছা পূরণ করবেন সি এম ডি এ। তিনি চেয়েছিলেন, কালিঘাট থেকে কেওড়াতলা মহাশ্মশান পর্যন্ত আদিগঙ্গার দুই তীরকে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করে লোক চলাচলের একটি সান বাঁধানো রাস্তা করা হোক। আদিগঙ্গাকে গভীর করে পুণ্যার্থীদের স্নানের উপযোগী করা হোক। তাই হচ্ছে।

হেসটিংস ও গঙ্গা থেকে গাড়িয়া অবধি দশ মাইল দীর্ঘ আদি গঙ্গা সবটাই কাটা হচ্ছে। উদ্দেশ্য নৌ চলাচলও। পরে হেসটিংস ও একটি স্লুইস করে জোয়ার ভাটায় জল নিয়ন্ত্রণ করার কথা।

আদি গঙ্গার ওপর দুটি সেতু তৈরি চলছে কালীঘাটে ও চেতলায়। এখন কালীঘাটে দেড়শ বছরের পুরানো যে সেতু রয়েছে তাতে একটি মাত্র ট্রাম লাইন। ফলে একমুখী ওই সেতুর দুদিকে অনবরত ট্রাফিক জ্যাম। গঙ্গার ওপর দ্বিতীয় সেতু তৈরি হলে এই রাস্তায় যানবাহন চলাচল অনেক বেড়ে যাবে। তাই প্রায় পনের লক্ষ টাকা খরচ করে একটি নতুন সেতু তৈরি হচ্ছে। আগামী মে মাসের মধ্যেই তৈরি শেষ হয়ে যাবে। সেতুর ওপর দুটি ট্রাম লাইন পাতা হবে দুদিকে ফুটপাতও থাকছে।

চেতলায় সেতু তৈরির পরিকল্পনাটি সি আই টির। ১৯১৭ সনের পরিকল্পনা। খরচ ৪১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা সি এম ডিও দিচ্ছেন। সেতুর জন্য একটি বাজার সরাতে হচ্ছে। এজন্য আড়াইশ স্টলের একটি বাজার তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে দোকানদারদের জন্যে।

শ্যামবাজার পাঁচ মাথায়

দুপুরে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ের কাছে গিয়ে দেখলাম রাস্তা খুঁড়ে জীর্ণ ৭২ ইনচি জলের পাইপের ওপর কংক্রীটের ঢালাইয়ের কাজ চলছে। পয়লা নবেমবর থেকে পাঁচ মাথার মোড় থেকে গ্যালিফ স্ট্রিট পর্যন্ত ট্রাম বাস ও সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ। প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু। তৃতীয় পর্যায়ও আছে। সে হতে জানুয়ারি শেষ। প্রায় শতাব্দীর প্রাচীন এই যানবাহন চলাচল বন্ধ। প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু। তৃতীয় পর্যায়ও আছে। সে হতে জানুয়ারি শেষ। প্রায় শতাব্দীর প্রাচীন এই ৭২ ইনচি জলের মেন পাইপের জীর্ণ দশা, যখন তখন ফেটে গিয়ে জল সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। চতুর্থ যোজনাকালে কলকাতার মাথা পিছু দৈনিক অন্তত ২৭৩ লিটার জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে যে সব প্রকল্প রয়েছে এটি তারই অঙ্গ।

হাওড়া স্টেশন এলাকা

আরও ট্রাম বাস চালু ও চলাচল ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সি এম ডি ও ৩৬ কোটির বেশি টাকা খরচ করবেন। কিন্তু হাওড়া স্টেশন এলাকায় জট ছাড়াতে না পারলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি সম্ভব নয়। তাই সেখানে গাড়ি রাখার জায়গা ও পথচারীদের জন্য সাবওয়ে তৈরির কাজ চলছে। সাকুল্যে ১২টি সাবওয়ে হবে। প্রায় ২ কোটি টাকার পরিকল্পনা। রাজ্য পূর্ত বিভাগ ১৯৬৭ সনে কাজে হাত দেন। ৭০ সনে সি এম ডি এ ব্যয় বহনের ভার নেন। ৭৩ সনের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে ভারপ্রাপ্ত ইনজিনিয়ার বললেন। এরই মধ্যে হাওড়ার বাস রাখার জায়গা তৈরি হয়ে গিয়েছে।

গ্রামের মানুষও খুশি

শহর উন্নয়ন প্রকল্পে গ্রামীণ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। হাওড়া নিকাশি খাল দেখতে গিয়েছিলাম। ১৮৮০ সনের পর আর সংস্কার হয়নি অথচ হাওড়া শহর ও শহরতলির ব্যাপক অঞ্চলের এটি নিকাশি খাল। ৮৫ লাখ টাকা খরচ করে মূল খাল ৯ মাইল ও শাখা ১০ মাইল পুনরায় কাটা হয়েছে। নাজিরগঞ্জে গঙ্গা নদীর মুখে স্লুইস হয়েছে। ফলে কেবল শহর ও আশপাশের নোংরা জল নিকাশই নয়, হাওড়া জেলার প্রায় ৩৭ বর্গ মাইল এলাকায় এবার বন্যা হয়নি। মাঠে এখন সোনার ফসল। ইনজিনিয়ার শ্রী কে ডি গাঙ্গুলি বললেন, আগে প্রায় বছরই বন্যায় শস্যহানি ঘটতো, ওই অঞ্চলের মানুষ এখন খুব খুশি।

রিষড়ায় গঙ্গা তীরে সি এম ডি এ-র কর্মীরা গ্রামের মানুষকে কাজে লাগিয়েছেন। বৃহত্তর কলকাতায় দেড় লক্ষের উপর খাটা পায়খানা। স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রচনার জন্য ওইগুলির অপসারণ জরুরী। তাই সস্তায় স্বাস্থ্যসম্মত পাকা পায়খানা তৈরি করে দেওয়া হবে। খরচ এটিতে ১৬ শ টাকা, তবে ক্রেতাকে দিতে হবে এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ মাত্র চার শ টাকা।

বস্তি উন্নয়ন

বস্তি উন্নয়নের জন্য ১০ কোটি টাকার কর্মসূচীতে ১৫ লক্ষ বস্তিবাসী উপকৃত হবেন। স্যানিটারি পায়খানা পাকা নর্দমা ও ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জলের কল নলকূপ, পাকা রাস্তা তৈরি হচ্ছে। রাস্তায় আলো ও জঞ্জাল অপসারণের কাজ শুরু হয়েছে। খিদিরপুরে বকুলবাগান বস্তিতে গিয়ে আমরা অবাক হয়ে গিয়েছি, যে সব সরু নোংরা রাস্তা পাঁকে ডুবে থাকতো, এখন তার চেহারাই আলাদা। সুন্দর পাকা রাস্তা, স্যানিটারি পায়খানা, রাস্তায় আলো।

সি এম ডি এ-র সচিব শ্রীশিবরাম কৃষ্ণন সঙ্গে ছিলেন। বললেন, এটা খুবই স্বাভাবিক যে এত বিরাট আকারের কর্মসূচী দ্রুত একসঙ্গে রূপায়ণে নানা সমস্যা দেখা দেবে। কর্মরত বিভিন্ন সংস্থার কাজকর্ম সমন্বয় ও দ্রুততর করার সমস্যা অনেক। তাছাড়া কাঁচা মাল সময়মত সংগ্রহ করা খুব মুসকিল। বাংলা দেশের শরণার্থী আগমন, যুদ্ধের সময় ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ জিনিসপত্রের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি অনেক অসুবিধা। এ ছাড়া রয়েছে পাইপ বসানো বা সেতু তৈরি ও অন্যান্য উন্নয়ন কাজে নিযুক্ত কর্মীদের বাধা দান, ভূমি সংক্রান্ত আইন এবং আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন। তবু তাঁর আশা জনগণের সহযোগিতা পাবেন এবং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকলে পরিকল্পনা রূপায়ণ সুষ্ঠুভাবেই হবে।

সারা দিন বিভিন্ন পরিকল্পনায় কর্মরত ছোট বড় কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আর তাঁদের উৎসাহ দেখে মনে হল আমাদের পিছিয়ে পড়া চেহারা বদলাতে শুরু করেছে।

জনসঙ্ঘের উদ্যোগে বিজয় উৎসব

স্টাফ রিপোর্টার

শনিবার ভারতীয় জনসঙ্ঘের কলকাতা শাখার উদ্যোগে শহীদ-মিনার ময়দানে বিজয় উৎসব পালন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি অধ্যাপক হারপদ ভারতী বলেন, ভারত আজ প্রমাণ করেছে—কোন বৃহৎ শক্তির সাহায্য না নিয়েই সে লড়াই করতে পারে, এবং জয়ী হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অভিনন্দন জানিয়ে অধ্যাপক ভারতী বলেন যে, তিনি গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ন্যায়পরায়ণতাকেই জয়যুক্ত করেছেন। পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে শৌর্যবীর্যের পরিচয়ের জন্য তিনি সেনাবাহিনীর জওয়ানদের সাধুবাদ দেন। আর আশা করেন যে, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক বরাবর সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকবে।

তিনি আরও বলেন, বিশ্ব রাষ্ট্রনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে হলে ভারতকেও আণবিক শক্তিতে বলীয়ান হতে হবে। অন্যান্য বক্তার মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখারাজি, দুর্গাপ্রসাদ নাথানী, রামপ্রসাদ দাস ও জ্ঞান ব্যানার্জি।

কুশপুত্তলি দাহ

সভার পর একটি মশাল-মিছিল সুরেন ব্যানার্জি রোডে ইউ এস আই এস গ্রন্থাগারের সামনে গিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকসন প্রেসিডেন্ট ভুট্টো এবং মাও সে তুং-এর কুশপুত্তলি দাহ করা হয়।

রবিবার ভারত সভা হলে কংগ্রেস ফোরাম সোস্যালিসট অ্যাকসন-এর দ্বিতীয় বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন উদ্বোধন করছেন সংসদ সদস্য শ্রীঅর্জুন অরোরা। তাঁর ডান দিকে সংসদ সদস্য শ্রীমোহন ধাড়িয়া, অরবিন্দ বসু প্রমুখ। —নিজস্ব-চিত্র

সমাজতন্ত্রে আস্থা না থাকলে কংগ্রেস প্রার্থী করা যাবে না

সোস্যালিসট ফোরামের রাজ্য সম্মেলনে দাবি

স্টাফ রিপোর্টার

যে সমস্ত কংগ্রেস সদস্য সমাজতন্ত্রে পুরোপুরি বিশ্বাসী নন তাঁদের আগামী নির্বাচনে কোনমতেই কংগ্রেসের প্রার্থীপদে মনোনীত করা যাবে না। কংগ্রেস ফোরাম অফ সোস্যালিসট অ্যাকসন-এর সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ রবিবার কলকাতায় এই প্রস্তাব করেন। এদিন ভারত সভা হলে অনুষ্ঠিত ফোরামের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ ভাষণ দিচ্ছিলেন। রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীঅরবিন্দ বসু সভাপতিত্ব করেন।

প্রদেশ (নব) কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীআবদুস সাত্তার এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীজয়নাল আবেদিনও ঘোষণা করেন যাঁরা কংগ্রেসের গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি নির্ধারণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাদের দল থেকে বহিষ্কার করা হবে।

এদিন সম্মেলনের উদ্বোধন করে সংসদ সদস্য শ্রীঅর্জুন অরোরা বলেন, কয়েক বছর আগে দলের মধ্যে কিছু স্বার্থান্বেষী লোক পার্টিবিরোধী কাজ করে দলকে সমাজতন্ত্রের পথ থেকে বিচ্যুত করতে চেয়েছিল ফলে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে দারুণ আঘাত কংগ্রেসকে পেতে হয়েছে। কিন্তু তারপর ব্যাংক জাতীয়করণসহ দশ দফা দাবির ভিত্তিতে কংগ্রেস জনগণের মনে আবার তার আসন করে নিয়েছে। তার প্রমাণ আমরা বিগত নির্বাচনে পেয়েছি।

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমোহন ধাড়িয়া বলেন, দলের সক্রিয় কর্মীরাই হল দলের ভিত্তি। নির্বাচনে কারা দলের প্রার্থীপদ পাবেন, সে সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার এই সমস্ত সক্রিয় কর্মীদের ওপরই থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন। শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণের স্বপক্ষে তিনি মত প্রকাশ করেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দফতরের উপমন্ত্রী ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন সমাজতন্ত্র যদি সমাজের নিচের তলা থেকে না ওঠে তবে তা কখনই সার্থক হতে পারে না। তিনি বলেন, শ্রমিকের সুখে দুঃখে তাদের পাশে থেকে কংগ্রেসকে জনগণের আরও কাছাকাছি যেতে হবে। তবেই তাঁদের মনে কংগ্রেসের স্থান স্থায়ী হবে।

সংসদ সদস্য শ্রীশ্যামসুন্দর মহাপাত্রও বক্তৃতা করেন। শুরুতে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি শ্রীসুধীর বেরা অতিথিদের স্বাগত জানান।

বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে যে সমস্ত ভারতীয় জওয়ান ও মুক্তিসেনা শহীদ হয়েছেন তাঁদের স্মরণে সম্মেলনে দু মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে তিন শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন।

আজ রবিবার সম্মেলনের সমাপ্তি দিবসে সর্বশ্রী চন্দ্রজিত যাদব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ রঘুনাথ রেড্ডি, চন্দ্রশেখর, আর কে সিনহা প্রমুখ বক্তৃতা করবেন। এইদিনের অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব নেওয়া হবে।

দিল্লিতে চীন-মারকিন দূতাবাসের সম্মুখে বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর—বাংলাদেশের ব্যাপারে নিকসন-ভুট্টো-মাও চক্রের কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করে কয়েক শ লোক আজ বিকালে চীনা ও মারকিন দূতাবাসের সম্মুখে বিক্ষোভ দেখায়।

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে বহু তিব্বতী মহিলা ও যুবক ছিলেন। তা ছাড়া ছিলেন জাফরানী বর্ণের বস্ত্র পরিহিত বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। তাঁরা মারকিন ও চীনা নীতি বিরোধী প্ল্যাকারড নিয়ে ও নানা ধ্বনি দিতে দিতে কূটনৈতিক মিশনের সামনে দিয়ে যান।

দু ঘণ্টার ওই বিক্ষোভের ব্যবস্থা করেন কয়েকটি বৌদ্ধ সংস্থা, সমাজবাদী সেনা এবং কংগ্রেস সোস্যালিসট ফোরাম।

মারকিন দূতাবাসের জনৈক কর্মী দূতাবাস ভবনের গেটের বাইরে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, একটি স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। —পি টি আই

যুদ্ধের ৫ দিন আগেও আমেরিকা পাকিস্তানে অস্ত্র পাঠিয়েছিল

— নিউইয়রক পোসট

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর—পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার পাঁচদিন আগেও আমেরিকা থেকে বিমানে পাকিস্তানে অস্ত্র পাঠানো হয়েছিল এবং প্রেসিডেন্ট নিকসনের পয়লা নমবর উপদেষ্টা কিসিংগার চেয়েছিলেন যে, পাকিস্তান ভারতীয় বাহিনীকে ছুঁড়ে ফেলে দিক। কিসিংগার আরও বলেছিলেন যে, এটা শুধু তাঁর নয়, খোদ প্রেসিডেন্ট নিকসনেরও মত। ভারত সরকার এসব কিছু জানতে পেরেছিলেন এবং ফলে ভারত-মারকিন সম্পর্ক খারাপ না হয়ে উপায় ছিল না। এই তথ্য প্রকাশ করেছেন 'নিউ ইয়রক পোসট'-এর সংবাদদাতা জ্যাক অ্যানডারসন।

অ্যানডারসন লিখেছেন: ৮ ডিসেম্বর জেনারেল মানেকশ' তাঁর সরকারী নিবাসে নয়াদিল্লির মারকিন দূতাবাসের মিলিটারি অ্যাটাশে করনেল ইউলিয়াম কিংকে ডেকে পাঠান।

মানেকশ' কিংকে বলেন: গত ২৯ নবেমবর রাত সাড়ে দশটায় একটি মারকিন সি ১৪১ মালবাহী বিমান করাচি বিমানবন্দরে সমরসম্ভার নামিয়েছে। বড় বড় কয়েকটি বাকসে ওই সব জিনিসপত্র ছিল। অপেক্ষমাণ পাকিস্তানী ফৌজের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি নিয়ে চলে যায়। পাকিস্তানী ফৌজের জরুরি অনুরোধে ওইসব সমরসম্ভার তাড়াহুড়ো পাঠানো হয়েছিল।

রাষ্ট্রদূত কীটিং-এর গোপন বার্তা। এর পর মারকিন রাষ্ট্রদূত শ্রীকেনেথ কীটিং ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দফতরে একটি গোপন বার্তা পাঠান। তাতে তিনি লেখেন: "আমি হতজন ভারতীয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তাঁদের মধ্যে জেনারেল মানেকশ' সবচেয়ে সৎ এবং স্পষ্ট আচরণের লোক বলে আমি মনে করি। আমি নিঃসন্দেহ যে, তিনি যা বলেছেন তা তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন। খবরটি সত্য হলে এটা আমাদের প্রকাশ্য ঘোষিত নীতির বিরোধী কাজ করা হয়েছে।

এক নমবর ভারত-বিরোধী: কিসিংগার। শ্রীজ্যাক এনডারসন আরও লিখেছেন যে, সমস্ত ব্যাপারটির পিছনে আছেন মারকিন পররাষ্ট্র নীতি বানানেওয়ালা হেনরি কিসিংগার। তিনি অন্ধ ভারত-বিরোধী। তাঁর বক্তব্য: আমেরিকা তার মিত্ররাষ্ট্রদের নিয়ে পাকিস্তানের পাশে দাঁড়াবে। 'পূর্ব পাকিস্তান' ভারতের প্রভাবে চলে যাবে এটা হতে দেওয়া চলে না। রুশেরা ভারতকে মদত দেবে আর ভারত পাকিস্তানকে কাবু করবে—এটা অসহ্য। ভারত শক্তিশালী হলে গোটা মারকিন নিরাপত্তার কাঠামো ভেঙে পড়বে।

মারকিন পররাষ্ট্র দফতরের প্রেস ডিরেকটর চারলস রে ভারত সম্পর্কে দু-চারটি ভালো কথা বলেছিলেন। কিসিংগার এতে দারুণ চটে যান। তিনি বলেন যে, পররাষ্ট্র দফতরকে ভারত সম্পর্কে আরও কড়া হতে হবে। নিকসন চান যে, পাকিস্তান ভারতীয় বাহিনীকে ছুঁড়ে ফেলে দিক।

অ্যানডারসনের মন্তব্য: নয়াদিল্লি এসব কথা জানে। আর তার পরিণাম যা হবার তাই হয়েছে। ভারত-মারকিন সম্পর্ক এর পর খারাপ না হয়ে তার উপায় ছিল কি?

—ইউ এন আই

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সূচিত সময় বিকাল অথবা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

বিজয়ী বর্ধমান পৌর প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা: ৪টায় সুভাষ উদ্যানে (শ্যাম স্কোয়ার) উদ্বোধক— শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়, সভাপতি—শ্রীআবদুস সত্তার। **অনঙ্গমোহন হরিসভা** ... (১৮ ডবলু সি বানরজি স্ট্রীট): সাড়ে ৫টায় হরিসভা প্রাঙ্গণে কেশবচন্দ্র গুপ্তের পরলোকগমনে স্মৃতিসভা। **শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী:** ৩টায় টাউন হলে কবি ও সাহিত্যিক সম্মেলন। **দক্ষিণ কলিকাতা নেতাজী জন্মোৎসব কমিটি:** সকাল ১০টায় ২০এ প্রিনস গোলাম মহম্মদ রোড কমিটির সভা। **বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন:** ৩টায় ২।১ জয়দেব কুণ্ডু লেন, কদমতলা হাওড়ায় অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা। সভাপতি—শ্রীমনোজ বসু। **হাওড়া বিজয়োৎসব কমিটি:** বেলা ৩টায় স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সার্থক রূপায়নে হাওড়া ময়দানে সমাবেশ। সভাপতি—শ্রীবিজয় সিং নাহার। **শতবর্ষব্যাপী অখণ্ড হরিনাম যজ্ঞ মহাপীঠ:** ৭টায় শ্রীশ্রীরাধাদামোদর কীর্তন সমাজ কর্তৃক 'লীলা কীর্তন'। **সিসটার মারগারেট নোবল ইনসটিটিউশন:** সকাল ১০টায় ৬৭বি, রামকান্ত বসু স্ট্রীটে প্রফুল্ল সরকার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সভা। **রহড়া বালকাশ্রম:** ২টায় হাওড়া সমাজ কর্তৃক নদের নিমাই যাত্রাভিনয়। **রাকাব শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম:** ৬টায় ২৬ পার্শীবাগান লেনে স্বামী কৃষ্ণানন্দজীর জন্মতিথি উপলক্ষে আলোচনা সভা। **অভিনব অগ্রণী সাহিত্যিক গোষ্ঠী:** সকাল ৯টায় ৪০, বৈষ্ণবপাড়া লেনে সাহিত্য সভা। **রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ:** (১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট) ৭টায় অভেদানন্দ হলে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের উপনিষৎ ও অর্চনা সম্বন্ধে আলোচনা। **পশ্চিমবঙ্গ বাগ্দ ক্ষত্রিয় সমিতি:** সকাল ১০টায় হাওড়ায় বড়গাছিয়া গ্রাম সাধারণ বাৎসরিক সম্মেলন। **মেট্রোপলিটান ইনসটিটিউট ফর সাইকিয়্যাট্রিক রিসারচ:** ৩টায় ৬৩ ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোডে ডাঃ সমীরণ ব্যানার্জির 'জড়বুদ্ধিরা সমাজের বোঝারূপে গণ্য না হয়ে কিভাবে বাঞ্ছিত নাগরিক ও সম্পদ হতে পারে'—বিষয়ে আলোচনা। **গোলাপ শাস্ত্রী লেন শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্তন সমিতি:** ৫টায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ৬টায় মঙ্গল অধিবাস কীর্তন। **ইনডিয়া টুমরো ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী কংগ্রেস:** সাড়ে ৬টায় ১৭ কারেক স্ট্রীট মারকেটে সভা। **রবীন্দ্রায়ণ:** সকাল ৯টায় বেলঘরিয়ার জগত পল্লীতে অনন্দ সম্মেলন। **শ্রীচৈতন্য রিসারচ ইনসটিটিউট:** ৭০বি, রাসবিহারী এভিনিউ নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে হরিদাসের কৃষ্ণনাম সম্পর্কে আলোচনা। **কিশোর কল্যাণ পরিষদ:** আজ রিষড়ায় মহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শিক্ষামূলক আনন্দ ভ্রমণ। **বাংলাদেশ মুক্তি উৎসব:** ৪টায় রামলীলা ময়দানে (ইনটালি) জনসভা। বক্তা—আবদুস সত্তার, সিদ্ধার্থশংকর রায়, বিজয়সিংহ নাহার, প্রিয়রঞ্জন দাস মুনসি। **দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা কংগ্রেস কমিটি:** বিকাল ৪টায় ৬১ মার্কোয়িস স্ট্রীটে কর্মসমিতির বৈঠক।

সেনট পলস ক্যাথিড্রাল: আগামী ২৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় চৌরঙ্গী রোডে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হবে।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াসও উপস্থিত থাকবেন।

দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ি: আপৎকালীন অবস্থার দরুন আগামী ১ জানুয়ারিতে 'কল্পতরু' উৎসবে ধর্মসভা, মেলা, সংগীতানুষ্ঠান ও ভোগ বিতরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না। পূজা ও হোম যথারীতি হবে।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আনন্দবাজার পত্রিকা

[বুধবার, ১০ই পৌষ, ১৩৪১ ইং ২৬-১২-৩৪]

ডাঃ সত্যপাল ও খাঁ আবদুল গফুর খাঁর কারাদণ্ড

লাহোরে জনসভায় প্রতিবাদ

লাহোর, ২৪শে ডিসেম্বর অদ্য সন্ধ্যাকালে পরিমহলে জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আহূত এক জনসভায় ডাঃ সত্যপাল এবং খাঁ আবদুল গফুর খাঁর কারাদণ্ড ও এই ব্যাপারে সরকারী নীতির প্রতিবাদ করিয়া এবং শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি নিষেধাজ্ঞায় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

—ইউনাইটেড প্রেস

*

শান্তিনিকেতনে খৃষ্ট জন্মোৎসব

রবীন্দ্রনাথ ও মিঃ এণ্ডরুজের বক্তৃতা

শান্তিনিকেতন, ২৪শে ডিসেম্বর অদ্য প্রাতঃকালে আশ্রমে খৃষ্ট জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করেন এবং তৎপর তাঁহার অনুরোধক্রমে মিঃ সি এফ এণ্ডরুজ বক্তৃতা করেন।

মিঃ এণ্ডরুজ তাঁহার বাল্য জীবনের এক মর্মস্পর্শী বর্ণনা দান করেন। তিনি বলেন, তাঁহার অতীব শৈশবাবস্থায় তাঁহার জননী তাঁহাকে জানু পাতিয়া উপাসনা করিতে শিখাইতেন এবং বেথলহেম নগরে পশুর জাব কাটিবার পাত্রে জাত যিশুখৃষ্টের জীবনকথা বর্ণনা করিতেন।...

উপসংহারে কবি বলেন, "যে যিশুখৃষ্ট মানবকে প্রেমের ঐশ্বরিকতা শিক্ষা দিয়াছেন, সেই যিশুখৃষ্টের নিকট আমরা মস্তক অবনত করি।"...

দিনপঞ্জিকা

আজ নবমী

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

রবিবার ১০ পৌষ ১৩৭৮ (৫ পৌষ ১৮৯৩ শক), ২৬ ডিসেমবর ১৯৭১, ৭ জেলকদ। নবমী দিব ঘঃ ৩।৫০ মিঃ পর্যন্ত। রেবতীনক্ষত্র সন্ধ্যা ঘঃ ৬।২০ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।১৪।১৯ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৪।৫৫।২৫ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শুভ নক্ষত্রামৃতযোগ পশ্চিমে নাস্তি। মৃখ্য ও গৌণচান্দ্র পৌষ (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

রবিবার, ১০ পৌষ ১৩৭৮ (৫ পৌষ ১৮৯৩ শক), ২৬ ডিসেমবর ১৯৭১, ৭ জেলকদ। নবমী দিবা ঘঃ ২।০।১৫ সেঃ পর্যন্ত। রেবতীনক্ষত্র সন্ধ্যা ঘঃ ৪।৫৯।৩৪ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।২০।২৩ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৪।৫৩।৯ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শুভ নক্ষত্রামৃতযোগ পশ্চিমে নাস্তি। মৃখ্য ও গৌণচান্দ্র পৌষ (শুক্লপক্ষ)।

নিকসনের বিরুদ্ধে মালরোর অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেমবর—প্রখ্যাত ফরাসী লেখক ও প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীআঁদ্রে মালরো মারকিন প্রেসিডেনট নিকসনকে এক খোলা চিঠিতে লিখেছেন: শেখ মুজিবুর রহমানকে জেলে আটকে তাঁর দেশবাসীকে যখন স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করা হয় তখন তিনি (অর্থাৎ নিকসন সাহেব) কিছুই করেননি, দেখা-যাক-কী-হয় ভাব নিয়ে চুপচাপ বসে ছিলেন।

শ্রীমালরো চিঠিটি প্রকাশিত হয়েছে লা ফিগারো পত্রিকায়। তাতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে: বাংলাদেশে জঙ্গীশাহীর অবস্থা কাহিল হয়ে পড়লে কিন্তু পুরনো এক চুক্তির ধুয়া মারকিন প্রেসিডেনট তড়িঘড়ি বঙ্গোপসাগরের দিকে সপ্তম নৌবহরকে চালান করে দেন।

২৫তম খেলা

রাজস্থান স্টেট লটারীজ

২৫-১২-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত
প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল

১ম পুরস্কার ৪,০০০, টাকা A-013448
৯টি পুরস্কার প্রতিটি ৫০০, টাকা

B-576078	C-401676	D-461471
E-359300	F-289757	G-312806
H-165471	J-003839	K-264250

অবশিষ্ট সিরিজে একই নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০, টাকার ৯০টি সান্ত্বনা পুরস্কার

ডিরেক্টর,
স্মল সেভিংস অ্যান্ড স্টেট লটারীজ,
রাজস্থান, জয়পুর

ADARTS/RSL/51/71.

শিশু সঙ্গীত সম্মেলন

গত ১৯ ডিসেমবর "কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে" শিশু-সঙ্গীত সম্মেলনের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক—শ্রীসুনীলকৃষ্ণ ঘোষ বার্ষিক বিবরণী পাঠ শেষে সমাগত দর্শকমণ্ডলীদের জানান যে, আগামী বছর অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠানে স্বাধীন বাংলাদেশ হতে কয়েকটি শিশু প্রতিভা তাঁদের সামনে উপস্থিত করতে পারবেন বলে আশা পোষণ করেন। এরপর রীতা মুখোপাধ্যায় ও রাজশ্রী মজুমদারের বাউল বেশে "দ্বৈত রবীন্দ্র নৃত্যের" দ্বারা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তারপর অনুষ্ঠান সূচী অনুসারে প্রায় ৩১ জন শিশু শিল্পী দক্ষতা ও পারদর্শিতার সঙ্গে কণ্ঠসঙ্গীত, নৃত্য ও যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করে উপস্থিত বার শত দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করেন।

পর্বতারোহণ শিক্ষাক্রম

আসানসোলের মাউনটেন লাভারস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক রক ক্লাইম্বিং শিক্ষাক্রম ৩০ ডিসেমবর থেকে ২ জানু- পর্যন্ত পুরুলিয়া জেলার জয়চণ্ডী পাহাড়ে অনুষ্ঠিত হবে। যোগদানের জন্য সমিতির আপকার গারডেনসু অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

গঙ্গায় জোয়ার-ভাটা

	দিবা জোয়ার আরম্ভ	রাত্রি জোয়ার আরম্ভ	দিবা ভাটা আরম্ভ	রাত্রি ভাটা আরম্ভ
রবিবার	৫-৫১	৬-১	১০-১৭	১০-১২

১৯৭২ শিক্ষাবর্ষের জন্য তপসীলী জাতি ও তপসীলী উপজাতির ছাত্রছাত্রীগণকে প্রাক-ম্যাট্রিক স্টাইপেণ্ড মঞ্জুর

(১) টিউশন ফী, (২) বুক গ্রান্ট ও (৩) হস্টেল চার্জ এবং (৪) এস-এফ ও এইচ-এস পরীক্ষা দিবার জন্য পরীক্ষা ফী হিসাবে, প্রাক-ম্যাট্রিক স্টাইপেণ্ড মঞ্জুরের জন্য ডিরেক্টর, শিডিউল্ড কাস্টস অ্যাণ্ড ট্রাইবস ওয়েলফেয়ার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার — পশ্চিমবঙ্গের স্বীকৃত শিক্ষায়তনসমূহে মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত এই রাজ্যের স্বীকৃত তপ জাতি ও তপ উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ও নিবেশী ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করিতেছেন। কলিকাতা করপোরেশন এলাকার শিক্ষায়তনসমূহে পাঠরত প্রার্থিগণ ডিরেক্টর, শিডিউল্ড কাস্টস অ্যাণ্ড ট্রাইবস ওয়েলফেয়ার, ৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিঃ-১ সমীপে নিজ নিজ শিক্ষায়তনের প্রধানের মারফত নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিবেন। যাঁহারা কলিকাতার বাহিরস্থ বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত শিক্ষায়তনে পাঠ করিতেছেন, তাঁহারা নিজ নিজ শিক্ষায়তনের প্রধানের মারফত নিজ নিজ জেলার স্পেশ্যাল অফিসার, শিডিউল্ড কাস্টস অ্যাণ্ড ট্রাইবস ওয়েলফেয়ার/শিডিউল্ড কাস্টস অ্যাণ্ড ট্রাইবস ওয়েলফেয়ার অফিসারের নিকট আবেদন করিবেন। যাঁহারা আসানসোল, ঝাড়গ্রাম, কালিম্পং, শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর মহকুমায় অবস্থিত শিক্ষায়তনসমূহে পড়িতেছেন, তাঁহারা এই সব মহকুমায় নিযুক্ত স্ব স্ব শিডিউল্ড কাস্টস অ্যাণ্ড ট্রাইবস ওয়েলফেয়ার অফিসার / রিজিওনাল ইনসপেকটারের নিকট আবেদন করিবেন। যাঁহারা ব্যারাকপুর, বসিরহাট, বারাসত ও বনগাঁ মহকুমায় অবস্থিত শিক্ষায়তনসমূহে পাঠ করিতেছেন, তাঁহারা শিডিউল্ড কাস্টস অ্যাণ্ড ট্রাইবস ওয়েলফেয়ার অফিসার, ২৪ পরগণা (নর্থ), বারাসত, কে এন সি রোড, বারাসত, ২৪ পরগণা সমীপে আবেদন করিবেন। টিউশন ফী, বুক গ্রান্ট ও হস্টেল চার্জ রিনিউ করার জন্য রিনিউয়াল রিটার্ন ফরম উপরে উল্লেখিত নিজ নিজ অফিসারের নিকট নিজ নিজ শিক্ষায়তনের প্রধানের মারফত ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৭২ তারিখ মধ্যে পাঠাইতে হইবে (দার্জিলিং জেলার পাহাড়িয়া এলাকার জন্য শেষ তারিখ ১৫ই এপ্রিল)। নূতনদের ক্ষেত্রে টিউশন ফী, হস্টেল চার্জ, পরীক্ষা ফী ও বুক গ্রান্টের জন্য নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত নিজ নিজ শিক্ষায়তনের প্রধানের মারফত ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ তারিখের মধ্যে স্ব স্ব অফিসারের নিকট পাঠাইতে হইবে (পাহাড়িয়া এলাকার ক্ষেত্রে শেষ তারিখ ১৫ই মে, ১৯৭২)। গ্রান্ট রিনিউ করার জন্য ও নূতন দরখাস্ত করার জন্য নির্ধারিত ফরম ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসের ১ম সপ্তাহ হইতে (পাহাড়িয়া এলাকার ক্ষেত্রে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসের ২য় সপ্তাহে) ছাত্রছাত্রীগণ যে যে শিক্ষায়তনে পড়িতেছেন, তথায় বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে। উপরোক্ত তারিখের মধ্যে দরখাস্ত ফরম সংগ্রহে যে সকল প্রার্থী অসুবিধা ভোগ করিবেন, তাঁহারা উপরে উল্লেখিত অফিসারদের নিকট আবেদন করিবেন। স্টাইপেণ্ড পাওয়ার যোগ্যতা সম্পর্কিত নিয়মকানুন উপরে উল্লেখিত অফিসারদের নিকট পাওয়া যাইবে।

ডবলিউ বি (আই অ্যাণ্ড পি আর) ৪৯৩৮(৫) আই পি আর/৭১-

আজকের রেডিওতে মনমাতানো অনুষ্ঠান

গ্ল্যাক্সো গীতাঞ্জলি

রবিবার বেলা ১টায়
'বিবিধ ভারতী'তে শুনতে পাবেন।

এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা তাঁরাই
যাঁরা তৈরী করেছেন ঘরে ঘরে সমাদৃত
মিনাডেক্স কমপ্লান
গ্ল্যাক্সোজ-ডি নাইসিল
আর··· ডেকোয়াডিন

গীতাঞ্জলি প্রতিযোগিতায় প্রতি সপ্তাহে ১০০০্ পুরস্কার

আজকের অনুষ্ঠান:
চিত্রতারকা:
শ্রীকিশোর কুমার
পরিচালনা:
শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই সপ্তাহের অনুষ্ঠানে আছে প্রখ্যাত চিত্রতারকা শ্রীকিশোর কুমারের সঙ্গে শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার। তার ওপর আপনার মনোরঞ্জনের জন্য শ্রীকিশোর কুমার তাঁর ভালো-লাগা ৫ খানি গান বাজিয়েও শোনাবেন।

শুধু তাই নয়, আরো একটা মস্ত সুযোগ। গ্ল্যাক্সো গীতাঞ্জলি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে আপনি ১০০০্ টাকা পুরস্কারও পেয়ে যেতে পারেন। আপনাকে যা করতে হবে তা হলো, যে পাঁচখানি গান বাজানো হবে সে সব গান আর গাইয়ের নাম চিত্রতারকার পছন্দ অনুমান ক'রে পর পর সাজিয়ে লিখবেন। যাঁদের উত্তর চিত্রতারকার নিজের পছন্দমত তৈরী তালিকার সঙ্গে মিলে যাবে তাঁরাই পুরস্কার পাবেন। আপনার পুরো নাম ও ঠিকানা সহ আপনার উত্তরপত্র পোঃ বক্স নং ১০২২৪, কলিকাতা-১৯ ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন যাতে আগামী বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার মধ্যে পৌঁছয়। উত্তরপত্রের সঙ্গে ১০টি ডেকোয়াডিন ট্যাবলেট কেনার একটি ক্যাশমেমো থাকা চাই।

গত সপ্তাহের গানগুলির পুরস্কারজয়ী তালিকা:

১। এক বঙ্গলা বনে······(কে, এল, সাইগল)
২। রুনাকে গম্মা সপনা মেরা ······(লতা মঙ্গেশকর)
৩। রূপ ভেরা মস্তানা ······(কিশোর কুমার)
৪। দুরন্ত ঘূর্ণির······(হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)
৫। কে তুমি বসি ······(সুচিত্রা মিত্র)

পুরস্কার পেয়েছেন ১২০ জন

গত সপ্তাহের গ্ল্যাক্সো গীতাঞ্জলি অনুষ্ঠানের চিত্রতারকা শ্রীমতী শর্মিলা ঠাকুর ওপরের তালিকাটি তাঁর পছন্দের ক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছেন। যে সব প্রতিযোগীর উত্তর ওপরের তালিকার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে এবং উত্তরপত্র বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার মধ্যে আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে তাঁরা পুরস্কারের ১০০০্ টাকা সকলে সমানভাগে পাবেন। বিজয়ীদের সবাইকে ডাকযোগে জানানো হবে।

GL 6603-24

বিশেষ ঘোষণা

শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে 'গ্ল্যাক্সো গীতাঞ্জলি' অনুষ্ঠান আগামী ২রা জানুয়ারী ১৯৭২ থেকে রবিবারে বেলা ১টার পরিবর্তে প্রতি রবিবার বেলা ১॥ টায় 'বিবিধ ভারতী'তে প্রচারিত হবে।

বাংলা কংগ্রেসকর্মী খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা

চন্দননগর, ২৫ ডিসেম্বর—জাংগীপাড়া থানার রাজবলহাটের কাছে নসকর-ডাঙায় বাংলা কংগ্রেস কর্মী শ্রীগণেশচন্দ্র পণ্ডিত (৩৫) গতকাল আততায়ীর ছোরাঘাতে খুন হন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

কৃষ্ণনগর রেল ইয়ারডে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা

কৃষ্ণনগর, ২৫ ডিসেম্বর—শনিবার দুপুরে কৃষ্ণনগর রেল ইয়ারডে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়। দমকল গিয়ে কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।

এয়ার-ইণ্ডিয়া

সংরক্ষিত শূন্যপদ পূরণ ও ভবিষ্যতে শূন্যপদের জন্য প্রতীক্ষাকারীদের তালিকা প্রণয়নের নিমিত্ত কেবল তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির প্রার্থিগণের নিকট হইতে সান্তাক্রুজস্থিত এঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্টে নিম্নোক্ত পদগুলির জন্য নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে।

দ্রষ্টব্য: কেবল তপ/জাতি ও তপ/উপজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীই আবেদন করিবেন। অন্যদের দরখাস্ত করার প্রয়োজন নাই এবং তাঁহাদের দরখাস্ত বিবেচিত হইবে না কিংবা কোনরূপ চিঠিপত্র গ্রাহ্য হইবে না।

পদ নং ক: **এয়ারক্র্যাফট টেকনিসিয়ান** (এয়ারফ্রেম, এঞ্জিন, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স ইনস্ট্রুমেন্টস): এস এস সি তৎসহ উপরোক্ত ট্রেডগুলির যে-কোনটিতে (ভারতীয় বিমানবাহিনী/ভারতীয় নৌবহর বাঞ্ছনীয়) টেকনিসিয়ান হিসাবে ন্যূনপক্ষে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

পদ নং খ: **প্ল্যাণ্ট টেকনিসিয়ান (জেনারেল):** বিভিন্ন রাজ্য সরকারের ডিরেক্টর অব টেকনিক্যাল এডুকেশন কর্তৃক ইসু করা মেকানিক্যাল/অটোমোবাইল এঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিপ্লোমা তৎসহ অপারেশন/মেনটেনান্স/কম্প্রেসর, হাইড্রলিক ইকুইপমেণ্ট, হোয়েস্ট ওভারহল/ক্রেন ও স্লিং ও জেনারেল ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিসে ন্যূনপক্ষে ৩ বৎসরের পুরা সময় কাজের অভিজ্ঞতা।

অথবা

এস এস সি তৎসহ উপরোক্ত মত ন্যূনপক্ষে ৭ বৎসরকাল পুরা-সময়ের কাজের অভিজ্ঞতা। আই টি আই ট্রেণ্ড প্রার্থিগণের ক্ষেত্রে ট্রেনিং-এর জন্য অতিবাহিত প্রকৃতকাল অভিজ্ঞতা বাবদে গণনা করা হইবে।

পদ নং গ: **প্ল্যাণ্ট টেকনিসিয়ান (ইলেকট্রিক্যাল):** বিভিন্ন রাজ্য সরকারের ডিরেক্টর অব টেকনিক্যাল এডুকেশন কর্তৃক ইসু করা ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিপ্লোমা এবং ২য় শ্রেণীর অয়্যারম্যানস লাইসেন্স তৎসহ অয়্যারম্যানের/ওয়াইণ্ডারের কাজ ও বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম মেরামতে ন্যূনপক্ষে ৩ বৎসরের পুরা-সময় কাজের অভিজ্ঞতা।

অথবা

এস এস সি এবং ২য় শ্রেণীর অয়্যারম্যানস লাইসেন্স তৎসহ উপরোক্তমত ন্যূনপক্ষে ৭ বৎসরের পুরা সময়ের কাজের অভিজ্ঞতা। আই টি আই ট্রেণ্ড প্রার্থিগণের ক্ষেত্রে ট্রেনিং-এর জন্য অতিবাহিত প্রকৃতকাল অভিজ্ঞতা বাবদে গণনা করা হইবে।

পদ নং ঘ: **প্ল্যাণ্ট টেকনিসিয়ান (এয়ার-কণ্ডিশনিং):** এস এস সি তৎসহ বৃহৎ সেণ্ট্রিফিউগাল রেফ্রিজারেশন ইকুইপমেন্ট এবং এইচ টি সুইচ গীয়ার চালনায় ন্যূনপক্ষে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা

পদ নং ঙ: **ওয়েল্ডার:** এস এস সি তৎসহ জেনারেল এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কশপে আর্ক অ্যাণ্ড গ্যাস ওয়েল্ডিং/ব্রেজিং-এ ন্যূনপক্ষে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা। যাঁহাদের অ্যালুমিনিয়াম ও স্টেনলেস স্টিল ওয়েল্ডিং, রেডিয়েটর মেরামত ও অটোবডি কাজে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

পদ নং চ: **পেণ্টার:** এস এস সি তৎসহ কোন প্রখ্যাত বাণিজ্যিক/এঞ্জিনীয়ারিং সংস্থায় লেটার পেণ্টিং, স্প্রে পেন্টিং ও ব্রাস পেণ্টিং-এ ন্যূনপক্ষে ৭ বৎসরের পুরা সময়ের কাজের অভিজ্ঞতা। প্রার্থিগণের স্টেনসিল কাটিং কাজেও জ্ঞান থাকা চাই। পেণ্টিং-এ সরকারী স্বীকৃত ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট থাকিলে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

পদ নং ছ: **টেলর:** এস এস সি তৎসহ কাটিং, টেলারিং ও আপহোলস্ট্রি কাজে নিরত কোন প্রখ্যাত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ন্যূনপক্ষে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

পদ নং জ: **কার্পেণ্টার:** এস এস সি তৎসহ কোন প্রখ্যাত কারখানায় কার্পেণ্টার হিসাবে ন্যূনপক্ষে ৭ বৎসর কাল পুরা সময়ের কাজের অভিজ্ঞতা।

পদ নং ঝ: **ট্রেনী টেকনিসিয়ান:**
(ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল/অ্যারোনটিক্যাল/ইলেকট্রনিকস/টেলিকমিউনিকেশন এঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিগ্রী, অথবা
(খ) এম এসসি (ইলেকট্রনিকস), অথবা
(গ) বি এসসি/ইণ্টার সায়েন্স এবং ভারতের ডিরেক্টর জেনারেল অব্ সিভিল এভিয়েশন কর্তৃক স্বীকৃত অ্যারোনটিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিপ্লোমা, অথবা
(ঘ) বি এসসি/ইণ্টার সায়েন্স এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের ডিরেক্টর অব টেকনিক্যাল এডুকেশন কর্তৃক প্রদত্ত ইলেকট্রনিকস ও রেডিও এঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিপ্লোমা, অথবা
(ঙ) এস এস সি/ইণ্টার সায়েন্স এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের ডিরেক্টর অব টেকনিক্যাল এডুকেশন কর্তৃক ইসু করা ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল/অটোমোবাইল এঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিপ্লোমা (ডিপ্লোমা কোর্সের মেয়াদ অন্যূন তিন বৎসর হওয়া চাই) অথবা
(চ) এম এসসি এবং উপরোক্তমত ডবল ডিপ্লোমা (ডি এম ই/ডি ই ই অথবা আই এম ই/ডি এ ই) অথবা
(ছ) এস এসসি এবং ইলেকট্রিক্যাল/ফিটার/এয়ার-কণ্ডিশনিং/অটোমোবাইল ইত্যাদি এঞ্জিনীয়ারিং ট্রেডে ন্যাশনাল অ্যাপ্রেণ্টিসশিপ সার্টিফিকেট এবং কোন প্রখ্যাত এঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠানে ২/৩ বৎসরের ব্যবহারিক পুরা সময়ের অভিজ্ঞতা (অ্যাপ্রেণ্টিসশিপ শেষ করার পর) (আবশ্যক মোট অভিজ্ঞতার মেয়াদ অ্যাপ্রেণ্টিসশিপ সহ পাঁচ বৎসর হওয়া চাই)।

পদ নং ঞ: **প্রসেস ক্লার্ক:** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস/কমার্স/সায়েন্সে ডিগ্রী এবং অফিসের কাজে এক বৎসরের অভিজ্ঞতা।

অথবা

এস এসসি তৎসহ মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডে ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট (আই টি আই ৩ বৎসরের কোর্স) এবং কোন প্রখ্যাত এঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠানে এক বৎসর কাজের অভিজ্ঞতা।

স্টোর কীপিং-এ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অথবা টেকনিক্যাল কাজে অভিজ্ঞ টাইপ জানা প্রার্থিগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

পদ নং ট: **টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট:** বিভিন্ন রাজ্য সরকারের ডিরেক্টর অব টেকনিক্যাল এডুকেশন কর্তৃক ইসু করা ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিপ্লোমা তৎসহ টেকনিক্যাল অ্যাসাইনমেণ্টে কোন প্রখ্যাত এঞ্জিনীয়ারিং সংস্থায় ন্যূনপক্ষে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

অথবা

মূল বিষয় হিসাবে ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি লইয়া কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট তৎসহ টেকনিক্যাল অ্যাসাইনমেণ্টে কোন প্রখ্যাত এঞ্জিনীয়ারিং সংস্থায় ন্যূনপক্ষে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

বেতনের গ্রেড: (ক) **টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট:** ৩২৫—২৫—৫৬০—৪০—৭২০, টাকা বেতনক্রমে সর্বমোট প্রারম্ভিক বেতন ৫৮০, টাকা মাসিক।
(খ) **এয়ারক্র্যাফট/প্ল্যাণ্ট টেকনিসিয়ান/ওয়েল্ডার/পেণ্টার:** ২৪৫—২০—৩৮৫—২৫—৫৬০—৪০—৬৪০, টাকা বেতনক্রমে সর্বমোট প্রারম্ভিক বেতন ৪৬৫, টাকা মাসিক।
(গ) **টেলর/কার্পেণ্টার:** ২০০—১৫—২৪৫—২০—৩৮৫—২৫—৫৬০—৪০—৬৪০, টাকা বেতনক্রমে সর্বমোট প্রারম্ভিক বেতন ৪১৫, টাকা মাসিক।
(ঘ) **প্রসেস ক্লার্ক:** ১৫০—১০—২০০—১৫—২৪৫—২০—৩৮৫—২৫—৫৬০—৪০—৬৪০, টাকা বেতনক্রমে সর্বমোট প্রারম্ভিক বেতন ৩৪৫, টাকা মাসিক।
(ঙ) **ট্রেনী টেকনিসিয়ান: ট্রেনিংকাল ও স্টাইপেণ্ড:** ট্রেনিং-এর মেয়াদ দুই বৎসর। সর্বমোট স্টাইপেণ্ড হইবে প্রথম বারো মাসের জন্য মাসিক ৩০০, টাকা ও বাকী সময়ের জন্য মাসিক ৩২৫, টাকা।

ট্রেনিং সাফল্য সহকারে সমাপ্ত করার পর ট্রেনীগণকে ২৪৫—২০—৩৮৫—২৫—৫৬০—৪০—৬৪০, টাকা বেতনক্রমে মাসিক ৪৬৫, টাকা মোট পারিশ্রমিকে এয়ারক্র্যাফট প্ল্যাণ্ট টেকনিসিয়ান হিসাবে নিয়োগ করা হইবে। ট্রেনীগণকে ট্রেনিং সমাপ্ত করার ও এয়ারক্র্যাফট প্ল্যাণ্ট টেকনিসিয়ান হিসাবে নিয়োগের পর ন্যূনপক্ষে দুই বৎসর কর্পোরেশনের কাজ করিতে হইবে। ট্রেনীগণকে এতন্মর্মে একটি অংগীকারপত্র সম্পাদিত করিতে হইবে।

বয়ঃসীমা: ১লা জানুয়ারী, ১৯৭২ তারিখে ৩৫ বৎসরের কম। ট্রেনী টেকনিসিয়ানদের ক্ষেত্রে ৩০ বৎসর।

আবেদন করার প্রণালী: আবেদনপত্র চাওয়ার সময় প্রার্থীকে কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তিনি যে তফসীলি জাতি/উপজাতির অন্তর্ভুক্ত, এতন্মর্মে একটি সার্টিফিকেট অবশ্যই পাঠাইতে হইবে। সার্টিফিকেটটি দরখাস্ত ফরমের সহিত ফেরত পাঠান হইবে।

১০-১-৭২ তারিখের মধ্যে ২৩×১০ সি এম আকারের স্বনামাঠিকানা লিখিত খাম (২০ পয়সা + ৫ পয়সা রিফিউজী রিলিফ স্ট্যাম্প) পাঠাইয়া এই অফিস হইতে নির্ধারিত দরখাস্তের ফরম পাওয়া যাইবে। যথাযথভাবে পূরণ করা দরখাস্ত ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৭২ তারিখ মধ্যে ডিরেক্টর অব্ এঞ্জিনীয়ারিং এয়ার ইণ্ডিয়া, সান্তাক্রুজ, বোম্বে—২৯ নিকট পৌঁছা চাই।

শিক্ষাগত সার্টিফিকেট, সার্ভিস সার্টিফিকেট, বর্তমান নিয়োগকর্তার সার্টিফিকেটের নকল এবং এক কপি পাসপোর্ট আকারের ফটোগ্রাফ দরখাস্তের সহিত অবশ্যই থাকা চাই। প্রার্থী যে তফসিলী জাতি/তফসিলী উপজাতির অন্তর্ভুক্ত, এতন্মর্মে সার্টিফিকেটের একটি কপিও অবশ্যই সংগে গাঁথিয়া দিতে হইবে।

সরকারী/আধা-সরকারী সংস্থা বা সরকারী শিল্প সংস্থায় কর্মরত প্রার্থিগণকে অবশ্যই তাঁহাদের দরখাস্ত নিয়মানুগ প্রণালীতে পাঠাইতে হইবে। দরখাস্তের অগ্রিম কপি গ্রাহ্য হইবে না।

অ্যাডভাঃ এ ই আর/পি/১২/৭১
১৫-১২-১৯৭১

(৮৪৮২)

এ সপ্তাহে

আপনার রাশিফল

শ্রীভাস্কর

সৌর জগতে বর্তমান গ্রহ-পরিস্থিতি এই রকম:—বক্রী শনি বৃষে। কেতু কর্কটে। বুধ ও বৃহস্পতি বৃশ্চিকে (শুক্রবার বৃহস্পতি ধনুতে সরে যাবে)। রবি ধনুতে। রাহু ও শুক্র মকরে। মংগল মীনে। চন্দ্র আজ সন্ধ্যায় মীন থেকে যাবে মেষে। মংগলবার রাত্রে চন্দ্র যাবে বৃষে। বৃহস্পতিবার রাত্রে চন্দ্র যাবে মিথুনে। শনিবার রাত্রে চন্দ্র কর্কটে সরে যাবে।

আজ থেকে আগামী শনিবার পর্যন্ত ব্যক্তিগত রাশি অনুযায়ী সম্ভবপর ফলাফল দেওয়া হল।

মেষ—আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে। ব্যবসার ফল আশাপ্রদ। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো সন্তানের জন্য উদ্বেগ হতে পারে। শত্রু নিন্দা প্রচার করতে পারে। কোনো প্রতিযোগিতামূলক কাজে সাফল্য হতে পারে। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে।

বৃষ—আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। মনের কোনো বিশেষ আশা বাস্তবে পরিণত হতে পারে। কোনো বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য খুব ভালো চলবে না।

মিথুন—ব্যয়বাহুল্যের চাপে আর্থিক অবস্থা ভালো চলবে না। ব্যবসাক্ষেত্রে কোনো ঝুঁকি না নেওয়াই নিরাপদ। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো ভ্রাতা বা নিকট আত্মীয়ের সংগে মনোমালিন্য হতে পারে। পারিবারিক শান্তির আশা কম। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

কর্কট—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। বৈষয়িক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। কোনো সন্তানের জন্য মানসিক উদ্বেগ হতে পারে। মানসিক ক্লেশের ইংগিত পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

সিংহ—ব্যয়বাহুল্যের চাপে আর্থিক অবস্থা ভালো চলবে না। ব্যবসাপত্তর ঢিমে তালে চলবে। চাকুরিস্থলে পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। কোনো বিদেশীর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। কোনো ভ্রাতা বা নিকট আত্মীয়ের সংগে মনোমালিন্য হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

কন্যা—আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করা সম্ভবপর হবে না। ব্যবসাপত্তর ঢিমে তালে চলবে। চাকুরিস্থলে বড় রকমের চিন্তার কোনো কারণ দেখা যায় না। কোনো বিষয়ে ভুলের ফলে অর্থক্ষতি বা দ্রব্যক্ষতি হতে পারে। কোনো বন্ধুর সংগে মতবিরোধ হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে।

তুলা—আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো চলবে। ব্যবসার ফল আশাপ্রদ। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। কোনো ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির অনুগ্রহলাভ করতে পারেন। কোনো প্রতিযোগিতামূলক কাজে সাফল্য হতে পারে। শত্রু বশ্যতা স্বীকার করবে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

বৃশ্চিক—ব্যয়বাহুল্যের চাপে আর্থিক অবস্থায় টান পড়তে পারে। ব্যবসাপত্তর ভালো চলবে না। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো সহযোগী বা বন্ধুর সংগে মনোমালিন্য হতে পারে। কোনো বিষয়ে ভুলের ফলে পরে মনস্তাপ হতে পারে। স্বাস্থ্য আশানুরূপ ভালো চলবে না।

ধনু—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধি হতে পারে। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। কোনো ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির অনুগ্রহলাভ করতে পারেন। আর্থিক বা বৈষয়িক ব্যাপারে কোনো ভ্রাতার সংগে মতবিরোধ হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

মকর—আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো চলবে। ব্যবসাক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। ক্ষেত্র বিশেষে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর অনুগ্রহলাভ করতে পারেন। কোনো প্রতিযোগিতামূলক কাজে সাফল্য হতে পারে। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য খুব ভালো চলবে না।

কুম্ভ—আর্থিক অবস্থায় কিছুটা টান পড়তে পারে। ব্যবসাপত্তর ঢিমে তালে চলবে। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। মনের কোনো বিশেষ আশা ফলবতী হতে পারে। কোনো ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির অনুগ্রহলাভ করতে পারেন। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

মীন—আর্থিক ইংগিত শুভ। ব্যবসাক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধি হতে পারে। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। ক্ষেত্র বিশেষে বেকার ব্যক্তির চাকুরিলাভ হতে পারে। কোনো বিষয়ে ভুলের ফলে পরে মনস্তাপ হতে পারে। হঠাৎ কোনো বৈষয়িক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

বড়দিনে আনন্দ উৎসব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করা হয়েছে। চারচে চারচে শান্তির দূত প্রভু যীশুর বন্দনা গান ধ্বনিত হয়।

পশ্চিমবংগের রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস এবং শ্রীমতী ডায়াস এদিন সকালে পরতুগীজ চারচ স্ট্রীটে ক্যাথিড্রাল চারচে প্রার্থনায় যোগ দেন।

বড়দিন উপলক্ষে আলিপুর চিড়িয়াখানা, শিবপুর বোটানিক্যাল গারডেন, ব্যানডেল চারচ এবং ডায়মনডহারবারে প্রচণ্ড ভিড় হয়। সমস্ত ধর্ম ও সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ প্রাণভরে বড়দিনের আনন্দ লুটেছেন। তেমন বড় কোন প্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

বেলা বাড়ার সংগে সংগে উৎসবের উচ্ছলতা বাড়তে থাকে। সন্ধ্যার পরে সাহেবপাড়া ও পারক স্ট্রীট এলাকায় হোটেল রেস্তোরাঁগুলি ছিল 'প্যাকটাব'। শুধু গাড়ী আর গাড়িতে এ-সব জ্যাম-জমাট। গভীর রাত পর্যন্ত এই একই দৃশ্য। তবে অন্যান্যবারের তুলনায় এবার চৌরংগী ও পারক স্ট্রীট এলাকায় তেমন চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ বাতির রোশনাই নেই। এছাড়া আর সব ঠাট ঠিকই বজায় ছিল।

ঢাকায় বড়দিন

ঢাকা থেকে আমাদের স্টাফ রিপোর্টার পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, মুক্ত ঢাকার জনসাধারণ। আজ মহানন্দে বড়দিন উৎসব পালন করেন। আজ ছিল মহম্মদ আলি জিন্নার জন্মদিন। কিন্তু এই প্রথম বাংলাদেশে কোয়েদ-ই-আজমের জন্মদিন প্রতিপালিত হল না। এমনকি সংবাদপত্রে, রেডিও ও টেলিভিশনে কোথাও তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়নি।

আজ হোটেল ইনটারকনটিনেনটালে বড়দিন উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ ভোজসভায় শহরের অনেকে যোগ দেন। সাধারণ মানুষেরা আগে এই হোটেলে আসতে পারতেন না। এই প্রথম বহু সাধারণ মানুষ এই হোটেলে বড়দিন উপলক্ষে বেড়াতে আসেন। সকাল থেকে সারাদিন রাস্তায় প্রচুর লোক বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন। দোকানপাট খোলা ছিল। তবে বড়দিন উপলক্ষে সরকার আজ ছুটি ঘোষণা করেন।

ব্যানডেলে বড়দিন

চন্দননগর থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান, বড়দিন উপলক্ষে শনিবার সকাল থেকেই দলে দলে লোক ব্যানডেল চারচে জড়ো হন। চারচে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠান হয়। এতে যোগ দিতেই খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীরা কলকাতা থেকে ট্রেনে ওখানে যান। অনেক হিন্দু, শিখও বড়দিনের ছুটি উপভোগের জন্য নদীর ধারে ব্যানডেল চারচ সংলগ্ন খোলা মাঠে ছেলেমেয়েদের নিয়ে সারাদিন খেলে বেরিয়ে গল্পে কাটান। সকলেরই সংগে ছিল তৈরি খাবার।

এছাড়া শহরের বহু লোক এদিন চলে যান গ্রামে গ্রামে সকালবেলা, আর বাড়ি ফেরেন সন্ধ্যায়। এজন্য শহরতলি ট্রেনগুলিতে বড়দিনে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি ভিড় হয় এবং কামরাগুলি রঙবেরঙের জামা-কাপড় পড়া ছেলে-বুড়োর কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে।

শিবির কর্মীদের আবার গণ-অনশন

স্টাফ রিপোরটার

রাজ্য সরকারী ত্রাণ ও পুনর্বাসন শিবির কর্মচারী এসোসিয়েশনের ডাকে শনিবার সন্ধ্যা থেকে শিবির কর্মচারী এবং প্রাক্তন গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারের নিয়োগপত্র প্রাপ্ত প্রার্থীদের কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের বিকল্প কর্মসংস্থানের দাবিতে রাজভবনের সামনে আবার গণ অনশন শুরু করেছেন।

শনিবারে এসোসিয়েশনের পক্ষে এক বিবৃতিতে জানানো হয় যে, রাজভবনের সামনে কর্মচারিগণ ৪৮ ঘণ্টার মেয়াদে পর্যায়ক্রমে লাগাতার অনশন চালিয়ে যাবেন।

দাবির সমর্থনে মিছিলের ডাক

এদিন রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, শিবির কর্মচারীদের দাবিসমূহের সমর্থনে সোমবার সমাবেশ ও মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার ফেডারেশনের তরফে এক প্রতিনিধিদল পশ্চিমবংগের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের সংগে দেখা করলে শ্রীরায় শিবির কর্মচারীদের দাবিদাওয়া সম্পর্কে বিবেচনার আশ্বাস দেন।

মারকিনের বিরুদ্ধে চীনা হুঁশিয়ারি

হংকং, ২৫ ডিসেম্বর—চীন আজ মারকিন সরকারের কাছে এই বলে অভিযোগ পেশ করেছে যে, মারকিন জাহাজ চীনের দরিয়ায় প্রবেশ করেছে। এই নিয়ে চীন আমেরিকার কাছে ৪১৭ বার অভিযোগ পেশ করল। —ইউ পি আই

গংগাসাগর মেলা

আগামী ১৯৭২ সালের ১৩ থেকে ১৫ জানুয়ারী পশ্চিমবংগের ২৪-পরগণা জেলার অন্তর্গত সাগর দ্বীপে গংগাসাগর মেলা অনুষ্ঠিত হবে। মেলায় যাতে কলেরা ও বসন্ত রোগ দেখা দিতে ও সেখান থেকে ঐ রোগ দুটি ছড়াতে না পারে, সেজন্য পশ্চিমবংগ সরকার কর্তৃক ভারতীয় সংক্রামক ব্যাধি আইন (১৮৯৭ সালের ৩নং আইন) অনুযায়ী প্রবর্তিত অস্থায়ী বিধি বিধান বলে ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ২২ জানুয়ারী পর্যন্ত কোন লোক কলেরা প্রতিষেধক ইনজেকসন ও বসন্ত প্রতিষেধক টীকা না নিয়ে সাগর দ্বীপ, নামখানা অথবা কাকদ্বীপ থানা এলাকায় স্টীমার, নৌকা বজরা, মোটর গাড়ী, বাস, বিমান বা অন্য কোন যানে অথবা পায়ে হেঁটে যেতে পারবেন না।

পাখতুন নেতার দান

জামসেদপুর, ২৫ ডিসেম্বর—

স্থানীয় পাখতুন নেতা শ্রীগুলাম মহম্মদ স্থির করেছেন, ভুট্টো যতদিন ভারতের বিরুদ্ধে ইসলাম-বিরোধী হুমকি দিয়ে যাবেন ততদিন তিনি প্রতি মাসে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে একশত টাকা দান করবেন।

জামসেদপুর মহিলা কলেজের ছাত্রীরা জয় জওয়ান মেলা সংগঠন করে প্রায় দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেছেন। —ইউ এন আই

কলকাতার কড়চা

দুজন বাঙালী

এই যুদ্ধের শেষের দিকে হঠাৎ একটা উপভোগ্য ব্যাপার থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছিলাম। পাকিস্তান অধিকৃত ঢাকা বেতার কেন্দ্রের প্রচার শুনে আমরা অনেকেই মজা পেতাম—হঠাৎ এক সকালবেলা আমাদের রকেটের আঘাতে সেই বেতার-প্রচার বন্ধ হয়ে গেল।

এত অসংখ্য ঝুরি ঝুরি মিথ্যে কথা শোনানো হতো ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে যে হাস্যরসের উপাদানের জন্যই তা শ্রবণযোগ্য ছিল। যেমন, ওঁদের মতে, হাওড়া ব্রীজ নাকি ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, যুদ্ধের ভয়ে কলকাতা থেকে নাকি দলে দলে লোক পালিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ নাকি দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, ইত্যাদি। কিন্তু একটি ব্যাপারে তাঁরা আশ্চর্য সত্যবাদিতার পরিচয় দিয়েছেন। মাঝে মাঝেই তাঁরা দুজন পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালীর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য সাড়ম্বরে প্রচার করতেন। সেই দুজন হলেন জ্যোতি বসু ও নীরদ সি চৌধুরী। জ্যোতি বসু যখনি বললেন, ইন্দিরা গান্ধী নিজের দেশে জঘন্য অত্যাচার চালিয়ে আবার নির্লজ্জের মতন পাশের দেশের অত্যাচারের নিন্দে করছেন কিংবা ভারতেই গণতন্ত্র নেই অথচ পাকিস্তানে গণতন্ত্রের জন্য মায়াকান্না—তখনই পাক বেতার তা প্রচার করে দিত অক্ষরে অক্ষরে। নীরদ চৌধুরী মশাই অধুনা বিলেতে বিশ্রাম করছেন—গত ন' মাস ধরেই তিনি অবশ্য স্বদেশী বিদেশী কাগজে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করতে ছাড়েন নি। তিনি মস্ত বড় সমর বিশেষজ্ঞ, তিনি বারবার বলেছেন, এ যুদ্ধে পূর্ব বাংলায় ভারত কিছুতেই জিততে পারবে না। এমন কি যুদ্ধ শেষ হবার পরও তিনি রেগে মেগে ইন্দিরা গান্ধীকে গালাগালি দিয়েছেন এবং বলেছেন সব ব্যাপারটাই নাকি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা।

আমাদের দেশের শাসন ব্যবস্থার অনেক কিছুই সমালোচনা করার থাকতে পারে এবং কারুর পক্ষে ভিন্ন মত পোষণ করা গণতন্ত্রে সহনীয়। কিন্তু দেশের আপৎকালীন অবস্থায় শত্রুপক্ষের প্রচারে সাহায্য করা কি ধরনের মনোবৃত্তির পরিচায়ক—তা আমরা জানি না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জ্যোতি বসু একজন সাম্যবাদী (অন্তত তিনি তাই বলেন) এবং নীরদ সি চৌধুরী ঘোরতরভাবে সাম্যবাদ বিরোধী—কিন্তু দুজনেই কখনো কখনো সম্পূর্ণ একমত।

এবারের বড়দিন

এ বছরের বড়দিন একটা বিশাল দিন। শান্তিহীনভাবে আনন্দ করার দিন। সারা দেশ জুড়েই একটা উৎসবের হাওয়া চলছে, তার মধ্যেই বড়দিনের উৎসব। সাহেবী কায়দার ভারতীয়দের মধ্যেও আসরে আসরে এবার সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা। নিখুঁত স্যুট টাই পরা, পারক স্ট্রীট পাড়ার পার্টিতে অনেক সাহেব হঠাৎ বাঙাল ভাষায় ঢাকা বা বরিশালের 'দ্যাশের' বাড়ি দেখার জন্য উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেললেন। যুদ্ধে জয়ী উৎফুল্ল ভারতীয় জওয়ানরা টুপীতে আর একটি পালক নিয়ে এবার উৎসব করলেন।

খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদেরই নয়, বড়দিন এখন সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছেই একটা উৎসবের দিন। ঘরের পাশের নতুন বাংলাদেশও এখন থেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সেখানেও বড়দিন উপলক্ষে গীর্জায় বাঙালী জাতির স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে। কলকাতার প্রধান গীর্জাতেও সেই প্রার্থনা। কলকাতার চব্বিশ তারিখে রাত বারোটায় ঠিক বড়দিন শুরু হবার মুহূর্তে এক আসরে একজন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, আসুন, ভুট্টো সাহেবের সুমতির জন্য একটু প্রার্থনা করা যাক।

প্রাণের স্পর্শ লাগান ছবিতে
ছবি তুলুন আগ্ফা ফিল্ম দিয়ে
আগ্ফা-গ্যাভার্ট

সাদা-কালোয় ছবি তুলুন,—দেখুন কত জীবন্ত! এর জন্যে বাহাদুরী সেই আগ্ফা সুপার প্যান ২৪ ডিন (২০০ এ এস এ)-এর, ভারতে যে রোলফিল্ম সবচেয়ে জনপ্রিয়! আগ্ফার আরো সাদা-কালো ফিল্ম: আগ্ফা আইসোপ্যান আই এস ইউ ২৭ ডিন (৪০০ এ এস এ), আগ্ফা আইসোপ্যান আই এফ ১৭ ডিন (৪০ এ এস এ) রোলফিল্ম আর ৩৫ মি.মি. ক্যাসেট।
কিম্বা রঙীন ছবি তুলুন,—আগ্ফাকালার সি এন ১৭ ইউনিভার্সাল (মাস্ক ছাড়া) আর আগ্ফাকালার সি এন এস (মাস্ক সমেত) নেগেটিভ ফিল্ম দিয়ে তুলুন প্রাণবন্ত রঙীন ছবি আর এনলার্জমেণ্ট; ঝকঝকে রঙীন ট্রান্সপারেন্সির জন্যে আগ্ফা কালার সি টি ১৮ (দিনের আলোর) ফিল্ম। রোলফিল্ম আর ৩৫ মি.মি. ক্যাসেট—দুরকমেরই পাওয়া যায়। প্রত্যেক প্যাকের সঙ্গে সহজবোধ্য নির্দেশ দেওয়া থাকে। ভারতে প্রোসেসিং হয়।

আরো খবর জানতে হলে আপনার নিকটতম অনুমোদিত আগ্ফা-গ্যাভার্ট ডীলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

AGI
একমাত্র পরিবেশক:
আগ্ফা-গ্যাভার্ট ইণ্ডিয়া লিমিটেড
বোম্বাই, নিউ দিল্লী, কলকাতা, মাদ্রাজ
CMAG-148-203 BEN

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহরত্ন ব্যবসায়ী
যেকোনো সমস্যা-সমাধানে
এম পি জুয়েলার্স
১ বিবেকানন্দ রোড, কলি-৭
ফোন: ৩৩-৫৭৬৫ রবিবারে ৩৫-৭২৬০

আসল গ্রহরত্ন
১০ হাজার টাকা গ্যারাণ্টিযুক্ত। আমাদের এখানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতে ফলিত জ্যোতিষের আলোকে হস্তরেখা, কোষ্ঠী বিচার করিয়া রত্নধারণের নির্ভুল ব্যবস্থাপত্র বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ৪টা—৭টা
রত্নাগার
৫৫/৪ গ্রে স্ট্রীট (হাতিবাগান জং), শাখা—লাখটোকিয়া রোড গৌহাটি-১

প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত
শান্তিভূষণ জ্যোতি রত্ন
নিম্ন ঠিকানায় বসিতেছেন। ঠিকুজি, কোষ্ঠী বা জন্মসময় সহ সাক্ষাৎ করুন। সকাল ৮-৩০ থেকে ১১টা, বেলা ২-৩০ থেকে ৭-৩০টা।
আসল গ্রহরত্নের প্রয়োজনে
গ্রহমিত্র
১৬, বৃন্দাবন মল্লিক ফার্স্ট লেন (নিমতলা স্ট্রীট) কলিকাতা-৯
ফোন: ৩৫৪৮৬০ ● মংগলবার বন্ধ

নতুন পার্লে পপিন্স
ফলের স্বাদেভরা লজেন্স
লেবু, জামীর, কমলালেবু, আনারস আর র‍্যাস্পবেরী—এই ৫টি ফলের স্বাদে ভরপুর কমদামের সুন্দর সুন্দর প্যাকে খুব সুস্বাদু ১৩টি লজেন্স পাওয়া যাচ্ছে।
৫টি ফলের মজা পাবেন, পপিন্স যখনই খাবেন
everest/122a/pp-beng

তার তুলনা নেই / শ্রীপান্থ

মোরগ ডাকল। ভোর হল। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেল। আকাশে নতুন সূর্য। সংশয় সূর্যোদয় নিয়ে নয়। রাত্রির তপস্যা যখন শুরু হয়েছিল তখনই জানা গিয়েছিল দিন আসছে। আজ না-হোক কাল, কাল না-হোক—পরশু। এ বছর না-হোক, আগামী বছর। এ দশকে না-হোক, আগামী দশকে। মাত্র নয় মাস কয় দিনে এই দিনে এই নবজাতকের আবির্ভাব। অনেকে নাকি সংশয়াচ্ছন্ন সে-কারণেই, একটু দ্রুত হয়ে গেল না কি? স্পষ্টতই তাদের হিসাবে ভুল। একাত্তরের মার্চ নয়, দিন গুনতে হবে সাতচল্লিশের আগস্ট থেকে। বাংলাদেশের এই স্বাধীনতার স্বপ্ন বলতে গেলে ওই স্বাধীনতার পরদিন থেকেই। ক'বছরের মধ্যেই ও'রা জেনেছিলেন চল্লিশের লাহোর প্রস্তাব পঞ্চাশের লাহোর পকেট থেকে বের করবে না, কখনও না। জেনেছিলেন—ধর্ম যথেষ্ট নয়, সর্বস্ব তো নয়ই। উপনিবেশের লক্ষণ স্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টতর হয়েছে স্বাধীনতার স্বপ্ন। নয় মাসের হিসাব অতএব কাঁচা হিসাব। সন্ধানীর চোখে এমন কি সশস্ত্র বিদ্রোহও সম্পূর্ণ ধারাবাহিকতাহীন নয়। পুলিস এবং ই-পি-আর ব্যারাকে ক্ষোভের প্রমাণ আগেও মিলেছে। পুলিস ধর্মঘট তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা—সবই মুঠো মুঠো করে বারুদ জমানো। সুতরাং দেওয়াল পঞ্জিকার সময় মেপে লাভ নেই।—আর রক্ত? ক' মাস আগে বিদেশী একটি কাগজ লিখেছিল—রক্ত যদি স্বাধীনতার মূল্য হয় তবে বাংলাদেশ তা চুকিয়ে দিয়েছে অনেকদিন। দামের চেয়ে বেশীই দিয়েছে। এখনও দিচ্ছে। প্রতিদিন আবিষ্কৃত হচ্ছে নতুন নতুন কশাইখানা। বিন্দু বিন্দু করে ঢাললে দিব্য কয়েক দশকের খরচ। বাংলার বর্ষার মত ধারাবর্ষণ বলেই বুঝি এই সূর্য এমন রক্তাভ। ভয়াবহ, তবু গৌরবান্বিত।

বাংলাদেশের এই মুক্তিযুদ্ধ উপলক্ষে এবার দর্শনীয় ছিল অনেক কিছুই। বাংলাদেশ তো বটেই, ভারত, বিশ্ব—সবই যেন নতুন চেহারায়। প্রথমে সোনার বাংলার মুখখানার কথাই বলি। হঠাৎ এ কোন বাঙালী? চিরকাল শুনে এসেছি বাঙালী জীর্ণ শীর্ণ বিষণ্ণ এক জনগোষ্ঠীর নাম। তারা বাকপটু, কর্মে অপটু। এক পর্যবেক্ষক লিখেছিলেন—এরা "গ্যারুলাস, ক্রিয়েটিভ, ভলেটাইল"। ফেরুয়ারির ঢাকা ঘুরে আসার পরও আর একজনের মন্তব্য : বাঙালী গান ভালবাসে, সুর ভালবাসে। ওরা ভালবাসে মশলাদার ব্যঞ্জন, রূপসী নারী, আর কাব্যগ্রন্থ। কয়েকদিনের মধ্যেই সেই বাঙালী বিশ্বকে জানিয়েছে—তার চেয়েও বেশী ভালবাসে তারা অস্ত্র। রাইফেল, স্টেন গান, এল-এম-জি। ডাল-ভাত-খেকো বাঙালীর এ-পরিচয় অনেকের কাছেই অপ্রত্যাশিত, সম্পূর্ণ নতুন। ও'রা সব বাঙালীর জন্য এক চিরকালীন উত্তরাধিকার অর্জন করলেন।

মুক্তিযোদ্ধারা কী করেছেন, কতখানি করেছেন তার পূর্ণ মূল্যায়ন এক্ষুনি সম্ভব নয়। কিন্তু অভিজ্ঞ সামরিক পর্যবেক্ষকরা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন—তাঁদের ভূমিকা অসামান্য। শেষদিকে প্রতিদিন গড়ে তিরিশজন করে হানাদারকে উচ্ছেদ করেছেন তাঁরা। আট মাস ধরে শত্রুকে ব্যস্ত রেখেছেন, উদ্বেগে ফেলেছেন, বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। ভারতীয় বাহিনী পা বাড়াতে গিয়ে দেখলেন—সীমান্তের শত শত চৌকির অধিকাংশ মুক্তি-সেনার দখলে। সুতরাং বিশাল পাক-বাহিনীর পেশী-বহুল দেহে এ'রা "আলপিনের খোঁচা" দিতে পেরেছেন মাত্র, এটা ঠিক কথা নয়। যে-কোনও গেরিলা-বাহিনীর পক্ষে এদের কৃতিত্ব ঈর্ষাজনক। তার চেয়েও মুগ্ধকর বুঝি বাংলাদেশের বিদ্রোহের ভঙ্গীটি। এমন ব্যাপক ব্যাপ্তি, স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের নজির সত্যই দুর্লভ। গণবিদ্রোহ নানা সময়ে বিশ্বের নানা বিন্দুতে দেখা গেছে। দেখা গেছে বিপ্লবের অগ্ন্যুৎপাতও। কিন্তু যাকে বলে গণ-অনুমোদন সে ব্যাপারে বাংলাদেশের সঙ্গে কোনও সম-জাতীয় কাণ্ডের কোনও তুলনা হয় না বোধহয়। স্বাধীনতার আগে যে তিন সপ্তাহব্যাপী স্বাধীনতা, মুজিবের অসহযোগ আন্দোলন, তার দ্বিতীয় উপমা কোথায়? নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের কাছাকাছি বিজয় নাকি একবার দেখা গিয়েছিল আয়র্ল্যাণ্ডে। কিন্তু জজ সাহেব থেকে কৃষক শ্রমিক—অসহযোগের এই দৃষ্টান্ত বোধহয় অনন্য। ইয়াহিয়া বেতারে কবুল করেছিলেন — ওরা সমান্তরাল সরকার চালাচ্ছিল। তারপর বিস্ফোরণ। প্রতিটি নগরে বন্দরে, গঞ্জে গ্রামে এক সঙ্গে জয় বাংলা ধ্বনি। প্রতি ছাউনিতে এবং শিবিরে অস্ত্র গর্জন। স্বতঃস্ফূর্ত এই বিদ্রোহ রূপে অপরূপ। আগে থেকে নক্‌শা কাটা থাকলে খরচ বাঁচে সন্দেহ নেই, পরের কাজও সহজ হয়। কিন্তু বেহিসাবীর উদ্দামতায় সৌন্দর্য অন্যরকম। এটা মহাবিদ্রোহ। '৫৭ সনের বিদ্রোহে সিপাহীরা ছিলেন আগে আগে, অন্যরা বহুলাংশে নিস্পৃহ কিংবা দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু বাংলায় সকলে এক সঙ্গে। সৈনিক আর জনতা মিলে এক ঝড়ের সমুদ্র। সেখানে প্রথাচারী, লোকাচার বিশ্বাসী, রাজনীতিক, আমলা, কূটনীতিক—সকলে পাশাপাশি—প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহযোদ্ধা। শান্তিকামী আটপৌরে গৃহস্থ মধ্যবিত্ত রাজনীতিক যাঁদের সাধ এবং সাধ্য সম্পর্কে নানা মনে সন্দেহ, তাঁরাও অবলীলায় নূতন দিগন্ত মেনে নিলেন। বিদ্রোহের পতাকাটি হাত থেকে ছুঁড়ে দিয়ে পালিয়ে গেলেন না কেউ। পরে কী হবে তা নিয়ে এই মুহূর্তে গবেষণা অবান্তর। আওয়ামি লীগ নিঃসন্দেহে কর্তব্য পালন করেছেন। ঢিলেঢালা গড়নের গণতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি দলের পক্ষে এ ভূমিকা চমকপ্রদ। ঐতিহাসিক।

ঐতিহাসিক এই মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় গণতন্ত্রের ভূমিকাও। অন্যরা কেন বাংলাদেশের সূর্যোদয়কে মেনে নিতে পারছেন না তা নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। বাংলাদেশ নাকি কারও হাতের কেতাবের সঙ্গে মিলছে না। কেন,—বোঝা দুঃসাধ্য। পাকিস্তানকে পাক-দরদীরাও বলেন, "ইউনিক স্টেট", অনন্য এক রাষ্ট্র। ইয়ান স্টীফেন অবশ্য এক নিঃশ্বাসে ইজরায়েল এবং রাশিয়ার নামও উল্লেখ করেছেন। এগুলো নাকি একই ধরনের। তুলনাগুলো আদৌ ঠিক নয়। পাকিস্তান অভিনব রাষ্ট্র তো বটেই, বড়জোর ছিল এক পরীক্ষামূলক রাষ্ট্র। একজন ইংরাজ সাংবাদিক লিখেছিলেন—এ যেন ইংল্যান্ড আর ইতালিকে নিয়ে এক রাষ্ট্র গড়া, মাঝখানে বিরোধী ফ্রান্স। সত্য বলতে কি, পরীক্ষা গোড়া থেকেই ব্যর্থ,—পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি যে সদ্য মারা গেল তা নয়, যথার্থ বিচারে কোনও দিন ছিলই না। ছিল যা সে কল্পনা মাত্র। এই কল্পনাটাকেই বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলছিল এতদিন। চেষ্টা চলছিল পাক জনসাধারণের স্বার্থে নয়, অন্যদের স্বার্থে। নয়তো জন্মের পরক্ষণেই তাকে এভাবে যুদ্ধের খেলনা উপহার দেওয়া কেন? কোথায় যেন পড়েছিলাম, সাজসরঞ্জাম নিয়ে একটি অতি আধুনিক মার্কিন বোমারুর খরচে আড়াই লক্ষ শিক্ষকের এক বছরের মাইনে হয়ে যায়, অথবা একশ' শয্যার পঁচাত্তরটি আধুনিক হাসপাতাল গড়া যায়, কিংবা কেনা যায় পঞ্চাশ হাজার ট্রাক্টর! এসবের বদলে তবু রাশি রাশি অস্ত্র দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানকে। জন্মের ক' মাসের মধ্যে তাকে কাশ্মীরে হানাদার পাঠাতে উৎসাহিত করা হয়েছে, জঙ্গী ক্লাবে আসন এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য অতএব আমেরিকা যথাসাধ্য করবে বই কি! গণতন্ত্র, খোলামেলা সমাজ ব্যবস্থা—এসব কথার কথা মাত্র। আমেরিকার বিশ্ব-নীতিতে নিত্য যে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার মহড়া—তাতে দুইটি মাত্র পক্ষ,—নীল আর লাল। নীল মানে আমেরিকা, লাল—রাশিয়া। কল্প রণাঙ্গনে রাশিয়াকে বসিয়ে ক্রমাগত সেখানে নাকি এক জটিল দাবা খেলা চলেছে। অ্যান্ড্রু উইলসন হিসাব দিয়েছেন ১৯৬৩ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমপক্ষে দুই শ' ছক নিয়ে খেলা হয়েছে। তারপর থেকে ছকের সংখ্যা প্রতি দুই বছর অন্তর দ্বিগুণ হয়ে চলেছে, এবং কমপক্ষে একশ' প্রতিষ্ঠান আজ এই কাল্পনিক লড়াইয়ে ছক রচনায় ব্যস্ত। প্রধানত এই দাবা খেলা চলে সামরিক মহলেই। কিন্তু বছরে তিনবার অনুষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক-সামরিক ছকে খেলা, সেটা ঠাণ্ডা-লড়াইয়ের গবেষণার অন্তর্গত। মাথা মাথা ব্যক্তিরা যোগ দেন তাতে। গুরুতর ভূমিকা গ্রহণ করে কমপিউটারও। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভাবলে সহজেই বোঝা যায় গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী আমেরিকার চোখে স্পেনে কেন ফ্রাংকো ভাল, পর্তুগালে সালাজার। কেন ও'রা ইরাণে শাহকে পছন্দ করেন জর্ডনে হুসেনকে, ভিয়েৎনামে কাই কিংবা থিউকে, পাকিস্তানে আয়ুব ইয়াহিয়াকে। "থিংক ট্যাংক" তথা "বুদ্ধির চৌবাচ্চা" বোঝাই যত বুদ্ধি তার সার কথা : গণতন্ত্র মানে—"ফর দি পিপল, বাই দি পিপল" নয়, গণতন্ত্র মানে বিশেষ তন্ত্রের অনুপস্থিতি। "ওয়ার গেম"-এর একমাত্র লক্ষ্য "নীল"-এর বিজয় পতাকা প্রতিষ্ঠা। উইলসন তাঁর "ওয়ার গেম" বইয়ে আরও একটি অবিশ্বাস্য তথ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি বলছেন—এই খেলায় প্রতিপক্ষ কীভাবে খেলবে তা নির্দিষ্ট, কিন্তু নীল-এর পক্ষে খেলোয়াড়দের চালে কোনও বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই,—যেমন খুশি। বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর অথবা তার লেজ গুটিয়ে প্রত্যাবর্তন সবই অতএব সম্ভব।

চু এন লাই বলেছেন নাকি—পূর্ব বাংলা মাউন্টব্যাটেন-এর রেখে যাওয়া "টাইম বম্"। এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। বোমাটা সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে ফাটল না—এই যা। চু তবু বাংলাদেশকে স্বাগত জানাতে পারছেন না, তিনিও অবশ্যই আর এক খেলায় মগ্ন। সংগ্রামীর পতাকার রঙ দেখে রক্তের রঙ নির্ধারণের চেষ্টা হয়তো লজ্জাকর, হয়তো বেদনাদায়ক। কিন্তু উপায় কি? বাংলাদেশের সৌভাগ্যই বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য। তার ভৌগোলিক অবস্থান, তার জনসংখ্যা, তার বন্ধুভাগ্য—সবই অন্যের চোখে অতিশয় গুরুতর। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। কিন্তু সেকুলার রাষ্ট্র। অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের চোখে সে বিপজ্জনক বিদ্রোহী। বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম রাষ্ট্র। ভারতের জনসংখ্যার সঙ্গে তাকে বন্ধুভাবে যোগ করলে, এশিয়ার মানচিত্র এবং মনোচিত্র অন্যরকম হয়ে যায়।

খ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

দালিয়ার মুখ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ময়দানের মঞ্চ থেকে
সামনে তাকিয়ে
ছোট্ট সেই মেয়েটিকে আমি দেখতে পেয়েছিলুম,
এতদিন যার মুখে এতটুকু হাসি ছিল না।

দালিয়া,
ঢাকা থেকে আসা আমার বোন!
আমি জানি,
মাসের পর মাস কেন তুমি হাসোনি।
জানি,
আজ আবার হঠাৎ তুমি হেসে উঠেছ কেন।

যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত মুখের উপর আবার হাসি ছড়িয়ে যাচ্ছে,
এই দৃশ্য দেখার চাইতে
বড় কোনও পুণ্য আছে বলে আমি জানি না।

দালিয়া,
আমি জানি যে,
গোটা বাংলাদেশ আজ আবার তোমার ওই মুখের মধ্যে
হেসে উঠেছে।

ফিরে চলা

আলোকচিত্র : চিত্রজিৎ ঘোষ

খবর বেশ জবর | অরুণ বাগচী

মনে করুন একটা টেলিগ্রাফের তার, সার সার খুঁটির উপর দিগন্ত পেরিয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। তার এক প্রান্তে শহুরে আস্তানা, বিজলী বাতি, সিগারেটের ধোঁয়া, টেবিল ঘিরে উৎসুক মুখ, জোর তর্ক চলছে 'কে হারবে, কে জিতবে'. সুসজ্জিত পোশাকের তলে একটু বুক দুরদুর। আর সেই তারের অপর প্রান্তে, হয়তো ধানী জমি, হয়তো রুক্ষ পাথুরে পরিবেশ, কলকল জল, খরস্রোতা নদী, ঘাসের উপর সৈন্যদের শিবির, খয়েরী পোশাক পরা সৈন্যরা। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তারে খবর পাঠাতে সময় লাগবে মাত্র এক ঘণ্টা। এখন বলুন তো আপনি কোন প্রান্তে থাকতে চাইবেন?

মর্নিং পোস্ট-এর সমর সংবাদদাতা উইনসটন চার্চিল সেই ১৮৯৯ সালেই স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন, "আমি থাকব যেখানে খবর জন্মাচ্ছে। খবর কী জানবার জন্য ব্যস্ত অলসতা আমার পোষাবে না।" বুয়র যুদ্ধের সময় বন্দীশিবির থেকে পালিয়ে তিনি তাঁর কাগজের জন্য প্রথম যে রিপোরট পাঠিয়েছিলেন (৩০ ডিসেম্বর, ১৮৯৯) তাতে লিখেছিলেন : শরীরটা বড্ড কাহিল হয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি মুক্ত। এখন আবার যুদ্ধের বিবরণ জোরকদমে পাঠাতে পারব।"

চার্চিল পরবর্তীকালে যে উজ্জ্বল ভূমিকাতেই থাকুন না কেন, তিনি যে যথার্থ প্রতিবেদক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ কী! খবর সংগ্রহকারী মাত্রই জানেন, তাঁর পেশা বস্তুত নেশার সেরা নেশা। যেখানে খবর জন্ম নিচ্ছে সেখানে উপস্থিত থাকবার জন্য তাঁর রক্ত অবাধ্য হয়ে উঠবেই। আর যুদ্ধ যে সবচেয়ে উত্তেজক খবরের খামার, কে তা অস্বীকার করবে? এর সঙ্গে যুদ্ধ ভাল কী মন্দ, সে তর্কের কোনো সম্পর্ক নেই। মনে মনে যিনি ঘোর যুদ্ধবিরোধী, যিনি কিছুতেই তলোয়ার হাতে নেবেন না, সেই সাংবাদিকও সাগ্রহে কলম তুলে নিয়ে রণক্ষেত্রের দিকে পাড়ি জমাবেন।

অবশ্য সমর সংবাদদাতা আর ক'জন হন? অধিকাংশ নাগরিক ওই টেলিগ্রাফের তারের এই প্রান্তে। রোজ ভোরবেলা কাগজের জন্য ছটফটানি। এসে—পৌঁছলে বাড়িতে কাড়াকাড়ি। তারপর সমস্ত দিন ধরে জাবর কাটা। কী হল, কী হল ভাব। অন্য কোনো কাজে তেমন মন নেই, সুখ নাস্তি।

অন্যান্য দেশে লড়াই বাধলে সমগ্র দেশ তাতে জড়িয়ে পড়ে। নানা দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয়। শহরে গুলতানি করবার জন্য পড়ে থাকেন বৃদ্ধ, অশক্ত বা শিশুর দল। কাজেই যুদ্ধ সমগ্র সমাজের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। আমরা এখনও সেই স্তরে পৌঁছতে পারিনি। আজও আমাদের হয়ে লড়াই করে সৈন্যরা। আর আমরা কাগজ পড়ে, রেডিও শুনে উৎকর্ণ কৌতূহল কিছুটা মেটাই। আমাদের অনেকের কথা শুনে মনে হবে যেন সীমান্তে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। কে' গোল দিল মশাই? বা কত স্কোর বলুন তো—ঠিক এই ধরনের গলা নিয়ে লোকে টেলিফোনে জিজ্ঞেস করেন, অমরা কতটা এগুলাম অমুক বা তমুক ফ্রণ্টে? কেন এত 'স্লো' চলছে সব কিছু?

এই এক ধরনের অতিসারল্য আমার কাছে বরণীয় মনে হত যদি বুঝতাম, জাতির মেরুদণ্ড খুব শক্ত হয়েছে। যুদ্ধের মত ভয়ংকর একটা বস্তুও আমাদের বিচলিত করতে পারে না। দুঃখের বিষয়, এটা তো আদপেই সত্য নয়। তিনবার দেশ প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু আমরা লড়াই কী তা পরিষ্কার বুঝতে পারিনি। বাংলা দেশের বাঙ্গালী অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। হয়তো তাদের চরিত্রে কিছু ইস্পাতের মিশেল এই দুঃখের মাঝখানে ঘটে যাবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আমরা, যুদ্ধক্ষেত্রের এত কাছে থেকেও কেমন অব্যাহতি পেয়ে গেলাম। আজ ভারত এবং বাংলা দেশের হয়ে লড়তে যারা কামানের মুখে এগিয়ে গেছে তারা অধিকাংশই ঘর খালি করে এসেছে দূর পানজাব গাড়ওয়াল থেকে। অমরা কজন বাড়ির আরাম ছেড়েছি, কাজে ফাঁকি দেওয়া ঘুষ নেওয়া বন্ধ করেছি? কফি হাউস, রেস্তোরাঁ, পারক স্ট্রিটের পানশালায় আমাদের হল্লা এতটুকু কমেনি। খাদ্যে ওষুধে ভেজাল অনুমান করি যথারীতি চলেছে। জল ব্যাটারী চড়া দামে কিনে ব্ল্যাক আউটের রাস্তায় বিস্তর মানুষ বিপন্ন হয়েছে। মূল্য বৃদ্ধি, কর বৃদ্ধির দরুন আঁচটা সম্পূর্ণ যাচ্ছে বাবা-কাকাদের উপর দিয়ে। তরুণেরা যথাপূর্ব, সিনেমার লাইন ভারী করছেন এবং নায়কনায়িকারা কখন তাঁদের সিটি দেবার বা সরস মন্তব্য করবার সুযোগ দেবেন, সেজন্য মুখিয়ে থাকছেন।

বলি না যে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই এই সনাতন শৈথিল্য এবং চরিত্রহীনতার মিছিল চলেছে। সব রাজ্যেই অল্প-বিস্তর এই ছবি। কিন্তু তাতে সান্ত্বনা কোথায়? ঘরের পাশেই বাংলা দেশ। আমরাও বাঙ্গালী। আমাদের কি কর্তব্য নয় একটু বেশী সচেতন হওয়া? পদ্মা পারের স্বভাষীরা আমাদের যে উজ্জ্বল হয়ে উঠবার সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছেন। আর একটু আত্মমর্যাদা বোধ জাগলে ক্ষতি কী? রুচি আর একটুখানি উন্নত হলে?

আবার বলি, যুদ্ধ ভাল কী মন্দ, সেটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু যুদ্ধ একটা বিরাট চ্যালেনজ, যা একটা জাতিকে প্রমাণ রাখবার সুযোগ দেয় যে তার চরিত্র কতখানি দৃঢ়। প্রতিকূল অবস্থায় যে দেশ সতেজ দাঁড়িয়ে থাকে, জিতুক হারুক, সাধুবাদ তারই প্রাপ্য। গত মহাসমরের প্রলয়পয়োধিজলে ব্রিটেন যে অমন ভাসমান ছিল তা শুধু দ্বীপ বলে নয়। ওই দ্বীপবাসীর চারিত্রিক শক্তি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। নইলে শুধু চারচিলকে কুমীরছানার মত তুলে তুলে দেখিয়ে ইংরেজ বেঁচে যেত না। যেমন রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে বঙ্গসন্তান রুচি এবং প্রতিভার স্বর্গে পৌঁছয় না। অথবা গান্ধী জওহরলালের দোহাই পেড়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অক্ষয় অধিকার মিলবে না ভারতবাসীর। আজকের ইন্দিরা গান্ধী টেনে হিঁচড়ে আমাদের কত দূরে নিয়ে যাবেন? আমরা পায়ে হেঁটে যতখানি যেতে পারব, ততখানিই তো?

১৯৬২ সালের চীনা হানা আমাদের প্রথম বিপদ সংকেত। যে সরকারকে অহরহ গাল পেড়েছি সবাই মিলে, ১৯৬৫ সালে সেই সরকার প্রমাণ দিয়ে দিলেন তাঁরা আর একচক্ষু হরিণ নন, আত্মরক্ষার প্রস্তুতি বহু এগিয়েছে। ওই সংকটের সময় প্রথম মনে হয়েছিল জাতি বোধহয় তার মেরুদণ্ড এতদিনে পেয়েছে। কিন্তু আজ, প্রায় সব রণাঙ্গনে জওয়ানদের অভূতপূর্ব সাফল্য সত্ত্বেও শুনতে হয়, হ্যাঁ মশায় হায়দ্রাবাদ কেন এখনও সৈনারা নিতে পারল না? ঢাকার পতন হতে দেরী হচ্ছে কেন, বলুন তো?

যাইহোক, যুদ্ধের খবরের জন্য সবার ঔৎসুক্য খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। বিভিন্ন সংবাদপত্র এই কারণে তাদের বাঘা বাঘা রিপোর্টারদের পাঠান সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে। নানা ঝুঁকি নিয়ে সংবাদদাতারাও খবর সংগ্রহ করে পাঠান পাঠকদের কথা মনে রেখেই। অন্যান্য দেশে সমর সংবাদদাতারা অধিকতর ভাগ্যবান। তাঁরা একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে হাজির হতে পারেন, তাঁদের সে সুযোগ দেওয়া হয়। আমাদের দেশে এখনও অতখানি এগোনোনি সরকার, যদিও ক্রমেই রিপোর্টারদের উপর আস্থা কর্তৃপক্ষের বাড়ছে। চীনা

খ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

রবিবার
১০ পৌষ, ১৩৭৮

রবিবাসরীয় আলোচনী

না দেখে দরজা খুলো না

রাহুল রায়

ধারাবাহিক গোয়েন্দা উপন্যাস

সাত

শুকদেব ইলোরাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চেয়েছিলো। ইলোরা বললো, দরকার নেই। রাহুল আর শুকদেব ইলোরাকে ট্রামে তুলে দিলো। তারপর দুজনে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলো রাহুলের বাড়ি।

শুকদেব মনে মনে ভাবছিলো সেই কালো ফিয়াট গাড়িটার কথা। তাদের পেছনে একটু দূরে মন্থর গতিতে আসছিলো। ইলোরার কথা শুনে রাহুল আর শুকদেব ফিরে তাকাতে স্পীড তুলে পাশের আরেকটি বড়ো রাস্তার মোড় ফিরে অন্যদিকে চলে গেল।

রাহুল তখন কোনো মন্তব্য করেনি। দ্বিতীয়বার ফিরেও তাকায় নি।

এখনও রাহুলের নির্বিকার মুখ।

ওই গাড়িটা আমাদের ফলো করছিলো কেন? —শুকদেব জিজ্ঞেস করলো।

এখন বাড়ি ফিরে কি করবি? —বললো রাহুল,—আমার এখানেই দুপুরটা কাটানো যাক।

ওই কালো ফিয়াট গাড়িটা—

আমার সঙ্গেই খেয়ে নিবি। মা,—গলা চড়ালো রাহুল—শুকদেব এখানেই খাবে।

আমাদের পেছন পেছন—

তারপর টেনে একটা লম্বা ঘুম দেওয়া যাবে।

শুকদেব কালো ফিয়াট গাড়িটা সম্বন্ধে আর কোনো প্রশ্ন করলো না। খেতে বসে রাহুল সাম্প্রতিক রাজনীতির আলোচনা করলো, খাওয়ার পর নিজের ঘরে ফিরে আলোচনা করলো সম্প্রতি দেখা এক রুমানিয়ান ছবি, তারপর খাটের উপর পাশাপাশি শুয়ে দুজনে গল্প আর ইলোরার কথা আলোচনা করলো।

এক সময় ওঘরে টেলিফোন বাজলো। রাহুলের মা ধরলো। চাকর রাহুলের ঘরে এলো। রাহুল উঠে গেল। শুকদেব কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো। কিছু শুনতে পেলো না। রাহুল ফিরে এলো।

সবিতা ফোন করছিলো,—বললো রাহুল।

কি বললো?

অন্য খামগুলোতে নানা রকমের চিঠি আছে। কয়েকটি অন্য দু'তিন জন মেয়ের চিঠি, পারিবারিক চিঠি। তবে যে খামের মধ্যে সবিতার চিঠিগুলো আছে, তার মধ্যে তিনটে ভাঁজকরা কাগজও আছে। এবং সেগুলো চিঠি নয়,—ম্যাপ।

ম্যাপ? কিসের ম্যাপ?

সবিতা বুঝতে পারছে না। কতকগুলো অক্ষর আছে ম্যাপের নানা জায়গায়। তা থেকে কিছুই আঁচ করা যাচ্ছে না।

শুকদেব তড়াক করে খাটের উপর উঠে বসলো। তার চোখ দুটি গোল।

গুপ্তধন। আমার মনে হচ্ছে গুপ্তধন।

রাহুল হেসে উঠলো। বললো, চুপচাপ শুয়ে পড় দিকি। ছেলেবেলায় গল্পের বইতে যা পড়েছিস সেসব এখনো মাথায় শেকড় গেড়ে আছে। ম্যাপ,—সুতরাং গুপ্তধন। পেছনে কালো ফিয়াট গাড়ি,—সুতরাং পিছু নিয়েছে। তার মধ্যে দুজন কালো মুখোস পরা লোক দেখিস নি, যে রকম দেখা যায় বিদেশী সিনেমায়? দুটো পিস্তল ছিলো না তাদের হাতে?

কালো ফিয়াট গাড়িটা কিন্তু সত্যি সত্যি আমাদের পেছন পেছন আসছিলো।

আমাদেরই পেছন পেছন আসছিলো কে বললো?

খুব আস্তে আস্তে চলছিলো সেই গাড়ি।

তুই জীবনে কোনোদিন ভালো ডিটেকটিভ হতে পারবি না।

কেন?

তোর সেই চোখ নেই।

নেই? গাড়িটা আমি দেখিনি? তার মধ্যে স্যুট পরা তিনজন লোক ছিলো তাদের আমি দেখিনি? ড্রাইভারের পাশে যে লোকটি ছিলো তার চোখে কালো গগলস ছিলো সেটা আমি লক্ষ্য করিনি?

হ্যাঁ, এসব লক্ষ্য করেছিস, কিন্তু আসলে যা চোখে পড়া উচিত ছিলো, সে সব তোর চোখে পড়েনি।

কি চোখে পড়েনি শুনি?

একজন গাড়ি চালানো শিখছিলো। গাড়ির সামনে এল লাগানো ছিলো।

এল লাগিয়ে একটা গাড়ি গোয়েন্দাদের ফলো করতে পারে না?

এল লাগিয়ে? এটা গোয়েন্দা উপন্যাস যারা লেখে তাদের মাথায় আসবে না। আমি তো এ পর্যন্ত পাইনি কোনো বইতে। এবং একথাও ভাবতে পারি না যে ওরকম ক্ষেত্রে কোনো আনাড়ি গাড়ি চালাবে।

আনাড়ি?

লোকটা যে ভাবে গাড়ি ঘোরালো তাতে বেশ বোঝা যায়, ও ভালো করে গাড়ি চালাতে পারে না।

শুকদেব একটু মাথা চুলকালো, প্রথমটা কোনো উত্তর দিলো না, তারপর বললো,—কিন্তু সবিতার কাছে তিনটে ম্যাপ, এটা বেশ রহস্যজনক।

হ্যাঁ, ম্যাপ যখন, রহস্য তো বটেই।

কি করবি এখন?

কিছু না।

মানে?

ম্যাপ আমাদের কি কাজে লাগবে? আমার সামনে প্রশ্নটা কি? একটি লোককে পটল তুলে পড়ে থাকতে দেখা গেছে বাথরুমের মধ্যে। কে তাকে খুন করেছে তাকে আমার খুঁজে বার করতে হবে কাল পরশুর মধ্যে। এবং যাকে গোয়েন্দা উপন্যাসের ভাষায় বলে সূত্র, ওরকম কিছু আমার হাতে নেই।

সবিতা?

সে চোখে কিছু দেখেনি, সুতরাং সাক্ষী হিসেবে তার কোনো দাম নেই।

তাহলে কি করে অপরাধীকে ধরবি?

এখনো ঠিক জানি না।

শুকদেব হাই তুললো। বললো,—দ্যাখ, এ ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই। আমরা কিছু করতে পারবো না। এসব পুলিসের কাজ, ওরাই যা করবার করবে।

ওরা কি করবে জানিস? তিন চার-দিনের মধ্যেই সবিতার সন্ধান পাবে। তারপর ওকে হেনস্তা করবে। সুতরাং তার আগেই আমাদের কিছু একটা করা দরকার।

কি করতে পারি আমরা?

চব্বিশ ঘণ্টা কিছুই করতে পারি না।

তারপর?

দেখা যাক।

শুকদেব বুঝলো যে রাহুলের মাথার মধ্যে কিছু থাকলেও সে সেটা ভাঙবে না। সে আবার হাই তুললো। পাশ ফিরে শুলো, মনে হোলো রাহুলের এখানে সময় নষ্ট না করে ইলোরাকে নিয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলে হো'তো। সে মনে মনে কল্পনা করতে লাগলো যে নিরিবিলি গাছের তলায় ইলোরার কোমর জড়িয়ে ধরে চুপচাপ বসে আছে। ইলোরা তার কাঁধে মাথা রেখেছে। ইলোরার চুলের মিষ্টি গন্ধ নাকে লাগছে।

ইলোরা।

উঁ।

দেখি, মুখটা এদিকে ফেরাও তো।

ইলোরা মাথা নাড়লো।

একবার।

ইলোরা আবার মাথা নাড়লো। তারপর বললো,—এই যাঃ, কি হচ্ছে। আমি আর আসবো না বলে দিচ্ছি।

শুকদেব ওর কোমর থেকে হাত সরিয়ে গম্ভীর মুখ করে একটু দূরে সরে বসলো।

ইলোরা আবার কাছে সরে এসে গা ঘেঁষে বসলো।

রাগ?

শুকদেব কোনো উত্তর দিলো না।

আমার উপর?

শুকদেব চুপ করে রইলো।

ইলোরা দুহাতে শুকদেবের গলা জড়িয়ে ধরলো।

শুকদেব মুখ ফিরিয়ে নিলো।

ইলোরা এক হাতে ওর গলা জড়িয়ে অন্য হাতে ওর চুল ধরে ওর মুখ নিজের মুখের উপর নামিয়ে আনলো।

এমন সময় মনে হোলো পেছনে ঠিক পিঠের উপর ঠাণ্ডা ইস্পাতের ছোঁয়া। শুকদেব চমকে উঠে ফিরে তাকালো।

খবরদার, চিৎকার করবে না। কোনো আওয়াজ নয়।

দুজন লোক পরনে স্যুট। চোখে কালো গগলস। হাতে রিভলবার। একটু দূরে সবুজ অ্যামবাসাডর। তার পেছনে কালো ফিয়াট।

চুপচাপ উঠে এসো।

কালো ফিয়াটের ভেতরেও দুজন লোক। ওদেরও হাতে পিস্তল।

তুমি ওঠো অ্যামবাসাডরে। না মেয়েটি নয়। শুধু তুমি। মেয়েটি উঠবে ফিয়াটে।

না, না, না,—গর্জে উঠবার চেষ্টা করলো শুকদেব। কিন্তু গলা শুকিয়ে গেছে। কোনো আওয়াজ বেরোচ্ছে না।

ইলোরা ছাগলছানার মতো চাউনি দিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

আমি মরি তো মরবো, কিন্তু ইলোরাকে বাঁচাবোই,—ভাবলো শুকদেব। সে পাশের লোকটাকে একটা ঘুষি মারবে ভাবলো। কিন্তু হাত একেবারে অসাড় হয়ে গেছে। উঠছে না কিছুতেই।

ইলোরাকে অন্য লোকটি ফিয়াটের ভিতর ঠেলে দিলো। ফিয়াট ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলে গেল। শুকদেবকে এরা ঠেলে ঠেলে নিয়ে চললো সবুজ অ্যামবাসাডরের দিকে। এতক্ষণে শুকদেবের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল।

ইলোরা—ইলোরা—।

চা তৈরী। এবার উঠে হাতমুখ ধুয়ে নে। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিস।

শুকদেব চোখ রগড়ে তাকালো। টেবিলের উপর চায়ের পট, কাপ ডিশ দুধ চিনি পেয়ালা। রাহুল নিজের জন্যে এক কাপ চা তৈরী করছে। তার পরনে প্যান্ট বুশ শার্ট চটি।

এক্ষুণি বেরোচ্ছিস?

না, অনেকক্ষণ আগেই বেরিয়েছিলাম। একটু আগে ফিরেছি। ইলোরার স্বপ্ন দেখছিলি? ষাঁড়ের মতো ইলোরা ইলোরা করে চাঁচাচ্ছিলি কেন?

শুকদেব হাসলো। তারপর উঠে বসলো।

কোথায় গিয়েছিলি?

সবিতার ওখানে। তারপর অনিরুদ্ধদার ওখানে।

ম্যাপগুলি দেখেছিস?

রাহুল পকেট থেকে তিনটি ভাঁজ-করা কাগজ বার করে শুকদেবের হাতে দিলো। শুকদেব খুলে দেখলো। কিছুই বুঝতে পারলো না।

অনিরুদ্ধ-দাকে এগুলো দেখিয়ে আনলি বুঝি?

মাথা খারাপ? তাহলেই চেপে ধরবে, কোত্থেকে পেলে, মেয়েটি কোথায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

তা হলে অনিরুদ্ধ-দার কাছে গিয়েছিলি কেন?

অমিয় সেনের ফ্ল্যাটের চাবির জন্যে।

কেন?

আজ আবার একটু ঘুরে দেখতে হবে ফ্ল্যাটের ভেতরটা।

বিশেষ কিছু খুঁজছিস?

হয়তো।

কি?

এখন বলবো না।

শুকদেব হাত মুখ ধুয়ে এসে গায়ে জামা চড়ালো।

রাহুল শুকদেবের জন্যে কাপে চা ঢালছিলো। বললো,—অমিয় সেনের মৃত্যু সম্বন্ধে একটা প্রিলিমিনারি রিপোর্ট পাওয়া গেছে। তবে এখনো সব রকম ইনভেসটিগেশন চলছে ফরেনসিক ল্যাবরেটারিতে।

কি ভাবে মরলো?

প্রুসিক অ্যাসিড।

কি করে?

বোধ হয় কোকোকোলার গ্লাসে।

তা হলে তো সবিতা মুশকিলে পড়বে।

উপন্যাসের চরিত্র হলে তাকে জড়িয়ে ফেলতে পারলে গল্পটা খুব একসাইটিং হোতো। সেই সঙ্গে ওর ফিঁয়াসি কমলেশ মিত্তিরকে লুকিয়ে আমার সঙ্গে একটু রোমান্স।

ঠাট্টা রাখ। অমিয় সেনের সঙ্গে শুধু সবিতাই ছিলো। ওদের দুজনের হাতে দুটো কোকোকোলা ছিলো। তারপর যা হয়েছে, সে তো সবিতার মুখে শোনা একটি গল্প, আর আমাদের শোনা একটি দুটি আওয়াজ। সবিতার নামে খুনের মামলা হলে ওর পক্ষের অ্যাডভোকেট খুব সুবিধে করতে পারবে বলে মনে হয় না।

আমি অ্যাডভোকেট হলে ওকে খালাস করে নিয়ে আসতে পারতাম। সেটা কোনো সমস্যা আপাতত নয়। এ ব্যাপারের সঙ্গে ওর নাম জড়িয়ে না যায় সেটাই সমস্যা।

আমরা যদি মুখ বুজে বসে থাকি তিন চার পাঁচদিন পুলিস ওর খোঁজ পাবে না। কিন্তু তারপর?

আমার আপাতত আটচল্লিশ ঘণ্টা দরকার। তার পরে কি হবে না হবে তা নিয়ে আমার কোন দুর্ভাবনা নেই।

শুকদেব চায়ে চুমুক দিয়ে বললো,—যে কোনো ডিটেকটিভের একটা খোলা মন থাকা দরকার। কিন্তু তুই প্রথম থেকেই যে ভাবে ধরে নিয়েছিস যে সবিতা খুনী নয় সেটা আমার ভালো লাগছে না।

আমি যদি গোয়েন্দা কাহিনী লিখতাম খুব অপ্রত্যাশিত কাউকে খুনী বানিয়ে দিতাম। সবিতা খুনী হলে গল্পটা জমে না। এমন কেউ যাকে আমরা কিছুতেই সন্দেহ করতে পারি না, যেমন ধর পলার দাদা তপন, কিংবা ধর সবিতার বন্ধু কমলেশ। আমি তুই বা ইলোরা কিংবা পলাও হতে পারতো, কিন্তু যেহেতু আমরা চারজন একসঙ্গে ছিলাম, আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে বলা যায় না, আমরা সবাই একসঙ্গে গিয়ে ওই ব্যাটাকে খতম করে এসেছি। কেন?—না, ও ইলোরার সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টা করছিলো।

না, না, ইলোরার সঙ্গে কেন? পলার সঙ্গে।

দুজনের সঙ্গেই।

ব্যাটাকে খুন করা হয়েছে ভালোই হয়েছে। আপদ গেছে।

রাহুল হাসতে লাগলো শুকদেবের কথা শুনে।

শুকদেব বললো,—আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, কমলেশ জানতে পেরেছিলো অমিয় সেন সবিতাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে। তাই সে এক ফাঁকে এসে—

না, না, সে রকম হয়নি,—রাহুল মাথা নেড়ে বললো।—অবশ্য ইংরেজি ডিটেকটিভ গল্পে ওরকম ঘটনা আমি পড়েছি।

তাহলে?

কি ভাবে ব্যাপারটা ঘটেছে আমি জানি। কেন ঘটেছে, সেটা অনুমান করার

খ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ওদের নামতে দেখে ঠোঁটের উপর আঙুল রাখল

আবহমান ভগ্নীভ্রাতা

পূর্ণেন্দু পত্রী

ডাইনে বাঁয়ে দুই দিকে দুই বাংলা আমার
আপন স্বজন দুজন মাতা।
ভালবাসার সাঁকোর ওপর পা টলমল পা টলমল
পা বাড়ালেই পদ্মা নদী
হাত বাড়ালেই পদ্ম পাতা
এবার পাবো।
আজান-বাজান-ভাটিয়ালীর কণ্ঠনালীর ছন্দগাথা
প্রবহমান নদীনালায় শুনতে যাবো।
পাঁজর পোড়া গর্ত খোঁড়া হাটের মাঠের ঘরের ঘাটের
সব দরজা জানলা খুলে খুঁজতে যাবো
অগ্নিবরণ ভোরবেলাতে আমরা ক'জন আবহমান
ভগ্নীভ্রাতা।
ডাইনে বাঁয়ে দুই দিকে দুই বাংলা আমার
আপন স্বজন দুজন মাতা।

না দেখে দরজা খুলো না

ক পৃষ্ঠার পর

চেষ্টা করছি। এবং কারা আসামী সেটা আমার জানা দরকার।

কি ভাবে জানবি?

গোয়েন্দা কাহিনী কি ভাবে লেখা হয় জানো? লেখক আগের থেকে ছক করে নেয়, মানে গল্পটা পেছন দিক থেকে তৈরী করে। তার সুবিধে মতো সাসপেন্স তৈরী করে। আসল আসামী যে, তার উপর থেকে নজর সরিয়ে দেওয়ার জন্যে নানা রকম ভাঁওতা দেওয়ার চেষ্টা করে। তারপর দুম করে আসল আসামীকে হাজির করে। তুই অবাক হয়ে ভাবলি,—এ লোকটা? আমি ভাবতেই পারিনি। তুই যদি কোনো ডিটেকটিভ উপন্যাস দ্বিতীয়বার পড়িস, কিংবা আগে শেষটা পড়ে নিয়ে তারপর প্রথম থেকে পড়িস, তাহলেই—বুঝতে পারবি লেখক কোথায় তোকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছে।

তুই কি বলতে চাইছিস?

এই অমিয় সেনের ব্যাপারটা, মনে কর এরকম একটা পরিস্থিতি নিয়ে আমি যদি গল্প তৈরী করার চেষ্টা করতাম, কাকে খুনী বানাতাম? আমি তিন চারটি সম্ভাবনার কথা ভাবছি, কিন্তু অঙ্ক মিলছে না। কেন জানিস? জীবনের প্যাটার্নটা অঙ্ক নয়।

কিছুই জানিস না, অথচ দুদিনের মধ্যে ধরে ফেলবি আসল আসামীকে?

আমি খুব সিরিয়াসলি ভাবছি প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাজটা পেশা হিসেবে নেবো কিনা। তবে তোর মতো সহকারী হলে দুদিনেই লালবাতি জ্বালাতে হবে।

আমি তোর সহকারী হলে তোর ঘটনাগুলো নিয়ে ডিটেকটিভ বই লিখবো। তাহলে অনেক পয়সা পাওয়া যাবে।

মাথা খারাপ? লোকে বলবে বাংলা ডিটেকটিভ বই,—নিশ্চয়ই ইংরেজি থেকে মেরে দেওয়া।

শুকদেব চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলো। তারপর বললো, আমার ভারী বয়ে গেছে সহকারী হতে। আমি এর মধ্যে কোনো উত্তেজনা পাচ্ছি না। বসে বসে শুধু গ্যাঁজানো।

উত্তেজনা?—রাহুল সিগারেট ধরালো, —পাবি। হয়তো কালই পাবি।

শুকদেব কোনো উত্তর দিলো না। সে হাত বাড়িয়ে একটি সিগারেট নিলো রাহুলের প্যাকেট থেকে।

আজ রাত্তিরে আমরা পলার ওখানে যাচ্ছি।

হঠাৎ?

পলার ফোন এসেছিলো একটু আগে।

দুজনে একসঙ্গেই বেরোলো। শুকদেব গেল নিজের বাড়ি। মাকে একবার বলে আসা দরকার। সারাদিন বাড়ি ফেরেনি। রাত্তিরেও যদি দেরি করে ফেরে তাহলে মা ভাববে। রাহুলও বললো, তার একটু কাজ আছে, সেসব সেরে সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ পলার ওখানে যাবে।

সাড়ে পাঁচ। —ছয়। —সাত। —সওয়া সাত।

দরজায় বেল।

এসো রাহুল।

শুকদেব এসেছে?

হ্যাঁ, এই মাত্র। কিন্তু ইলোরার পাত্তা নেই এখনো। ওই তো আসছে। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনেই টের পেয়েছি।

তপন-দা?

বেরিয়েছে, তবে এসে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

রেকর্ড প্লেয়ারটা ঠিক চলছে তো?

হ্যাঁ, দাদা সারা দুপুর চালিয়েছে তোমার কথা মতো।

আবার চলবে রাত একটা পর্যন্ত।

কি মতলব বলো তো?

এখন না। পরে।

ভাগ্যিস বাবা কলকাতায় নেই।

হাঃ হাঃ হাঃ।

হিঃ হিঃ।

আরে, ইলোরা উঠে আসছিলো না? গেল কোথায়?

পলা আর রাহুল দুজনেই হঠাৎ চুপ করে গেল। কারো পায়ের সাড়া শোনা গেল না।

রাহুল পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো। পলাও চুপচাপ এলো পেছন পেছন।

দোতলায় নেমে এসে দেখলো ইলোরা অমিয় সেনের অন্ধকার ফ্ল্যাটের দরজায় কান পেতে আছে। ওদের উপর থেকে নামতে দেখে ঠোঁটের উপর আঙুল রাখলো। তারপর হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলো।

পলা আর রাহুল দরজার উপর কান রাখলো। কিছু শুনতে পেলো না।

কি ব্যাপার? —রাহুল ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো ইলোরাকে।

ইলোরা রাহুলের কানের কাছে মুখ এনে বললো, —দরজার তলা দিয়ে টর্চের আলো দেখলাম। সেটা নিবে গেল। একটু পরে স্টীলের আলমারি খোলার আওয়াজ পেলাম।

রাহুল কয়েক মুহূর্ত ভাবলো। তারপর বললো, —উপরে চলো।

শুকদেব চেয়ারে বসে একটি ইংরেজি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলো।

রাহুল বললো, —রেকর্ড প্লেয়ার চালাও। তোমরা সবাই খুব গল্প করো, গলা চড়িয়ে হাসো। তোমাদের হইচই যেন রাস্তা থেকে শোনা যায়। আমি যতক্ষণ না ফিরি ততক্ষণ।

তুই একা যাচ্ছিস কোথায়? —জিজ্ঞেস করলো শুকদেব, —আমিও আসছি সঙ্গে।

—না।

থানায় ফোন করে দিলে হোতো না? —পলা বললো।

না, এখন নয়।

ফিরতে দেরি হবে?

জানি না, তবে খুব বেশী দেরি হবে বলে মনে হয় না। হ্যাঁ, একটা কথা, জানলা দিয়ে কেউ উঁকি মারবে না বলে দিচ্ছি। [ক্রমশ]

উপার্জন হউক

বৈদেশিক সহযোগিতায় পরিচালিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি-তে বার্ষিক শতকরা ১২ টাকায় আপনার অর্থ বিনিয়োগ করুন। কোম্পানির ব্যালান্সসীট সহ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক নির্ধারিত পূর্ণ বিবরণ ও তথ্যাবলী ইচ্ছুক বিনিয়োগকারীরা পাইতে পারেন।

যোগাযোগ করুন—

এ আর ব্যানার্জী

জোনাকির জ্যোৎস্নাধারা

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঝাঁকড়া গাছের মাথাভর্তি যখন জোনাকির আলো জ্বলে, তখন মনে হয় এক চিলতে আকাশে যেন তারার মেলা বসেছে। স্নিগ্ধ আলোয় চোখ আটকে যায়, গাঁয়ের নিশুতি রাত জোনাকিরা জেগে পাহারা দেয়, তৈরী করে মোহময় পরিবেশ।

জোনাকির আলো কিন্তু ওদের পূর্বরাগের এক অভিনব ধরন। স্ত্রী জোনাকি নিম্নাঙ্গের উজ্জ্বল আলোক যন্ত্রটি জ্বালিয়ে প্রতীক্ষা করে প্রেমিকের। আকর্ষণ করে পুরুষ জোনাকিদের। পুরুষ জোনাকি সেই আলো দেখে প্রলুব্ধ হয়ে ছুটে চলে আসে স্ত্রী জোনাকিদের কাছে। যে আগেভাগে আসতে পারে, সে-ই স্ত্রী জোনাকির সঙ্গ লাভের সৌভাগ্যের অধিকারী হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রী জোনাকির পাখনা থাকে না, পুরুষের চেয়ে জ্যোতিপূর্ণ আলোর অধিকারী হয়। তবে গ্রীষ্মাঞ্চলের লুসিয়োলা জাতীয় জোনাকির স্ত্রী পুরুষ দুজনেরই পাখনা থাকে, এই জাতের স্ত্রী জোনাকির আলোকযন্ত্র পুরুষের চেয়ে নিষ্প্রভ। অনেকেরই ধারণা জোনাকির আলো ফসফরাস-জনিত উত্তাপহীন দীপ্তি। আসলে জোনাকির আলো রঞ্জন-রশ্মি এবং অতি বেগনি রশ্মির সমধর্মী। পরীক্ষায় দেখা গেছে দিনের বেলাতেও ওদের নিম্নাঙ্গ থেকে ক্ষীণ নীলাভ আলোর বিকিরণ হয়। কাজেই এই আলোকযন্ত্র ওদের আপন অ্যানাটমির অঙ্গীভূত। অন্ধকারে আরও বেশি উজ্জ্বল দেখা যায় এই যা। ফটোগ্রাফিক প্লেটেও জোনাকির আলো ধরা যায়।

ল্যাম্পাইরিস স্পেশার্ডিডউলা জাতের **জোনাকির আলো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল**। ওরা যে বনে থাকে সেই বনের মধ্যে ঢুকলে মনে হবে শূন্যে আলো জ্বলছে আর বাতাসে তার শিখা এদিক ওদিক ঠিকরে পড়ছে। কিউবা এবং তার কাছাকাছি অঞ্চলের আদিবাসীরা আগে কেবল জোনাকি ঘরে রেখে তার আলোতে দৈনন্দিনের কাজকর্ম চালাতো। বড় বোতল বা পাত্রে জোনাকি ধরে রেখে তার স্বাভাবিক আলোয় ঘর-গেরস্তর রান্না-বান্না সারত।

কিউবার স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের সময় কর্নেল গর্জাস মাত্র এক বোতল জোনাকির সাহায্যে একটি জটিল অপারেশন করতে পেরেছিলেন। কিউবার আদিবাসী যুবতীরা খোঁপায় জোনাকি আটকে রেখে কেশ-বিন্যাস করত।

নিউজিল্যাণ্ডের ওয়েটোমো গুহার আরাকনোক্যাম্পা লুমিনোসা জাতীয় জোনাকির লার্ভা জগত বিখ্যাত। এই জোনাকি-শিশুর জ্যোৎস্নার মেলা দেখবার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে বহু দর্শক ভিড় জমাত। ওয়েটোমো গুহার ভিতরে যে হ্রদ আছে তারই প্রশস্ত ছাদটিকে ওরা বেছে নিয়েছে নিরাপদ জায়গা হিসেবে। আরাকনোক্যাম্পা এই ছাদে অজস্র ডিম পেড়ে বাইরে চলে আসে, কয়েকদিন পরেই ডিম থেকে লার্ভারা বিকাশ লাভ করে আর অন্ধকার ছাদটা হয়ে ওঠে অসংখ্য নক্ষত্রখচিত আকাশের মত। প্রত্যেকটি আরাকানোক্যাম্পা লার্ভা অনেকগুলি করে আঠাল সুতো তাদের দেহ থেকে চারদিকে নামিয়ে দেয় আর জোনাকির আলোকযন্ত্র থেকে যে আলো বেরোয় তা এই সুতোগুলিকে উজ্জ্বল করে তোলে। এই সময় ছাদের দিকে তাকালে মনে হবে আলোর ঝরণা চারদিকে বয়ে চলেছে।

আরাকনোক্যাম্পা জোনাকির লার্ভার আর একটি আশ্চর্য ক্ষমতা আছে, তা হল শব্দানুভূতিপ্রবণতা। সামান্য শব্দ পেলেই ওরা সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের গুটিয়ে নিতে পারে। ফলে হয়ত কিছুক্ষণ আগে দেখা গেল সারা ছাদে জ্যোৎস্নার বান বইছে আবার কয়েক মিনিট পরেই সেখানে ঘুটঘুটে অন্ধকার নামিয়ে দেওয়াও ওদের পক্ষে সম্ভব।

ক পৃষ্ঠার পর

সুতরাং, সোনার বাংলার নামে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হতে সময় লাগাটা আদৌ বিস্ময়কর নয়। তাতে কিছু আসে যায় না। মনে রাখা চাই—চীনকে স্বীকার করে নিতে কারও কারও বাইশ বছর লেগেছে। শুধু ভুট্টো সাহেব কেন, আরও অনেকেই হয়তো অনেকদিন চোখ বুজে থাকবেন।

এই যুদ্ধে, বলতে দ্বিধা নেই, গণতন্ত্রের মুখ রক্ষা করেছে ভারত। বাংলাদেশের গণতন্ত্রীরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে যে চমক সৃষ্টি করেছেন তার চেয়েও চমকপ্রদ বোধহয় সম্ভাব্য এক গণতন্ত্রের পক্ষে ভারতের অস্ত্র ধারণ। ভারতীয় জওয়ানের কৃতিত্ব তর্কাতীত। অনেক উপকথার মৃত্যু ঘটিয়েছেন তাঁরা, রণচাতুর্যে রচনা করেছেন নতুন ইতিহাস। "ব্লিৎসক্রীগ", ইজরায়েলের ছয় দিনের লড়াই—সব যেন ম্লান হয়ে যায় চৌদ্দ দিনের এই যুদ্ধে। ঠিক তেমনই ইতিহাস আজ এই যুদ্ধে জাতীয় পটভূমিটুকুও। গণতন্ত্রের অনিবার্য নিয়তি যে তথা-কথিত ধ্বজাধারীদের তল্পিবাহন নয়, গণতন্ত্র যে ইচ্ছা থাকলে আগে বাড়তে পারে, বলিষ্ঠ হলে সৃজনশীল হতে পারে, বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ উপলক্ষে ভারত তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। অনেকে বলেন—এই যুদ্ধ এড়াবার সাধ্য ভারতের ছিল না। নিঃশর্ত আপসে বোধহয় খুব সামর্থ্যের

তার তুলনা নেই

প্রয়োজন হয় না। বলা হয়—ভারত হিসাব করে দেখেছে '৬৫ সনের যুদ্ধে তার যা খরচ পড়েছিল তার চেয়ে তিরিশ গুণ বেশী খরচ হয়ে গেছে শরণার্থী ত্রাণে। সুতরাং, যুদ্ধ "ইকনমিক",—ব্যয় সংক্ষেপের একমাত্র পথ। কিন্তু এটাও তো শোনা যায় যে, নিঃশর্ত শান্তি, অর্থাৎ স্বাধীন বাংলার দামে অর্জিত শান্তি মেনে নিলে শরণার্থীদের খরচ মিটিয়ে দেওয়ার মত লোকও ঘুর ঘুর করছিলেন আশে পাশে! সুতরাং, বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক কারণে ভারত এই ঝুঁকি নিয়েছে এটা মনে করার কোনও কারণ নেই। মানবিক, রাজনৈতিক, সামাজিক—আরও অনেক চিন্তাই নিশ্চয় সংকল্পকে দৃঢ় করেছে। অবশেষে পশ্চিম সীমান্তে পাক হঠকারিতা, ইজরায়েলী ঢঙে বিমান হানা। ভারতের সামনে করণীয় তখন একটাই। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধকে নিজেদের আত্মরক্ষার যুদ্ধ বলে গ্রহণ। যাঁরা ভেবেছিলেন ভারতীয় বাহিনী একদিন মুক্তি-যোদ্ধাদের দিকে অস্ত্র উঁচিয়ে ধরবে, তাঁরা সবিস্ময়ে দেখলেন মুক্তিযোদ্ধা আর ভারতীয় বাহিনী পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে রণক্ষেত্রের দিকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পূর্ব ইউরোপের ঘটনাবলী মনে পড়বে আজ অনেকের। বাংলাদেশের কাহিনী বোধহয় আরও স্পষ্ট, হয়তো কখনও কখনও আরও উজ্জ্বল। বিশেষত, সেদিন মহাযুদ্ধ। বিস্তর আগুন, বিস্তর ধোঁয়া।

একটি পরম ঐতিহাসিক মুহূর্তে এই যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত—এটা অবশ্যই নেতৃত্বের গৌরব। ইন্দিরা গান্ধী যদি তারপরও দ্বিধাগ্রস্ত হতেন, যদি শরণার্থীর চাপে তিনি গুঁড়িয়ে যেতেন, কিংবা অন্ধকার সুড়ঙ্গ ধরে চলতে চলতে যদি তিনি দেখতেন যে, জাতিকে নিয়ে তিনি এক বীভৎস মৃত্যু-উপত্যকায় উপনীত, তাহলেও তাঁকে সহানুভূতির সঙ্গেই বিচার করতে হত ভাবীকালকে। কেন না, প্রতিকূলে যে সব শক্তি সেগুলো মোটেই তুচ্ছ ছিল না। এখনও নয়। কিন্তু দুঃসাহসিক তাঁর নেতৃত্ব। প্রমাণিত হচ্ছে প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ভুল, সময় নির্ঘণ্ট ঘড়ির কাঁটা ধরে। রুশ ভারত মৈত্রী চুক্তি থেকে শুরু করে পশ্চিম সীমান্তে একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা পর্যন্ত—মুন্সিয়ানার নানা স্পর্শ। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝাই যায় না—সমগ্র জাতি এক বিপজ্জনক যুদ্ধে লিপ্ত। নাটকীয় মুহূর্তও এসেছে, কিন্তু নাটক নেই। মধ্যরাত্রিতেও বেতার ভাষণ, কিন্তু কী শীতল শান্ত—সে কণ্ঠস্বর। জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু সেও নামেই। নিয়মিত পার্লামেন্ট বসেছে, বিরোধী পক্ষের সঙ্গে শলা-পরামর্শ চলেছে, বিমান আক্রমণ সম্ভাবনাকে অবহেলা করে রামলীলা ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশে আমেরিকার সর্বশেষ চিঠি নিয়ে জনতার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী যেভাবে ঢাকার পতন সংবাদ সংসদকে জানিয়েছিলেন তাও দেখবার মত। তিনি বলেছিলেন—আমার কাছে ছোট্ট একটি খবর আছে আপনাদের শোনাতে পারি, এতটা বেজে এত মিনিটে আমাদের বাহিনী ঢাকায় প্রবেশ করেছে।

সেই নেত্রী যখন বলছেন—যুদ্ধ শেষ হয়েছে কিনা আমি বুঝতে পারছি না, তখন উক্তিটিকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করাই শ্রেয়। ইয়াহিয়া তাঁর শেষ লড়াই লড়েছেন। ভুট্টোর শেষ লড়াই এখনও বাকি। সুতরাং শুধু বাংলা-দেশ নয়, ভারতকে সতর্ক থাকতে হবে। ইন্দিরাজী বলেছিলেন—ডিসেম্বর কৃষ্ণ-মাস। পরে বলেছেন—পরের কয়েকটি মাসও সংকটজনক হতে পারে। আমাদের ধরে নেওয়া ভাল—সংকটজনক হতে পারে কয়েকটি মাস নয়,—আগামী কয়েকটি বছর। কেননা, যুদ্ধ জয়ের চেয়েও একালে দুরূহ শান্তি জয়।

নিঃসন্দেহে ডালিমা!

বিস্কুট!
বিস্কুট!
বিস্কুট!
মচমচে বিস্কুট!
খাস্তা বিস্কুট!
প্রাতঃরাশের জন্য বিস্কুট!
শোবার সময় খাবার বিস্কুট!
কফির সঙ্গে বিস্কুট!
চায়ের সঙ্গে বিস্কুট!
পিকনিকের জন্য বিস্কুট!
পার্টির জন্য বিস্কুট!
এ বিস্কুট আপনার জন্য
আমার জন্যেও!

ভাল বিস্কুট—নিঃসন্দেহে সেরা বিস্কুট।

Dalima

ডালিমা সবরকমের বিস্কুট তৈরী করে।
গ্লুকোজ, পাইন-এ্যাপেল ক্রীম, বাটার ক্রীম, ক্রীম-ওয়েফার্স, অরেঞ্জ ক্রীম, টোকো, ক্যারাওয়ে, নোনতা, এরারুট, টী বিস্কুট, কোকোনাট কুকিজ প্রভৃতি আরও কত।

ডালিমা বিস্কুট প্রাঃ লিঃ, রাজপুরা, পাঞ্জাব।
(পূর্বেকার পাতিয়ালা বিস্কুট ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রাইভেট লিমিটেড)

mcm/db/20ben

নাইলন-মোজাতে যাদের চর্ম্ম-রোগ হয়,
সেই 'নাইলন-সেনসেটিভ' স্কীনের জন্য তৈরী করেছেন—
১০০% কমড্-সুতী সুতার মোজা, ডবল ইলাস্টিক টপ। সেন্‌সেটিভ স্কীনের উপযুক্ত করেই তৈরী

FEATHER-TOUCH-SOCKS
PRICE - 2'95

পী-গ্রী-ডিলারের কাছে পাবেন, নতুবা— পী-গ্রী-রিটেল হোসিয়ারী সপ্।

ANTI-STATIC-TREATED NYLON মোজাও তৈরী করেন।

খবর বেশ জবর

ক পৃষ্ঠার পর

হামলার সময় মনে আছে তেজপুর স্টেশন ক্লাবে সাংবাদিকদের অধীর প্রতীক্ষা, কবে আমাদের নেফা-র ভিতরে যেতে দেবে। শুধু সামরিক কর্তৃপক্ষের মুখে ভাষ্য শুনে সম্পূর্ণ তৃপ্তি মেলে না। পাঠকদের জিজ্ঞাসাও মেটে না পুরোপুরি। ১৯৬৫ সালে দেখা গেছে সামরিক কর্তারা তথা ভারত সরকার কিছুটা যেন উদার হয়েছেন। এবার সেই উদারতার ক্ষেত্র অনেকটা বিস্তৃত। ফলে যুদ্ধের বহু টাটকা খবর পাঠকরা চট করে সকাল-বেলার চায়ের টেবিলেই পেয়ে গেছেন। আমাদের জওয়ানদের বীরত্ব, সাহস ও অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতির খবর তাদের বিস্তারিত পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এইটুকু করতে না পারলে কোনো সংবাদসেবীর তৃপ্তি হত না। যুদ্ধের আভা যাদের মুখের উপর পড়েছে, মৃত্যুর কালো ছায়া উপরে পাখা মেলেছে জেনেও যারা বীরদর্পে এগিয়ে গেছেন, বাংলাদেশকে মুক্ত করেছেন, তাঁদের কাহিনী তুলে ধরতেই হবে। আজ ঢাকা মুক্ত হয়েছে বলে আমার আপনার যে গভীর আনন্দ, তারই পাপড়ির তলে ওই সব সৈন্যদের সাহস-শ্রম বৃন্তের মত কাজ করেছে।

অবশ্য খবর শুধু কলমের মুখে বা টাইপরাইটারের চাবির চাপে ফুটে ওঠে না। সংবাদচিত্র বা নিউজফোটো যে কত বাঙ্ময় হতে পারে, এবার তার অজস্র প্রমাণ মিলেছে। এমন ছবি তোলা হয়েছে যার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া লাখো শব্দের কাজ নয়।

আমি জানি বহু মানুষের মনে আজ এক নতুন ধ্বনিময় জগতের জন্ম হচ্ছে। আবার অনেকের চোখ কাছেপিঠে কিছুই দেখছে না, দৃষ্টি চলে গেছে দূর অতীতে। বহু ফ্রিজ-শট আবার বন্ধনমুক্ত হয়ে নড়তে চড়তে শুরু করেছে। কল্পনার ডাক-গাড়ি ঝম ঝম করে সারাব্রিজ পেরিয়ে চলে যাচ্ছে সান্তাহার পার্বতীপুর আমিনগাঁ-র দিকে। নারায়ণগঞ্জ—জগন্নাথগঞ্জ স্টিমারে রান্না মাংসের সুঘ্রাণ নাকে আসছে। চাঁই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাঠা—নাকিসুরে ফিরি করছে ভৈরববাজারের আধ-বুড়ো লোকটা। বেণু ছইয়ালের কালো পিঠে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে টপ টপ, ছইয়াল ধানগাছের গোড়ায় হাত দিয়েছে। চলনবিলের নৌকো চলছে। ইস্টিমারের ভোঁ। পদ্মা, যমুনা, মেঘনা কাঁপছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে মেহের কালীবাড়ির পিছনে। সূর্য উঠছে, ঝলমল মুজিবুরের বাংলাদেশে।

॥ জয় বাংলাদেশ ॥

অন্ধকারের অবসানে সূচনা হলো আত্মপ্রত্যয়ের বলিষ্ঠতায় ভরা নতুন উজ্জ্বল দিনের। এই মহান পুণ্য লগ্নে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের পাশে আমরাও শরিক।

বাংলার পুনর্গঠন ও সার্বিক উন্নয়ন যজ্ঞে হাত মেলাতে আমরাও উৎসাহী।

আমাদের উৎপাদিত এবং ভারতীয় কলকারখানায় ব্যবহৃত ফেরোসিলিকন নিয়ে বাংলাদেশের সেবার জন্য আমরা প্রস্তুত। ১৯৭৩ সালের শেষে ফেরোসিলিকন উৎপাদন দ্বিগুণ করতে ইতিমধ্যেই সম্প্রসারণের কাজে হাত দিয়েছি। এছাড়া একমাত্র আমরাই সর্বপ্রথম ভারতে সিলিকন মেটাল উৎপাদন করবো।

একমাত্র বাংলাদেশের সরবরাহই সম্পূর্ণ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে হবে।

imfa INDIAN METALS & FERRO ALLOYS LTD.
REGD. & HEAD OFFICE : BOMIKHAL, P. O. RASULGARH, BHUBANESWAR. ■ FACTORY : THERUBALI, KORAPUT, ORISSA.
IMPALA-IMFA-71/S

ঋতুসংহার

ইন্দ্রজিৎ

ভারতবর্ষ ষড়ঋতুর দেশ। প্রত্যেকটি ঋতুর একটি সুস্পষ্ট মূর্তি এবং চরিত্র আছে। বিভিন্ন ঋতুর সে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে, বৃক্ষ লতায়, ফুলে পল্লবে এমন কি মানুষের মনেও চাক্ষুষভাবে ফুটে ওঠে। সামান্যতম পরিবর্তনটুকুও তাপে শৈত্যে শুষ্কতায় আর্দ্রতায় বর্ণে গন্ধে প্রকাশ পায়। মানুষের স্বভাবেও এর প্রভাব দেখা দেয়। বৈশাখের তাপে যে মানুষ কথায় বার্তায় শুষ্ক রুক্ষ্ম, শ্রাবণের ধারায় সেও বাক্যে ব্যবহারে গদগদ, শরতের আলোয় উৎসবে মত্ত আবার শীতের হাওয়ায় কুণ্ঠিত কুণ্ঠিত। গ্রীষ্মতাপে একটুতেই যার উষ্মা বাড়ে, শীতকালে সে মানুষও শান্ত স্বভাব, শীতল মস্তিষ্ক। হেমন্তের গেরুয়াবসনা মূর্তি দেখে যার মনে একটু বা বৈরাগ্যের ভাব দেখা দিয়েছিল বসন্ত সমাগমে দেখা যায় সেও ভোগের পাত্র সাজিয়ে নিয়ে ভোজে বসে গিয়েছে। আমাদের এই ঋতুবৈচিত্র্য আমাদের অনুভূতিকে তীব্র এবং তীক্ষ্ম করেছে। তার প্রমাণ রয়েছে আমাদের ভাষায়। যে মানুষের অনুভূতির ধার নেই, কোন বিষয়ে ইতর বিশেষ জ্ঞান নেই, আমরা তার সম্বন্ধে বলি—ওর শীত গ্রীষ্ম বোধ নেই। বাঙালীর সূক্ষ্ম বোধ বুদ্ধির আরেকটি প্রমাণ তার হেমন্ত ঋতু। এ ঋতুটি বলতে গেলে বাংলা দেশের নিজস্ব ঋতু। শরতের শেষে, শীতের আগে কুণ্ঠিত চরণে, কুয়াশার আবরণে মুখ ঢেকে অতি সন্তর্পণে যে চলেছিল সেও তার চোখ এড়িয়ে যেতে পারে নি। শরৎ আর শীতের মাঝখানে প্রায় অলক্ষিত ঐ অতিথিটিকেও সে একটি আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। হিমের রাতে শীতের আভাস দিয়েছে কিন্তু শীতকাল নয়; অপর পক্ষে 'কাশ ঝরে যায় নদীর তীরে' অতএব শরৎকালও নয়। তথাপি 'কুহেলিবিলীন ভূষণবিহীন' হেমন্ত লক্ষ্মীকে চিনতে তার বিলম্ব হয়নি।

এদিক থেকে ইংরেজরা আমাদের তুলনায় একটু স্থূল প্রকৃতির বলতে হবে। তারা মোটা মোটা চারটি ভাগ করে নিয়েছে—শীত গ্রীষ্ম শরৎ বসন্ত। গ্রীষ্ম তো নামে মাত্র। সারা বছর শীত, ওরই মধ্যে শীতের প্রকোপটা যখন একটু কমে আসে তাকেই বলে গ্রীষ্ম, বলে বসন্ত। শরৎকে স্মরণ করেছে ফসল কাটার সময় বলে। আমেরিকা তো আরোই ওস্তাদ। গাছে গাছে পাতা ঝরতে শুরু করে বলে ওরা তার নাম দিয়েছে ফল্—সোজা বাংলায় যাকে বলে ন্যাড়া। শুনলে গা জ্বলে যায়। আর আমরা আমাদের শরৎকে কী চোখেই না দেখেছি, বলেছি—আমার নয়ন ভুলানো এলে। হেমন্তকে ওরা বাদ দেবে সে তো জানা কথা, কোন সূক্ষ্ম জিনিস ওদের চোখে পড়বার কথাই নয়। আগে বলেছিলাম হেমন্তের হরিদ্রাভায় বৈরাগ্যের একটু রং মাখানো আছে। আমার তো মনে হয় ওদেশে হেমন্ত নেই বলে ইংরেজ চরিত্রের

ধারে কাছেও বৈরাগ্য নেই। অবশ্য সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের দেশেও বৈরাগী যত আছে, বৈরাগ্য ততখানি নেই। একথাও মানতে হবে যে আমাদের ঋতুপর্যায় দ্রুত-পরিবর্তনশীল বলে আমাদের মতি-গতিও একটু অস্থির চঞ্চল। আমাদের আসক্তি বিরক্তি—দুই-ই ক্ষণস্থায়ী।

যাক্‌গে, বর্ষা আর হেমন্তকে বাদ দিয়েছে বলে আমি বহুকাল ধরে ইংরেজদেরই ঋতুসংহারের দায়ে দায়ী করে আসছিলাম। এবারই হঠাৎ আমার মনে কিঞ্চিৎ সংশয়ের উদয় হয়েছে। যে হেমন্তকে অত্যন্ত সৌম্য শান্ত নম্র বলে আমার ধারণা ছিল, এবার দেখছি দুদিন বাদে বাদেই সে চোখ রাঙিয়ে, শিং বাঁকিয়ে বুনো মোষের মত ঘূর্ণি ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসছে। মাস-খানেকের মধ্যে তিন তিন বার। এই যদি তার স্বভাব হয় তাহলে ঋতুর তালিকা থেকে ওর নাম কেটে দেওয়াই ভালো। আমরা মুখে বলি ঋতুরঙ্গ; তাই বলে এতখানি রঙ্গ বরদাস্ত করা মুস্কিল। ইদানীং দেখছি কেমন যেন সবই ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। এই বর্ষার ব্যবহারটাই দেখুন না। সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন, এবারে আমাদের বর্ষা শুরু হয়েছে বৈশাখ মাস থেকে। সেই থেকে কার্তিক মাসের শেষ পর্যন্ত কালটা যেন জলে কাদায় পা হড়কে কোথায় পিছলিয়ে চলে গেল। গ্রীষ্মতাপে সবাই আমরা সিদ্ধপুরুষ বনে যেতাম, এবার আর সেই সিদ্ধি লাভ হয়নি। এখন বর্ষা গিয়ে শরৎ গিয়ে হেমন্ত এল—বৃষ্টি চলছে তো চলছেই। রবীন্দ্রনাথ তো বলে খালাশ—কালো মেঘের আর কি আছে দিন, ও যে হল সাথীহীন। সাথী বলে সাথী—পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ, সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়। এক ঋতু আরেক ঋতুর রাজ্যে অনুপ্রবেশ করছে, ঋতুসংহার আর কাকে বলে? আগে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে আমরা বর্ষার শুভাগমনকে অভ্যর্থনা জানাতাম, এখন সে যদি বৈশাখ মাসেই দোরে এসে হাজির হয় আর সময় সীমা পার করে দিয়েও নড়বার নামটি না করে তাহলে সে আর মান্য অতিথির মান পাবে কেন? ধনঞ্জয়ের মতো প্রহার করে তো আর তাড়ানো যাবে না, কাজেই ওকে পরিহার করতে হবে অর্থাৎ ইংলণ্ড যেমন তার ঋতুপর্যায় থেকে বর্ষাকে বাদ দিয়েছে আমাদের তাই করতে হবে। ওদেশে সারা বছর বৃষ্টি তাই আলাদা করে ওর জন্যে আর বিশেষ কোন কাল নির্দেশ করা হয়নি। আমাদের বর্ষাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কত কবি-স্তুই না করেছেন, আর ওরা—দি রেইন ইট রেইনথ এভরি ডে—ব্যস। ঐটুকু বলেই ছেড়ে দিয়েছে। নিত্য দিনের সঙ্গী বলে ওরা তাকে তেমন আমলই দেয়নি। ও দেশে বর্ষার কোন মান নেই। সারা বছরের বর্ষণের মধ্যে কেবলমাত্র april showers-কে একটু মূল্য দিয়েছে, তাও may flowers-এর খাতিরে। আমাদের বর্ষাও তার মান খোয়াতে বসেছে। কোন ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি ভালো নয়। শীতে গ্রীষ্মে শরতে বসন্তে সবার ভাগে যদি তুমি ভাগ বসাতে যাও তবে সবাই মিলে তোমাকে বরবাদ করে দেবে, এতো জানা কথা। কবির কাব্যে—আর স্থান হবে না, ফারমার্স বুলেটিন ছাড়া আর কোথাও আমল পাবে না।

বলেছিলাম, মানুষের স্বভাবের উপরে ঋতুর প্রভাব আছে। এখন দেখছি উল্টো। মনুষ্য সমাজের প্রভাব পড়েছে ঋতু পর্যায়ের উপরে। সমাজে এখন শৃঙ্খলা নেই, কেউ কারো শাসন মানে না। প্রত্যেকটি ঋতুও তেমনি একেকটি দুঃশাসন হয়ে উঠছে। বাংলা দেশে আজ সবাই বিপ্লবী। বিপ্লবী বাংলার ঋতুরাও বিপ্লব ঘোষণা করেছে।

অল্প-বিস্তর

শিবরাম চক্রবর্তী

শ্রীমতী সরস্বতী (পুতুল) মিত্র ঃ 'মার্কিন নৌবহরের সেভেনথ্ ফ্লিট আমাদের সমুদ্রে হানা দিয়েছিল। জানা নেই, কী কারণে নিজগুণেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে চলে গেছে আবার।'

কেন, আমাদের কি ফ্লিট নেই নাকি? মশার মতন বেঘোরে মারা পড়তে যাবে কেন বেচারারা?

❋

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ভারত-রত্ন উপাধিতে বিভূষিত হয়েছেন।

শ্রী গিরিকে আমাদের অভিনন্দন!

❋

বাংলাদেশ যা চায় তা পেল—স্বাধীনতা। আর মার্কিনীরাও যা চেয়েছে পেয়ে গেছেঃ চিরকালের জন্যই নাবালক এক পোষ্যপুত্র—ঐ পাকিস্তান।

রাজযোটক!

❋

ভারতের কাছে আমরা হারিনিকো, হেরে গেছি সোভিয়েট রাশিয়ার কাছেই—চার ধারে এখন চাউর করছেন শ্রী ভুট্টো।

আমাদেরও সেই কথাই! পাকিস্তানকে আমরা হারাইনি ত, তার বেয়াদপিকে পরাস্ত করিনি, করেছি মার্কিনের বাহাদুরিকে।

❋

সংবাদে প্রকাশ, ঢাকার সেক্রেটারিয়েট রবিবারেও খোলা, শুধু তাই নয়, সব সরকারী আপিসই সপ্তাহে সাত দিনই চালু রেখে সেখানকার কর্মীকরা নাকি পুরোদমে কাজ করছেন এখন।

কী সর্বনাশ! এখনই আমাদের কো-অরডিনেশন কমিটির সেখানে গিয়ে শাখা খুলে মৃগয়ার জন্য তৎপর হওয়া দরকার।

❋

পাকিস্তানের (ভূত) পূর্বখণ্ডের প্রাক্তন শাসক শ্রীনিয়াজি জানিয়েছেন যে, পাকী টাকার মতই তিনি এখন বাতিল।

পাঁচ পয়জারের পর নিয়াজির এখন এই পিঁয়াজী?

❋

শ্রীগোবিন্দ মল্লিক ঃ 'জানেন মহাশয়, দু রকমে ব্যবসায়ে এবার দেদার লাভ করেছি—(১) চোখে যখন লোকের জয় বাংলা ধরল, তখন রঙীন চশমা বেচে; (২) আর যখন যুদ্ধের হিড়িকে ব্ল্যাক আউটের মহড়া পড়ল, তখন ঐ টর্চ বিক্রি করে। কিন্তু সবই ত মিটে গেল, কী করা যায় এখন? বলুন ত?'

কেন, পদ্মার ইলিশ মাছ ত পড়েই রয়েছে!

❋

'কলকত্তামে অভি জারা কৈসন?' জানতে চেয়েছেন উত্তরপ্রদেশী (এবং উত্তরপ্রত্যাশী) এক বন্ধুজন।

কলকত্তামে জারা? জাস্তি নেহি, জারা জারা। যৈসন বরাবর হোতি হ্যায়।

❋

আমার কী মনে হয় জানেন? জানাচ্ছেন একজন— বিধবাদের কোনো পিছটান থাকে না বলেই তারা সব বেপরোয়া হয়ে এগিয়ে গিয়ে বিজয়ী হতে পারে। যেমন রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল, এমন কি, এই শ্রীমতী গান্ধীও। তাঁর মাথার ওপর পতি চেপে নেই বলেই বোধহয়......?'

কিন্তু তাঁর তুঙ্গে বৃহস্পতি যে!

❋

শ্রীচণ্ডীচরণ রাণা ঃ 'বাংলাদেশের মানুষরা তাদের মাতৃভূমিকে স্বাধীন করেছে—কিসের জোরে, জানেন? তাদের ওই নদীগুলির জন্যেই। নদীর নামগুলো দেখুন নাঃ পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা, ইছামতী ইত্যাদি...... সব কটিতেই ঐ ম(া) রয়েছে দেখেছেন? নিজের মা-কে স্বাধীন করবে না?'

'একবার মা বলে ডাক, মা বলে ডাক, মা বলে ডাক মারে!'

❋

শ্রীতীর্থঙ্কর দাশগুপ্ত ঃ 'কলিযুগে রাম নামই সত্য। যেমন, উদাহরণত, রাজা রামমোহন—সংস্কারক, রামকৃষ্ণ—সাধক, ক্ষুদিরাম—বিপ্লবী, বলরাম—খেলোয়াড়, আর আমাদের শ্রীজগজীবন রাম দিগ্বিজয়ী মন্ত্রী। এছাড়াও আরেক রাম আছেন আবার—তিনি নাকি লেখক!'

আরে, রাম কহো! রাম কহো!

❋

অবাক হবার কথা, অত মার খাবার পরেও পাক বিমানবহর বার বার আমাদের আগ্রায় এসে হানা দিয়েছিল। মনে হয়, ভরাডুবি-হওয়া ওদের (রণতরী) শাজাহানের খোঁজেই হয়ত বা। শাজাহান ওই আগ্রাতেই কোথায় রয়েছে নাকি!

❋

পুং—তুমিই আমার কোহিনুর!
স্ত্রীং—আর, তুমি আমার গোলকুণ্ডা!

❋

শ্রীমতী পুতুল (সরস্বতী নয়) মিত্র ঃ 'হঠাৎ দেখি যে, আমাদের চির-পরিচিত পাড়ার দাদার গোঁফ উধাও! কোথাও তার ছিটেফোঁটাও নেই। জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি? কোন শোকটোক নাকি? তিনি মৃদু হেসে জানালেন না, কাল রাত এগারোটার সময় রাজভবনে গিয়েছিলাম যাত্রা করতে।

শেষটায় গোঁফজোড়াই যাত্রা করল তাঁর?

❋

অস্ট্রেলিয়া সরকার লক্ষ ডলার দামের তাঁদের দেশের উদ্বৃত্ত ফসল (উড়ো খই গোবিন্দায় নম-র মত) বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের উদ্দেশে নিবেদন করে জানিয়েছেন যে, দানের ঐ বাড়তি চাল এখানে চালান দেবার মতন তাঁদের জাহাজ নেই—আমাদের-কেই আগুয়ান হয়ে নিয়ে আসতে হবে।

বেশ ত, আমাদের উদ্বাস্তুদের সেখানে পাঠিয়ে দিন না কেন।

❋

শ্রীমুকুন্দ শীল ঃ 'আমার উত্তরাধিকারীদের বলে রেখেছি, আমি মরে যাবার পরে ঘটা করে আমার শ্রাদ্ধ না ঘটিয়ে শ খানেক বোম ফাটালেই আমার আত্মা স্বর্গে গিয়ে শান্তি পাবে।

মন্দ ব্যবস্থা নয়, নিজের স্বর্গলাভের সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়দেরও সরকারী আতিথ্যে বেশ কয়েক বছরের হিল্লে করে যাওয়া!

❋

শ্রী এফ কামরুদ্দীন আহমদ ঃ 'পথের মাঝে হঠাৎ দেখা পেয়ে বন্ধুকে শুধালাম, কেমন চলছে দিনকাল? জবাবে সে আমাদের সামনে দিয়ে এগুনো দুজন বেশ হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা—যাঁরা একসঙ্গে যাচ্ছিলেন, তাঁদের দেখিয়ে বলল—'ঐ যে!' আমি তার কথার ঠিক অর্থ ঠাওর করতে পারলাম না। বারে! ওরা যাচ্ছে ত আমাদের কী! এরকম হেঁয়ালি কথার কোন কি মানে হয় মশাই?'

মানে, (ওর দিনকাল ঐরকম) মোটামুটী চলে যাচ্ছে আর কি!

বিচিত্র পাণ্ডুলিপি

বাণীকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বের সাহিত্য দরবারে যাঁরা কিছু স্মৃতি রেখে গেছেন, তাঁদের পাণ্ডুলিপিতে এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি পড়ে আছে যার অর্থ সত্যিই বোঝা যায় না। যেমন ধরুন, দস্তয়েভস্কি। তিনি খুব জুয়া খেলতেন আর জুয়ার বাজীর টাকা মেটাতে লিখতেন—তাই বোধ হয় তাঁর 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট বইটার পাণ্ডুলিপিতে ক্রুশ চিহ্ন দেখা যায় প্রতি পাতার কোণে। হয়তো বা নিজের জুয়ার পাপ ভুলতে তিনি যীশুকে স্মরণ করেছেন।

মোপাসাঁ—সেই বিখ্যাত ছোট গল্পকার, তাঁর আবার পাণ্ডুলিপির প্রশস্ত জায়গা ছিল ক্যালেণ্ডারের উল্টোপাতার সাদা পিঠটুকু।

বেনজামিন কনস্ট্যাণ্ট তাঁর আড়াই হাজার পাতার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি লিখেছিলেন সাড়ে সাত হাজার তাসের ফাঁকে ফাঁকে—ঐ অল্প পরিসর সাদা জায়গাটুকুতে।

এমিলি ডিকন্সন, যাঁর নাম করলেই সেই সাদা পোশাকে ঢাকা চির-কুমারী কবির কথা মনে হয়, তিনিও তাঁর সতেরশ কবিতা লিখেছিলেন মানসিক ব্যথা ভুলতে আর তাই লেখার জায়গা খুঁজে পেয়েছিলেন টুকরো ছেঁড়া কাগজ কিংবা ঠোঙার সাদা অংশ! তাঁর ঐ কবিতাগুলিকে তিনি অপরের কাছে অপ্রয়োজনীয় বস্তু হ'বে বলে মনে করেই বোধ হয় মৃত্যুর আগে তাঁর ছোট বোন ল্যাভিনিয়াকে ঐ

কাগজের টুকরোগুলি পুড়িয়ে ফেলতে বলেছিলেন। যা পুড়ে যায়নি বলেই আমরা পেলাম ঐ দার্শনিক মহিলাকে।

দাঁন্তে গেব্রিয়েল রোসেটিরও ধারণা অনুরূপ ছিল, কেননা, তাঁর কবিতা লেখা ছিল তাঁর প্রেমিকা তাঁরই স্ত্রীর উদ্দেশে। আর তাই প্রেমিকার মৃত্যুতে তাঁর কবিতার খাতা স্থান নেয় স্ত্রীর কফিনে। অবশ্য বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে তিনি তা উদ্ধার করেছিলেন। চার্লস ডিকেন্সের পাণ্ডুলিপিতে থাকত কাটাকাটি আর তীর চিহ্ন। যাতে তার পাঠোদ্ধার অসম্ভব হয়ে উঠত। হথর্নের পাণ্ডুলিপি আবার এত নোংরা হয়ে যেত ঐ কাটাকাটির জন্যে যে, তার অনেকগুলির পাঠোদ্ধারই হ'ল না! এত গেল পাণ্ডুলিপির বাইরের চিত্র, যা চোখে দেখা যায়। কিন্তু আরো মজা হচ্ছে পাণ্ডুলিপির পরিবেশ! ফরাসী কবি এডগার এলেন পো লেখার সময় কাঁধে রাখতেন একটি নির্দিষ্ট বেড়াল! সবচেয়ে মজা হয়েছিল আমাদের শরৎচন্দ্রের। নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় একবার তাঁকে তালাবন্ধ করে তবে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি তৈরী করান। বেচারী সম্পাদক তাঁর 'বিজলী' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েই যাচ্ছেন আর ওদিকে ইনিও ঘরে বসে আছেন। তারপর ঐভাবে আদায় হ'ল সেই লেখা। অবশ্য দুজনের প্রগাঢ় বন্ধুত্বে এতে কোন ক্ষতি বা মনোমালিন্য সৃষ্টি করেনি!

ফরাসী লেখক বালজাক কেবল ভাবতেন আরো ভালো ক'রে বাঁচবেন। মানে, এটা তাঁর খেয়াল হয়ে দাঁড়াল, ফলে তাঁর দেনাও হ'ল প্রচুর! সেই দেনা মেটাতে তিনি প্রচুর লিখতে আরম্ভ করলেন। আর সেই লেখাই তাঁকে করে গেল অমর। লেখা যে কখন কে কিভাবে আরম্ভ হয় তা বলা যায় না, তবে লেখার সময় মনের অবস্থাই আসল অনুপ্রেরণা। একটা না একটা নেশা মেটাতে এক একজন লেখার নেশা ধরেছেন।

ডাক্তার আপনাকে বলবেন, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের 'সুপ্ত-ক্ষুধার' দরুন আপনি ক্লান্ত, বিরক্ত বোধ করেন

একমাত্র ওয়াটারবেরীজ ভিটামিন টনিক-এ রয়েছে ১২টি অত্যাবশ্যক উপকরণ যা সেই 'সুপ্ত-ক্ষুধাকে' শান্ত করতে পারে

এই 'সুপ্ত ক্ষুধাকে' শান্ত করুন ওয়াটারবেরীজ ভিটামিন টনিক দিয়ে। এটি একটি অপূর্ব স্বাদ-সুস্পষ্ট ফরমুলা। ১২টি অত্যাবশ্যক উপকরণের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন যা দেহের উন্নতি করে, শক্তি যোগায়। লোহ যা রক্ত তৈরী করে। ফসফেট যা স্নায়ুতন্ত্রকে উন্নত করে। আরো একটি বিশেষ উপকরণ, যা আহারে রুচি ফিরিয়ে আনে। তবে দেরী কেন? আজই— আপনার কিংবা আপনার পরিবারের কারো দরকার ওয়াটারবেরীজ ভিটামিন টনিক।

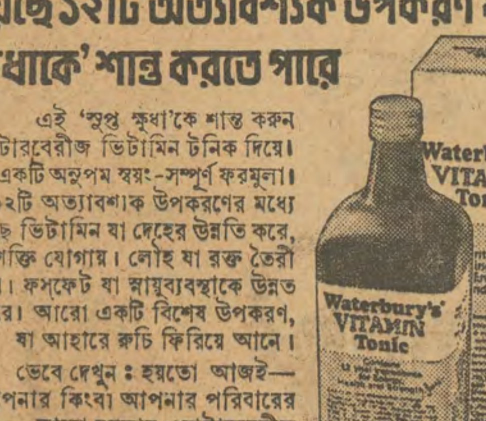

ওয়ার্নার-ল্যাম্বার্ট এর এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

WVT.G.8.BN

ভারতের সর্বত্র এবং বিদেশে ২০০০টি শাখা, এজেন্সী অফিস এজেণ্ট আছে। ৪৫,০০০ এরও বেশি লোক সদস্যশ্রেণীভুক্ত প্রতি মাসে ১৫,০০,০০০. টাকারও (১৫ লক্ষ টাকা) বেশি লোন অ্যাডভান্স হিসাবে বণ্টন করা হয় এবং (বিজয় গ্রুপ ব্যতীত) প্রতি মাসে ৭০,০০০ টাকার পুরস্কার দেওয়া হয় ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান—যাহা সর্বত্র প্রশংসা অর্জন করিয়াছে

গুজরাট সেভিং ইউনিট প্রাঃ লিঃ ইণ্ডিয়া

(গভঃ রেজিঃ নং ১৬৩৫ ; ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী সমিতিবদ্ধ)

আজই আমাদের বিজয় গ্রুপ—আপনার নাম রেজিস্টারী করুন। আপনাকে যাহা করিতে হইবে, তাহা হইল ২০ মাসের জন্য প্রতি মাসে মাত্র ১৮ টাকা দিন, তদুপরি প্রথম মাসে মেম্বারশীপ ফী হিসাবে ৩. টাকা দিন। অল্প সময় মধ্যে আপনি একটি নম্বরযুক্ত পাস-বই পাইবেন এবং এই নম্বর স্কীম পিরিয়ডের শেষ পর্যন্ত—৭০ মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

১৩শ বিজয় সেভিং— ফেরতযোগ্য গ্রুপ সহ

প্রথম পুরস্কার : ১,০০,০০০. টাকা (১ লক্ষ টাকা)
দুইটি পুরস্কার : ৫০,০০০. টাকা
পাঁচটি পুরস্কার : ২৫,০০০. টাকা
ছয়টি পুরস্কার : ১৪,০০০. টাকা

এবং আরও ৪০,৪৩০টি পুরস্কার আছে বিজয় গ্রুপে।
মোট বোনাস পুরস্কার : ৪ লক্ষ টাকা।
মোট পুরস্কার : ১২ লক্ষ টাকা
মোট আ্যাডভান্স লোন : ২,১০,০০,০০০. টাকার (২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা) বেশি
বিনামূল্যে পুস্তিকার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
(১) ৫২/২, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : ৩৪-৪০০৬
এজেণ্টস : সুরেশ স্টোর, ১৭৪, এম জি রোড, কলিকাতা-৭
প্রধান শাখা : ৯৮, প্রিন্সেস স্ট্রীট, বম্বে-২
ফোন : ৩১১৮৭৩ ৩৩৪৮৩১, ৩৫০০০৬।

বচত ইনামী অ্যাডভান্স কর্জ যোজনা — গুজরাত — GUJARAT

গলা খারাপ?

সাইফয়েডস্ গলা পরিষ্কার করে ও আরাম দেয়, মুখে তাজা স্বাদ ফিরিয়ে আনে।

ধূমপান, সঙ্গীতচর্চা ও কথা বলার পর গলা শুকিয়ে গেলে বা খুসখুস করলে, সাইফয়েডস্ গলা সাফ ক'রে আরাম দেয়। যে কোনো সময়ে—গলায় কষ্ট হলে সাইফয়েড চুষে খান। মুখ বিস্বাদ লাগলে সাইফয়েড চুষে খান—ঠাণ্ডায় মুখ জুড়িয়ে যাবে। যতবার চান সাইফয়েড চুষুন। সাইফয়েডস্ তাজা রাখতে এখন নতুন, বিশেষ ভাবে তৈরী পছন্দসই প্যাকেটে পাওয়া যায়। সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করতেও কোন ঝামেলা নেই।

আপনার গলার জন্যে প্রয়োজন সাইফয়েডস্
আজই একটি প্যাকেট কিনুন

নিকোলাস Ⓝ-এর তৈরী

C.G.4.BN

পৃথিবীর সমস্ত স্টেশন ধরা যায় এমন সেরা ট্রানজিস্টারের মধ্যে অদ্বিতীয় ট্রানজিস্টার হ'ল নতুন

নেলকো ক্যাপরী

ব্যাটারী টিউনিং ইণ্ডিকেটর যুক্ত একমাত্র ৪ ব্যাণ্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার রেডিয়ো।

শুনুন! এত স্পষ্ট ও সুমিষ্ট ধ্বনি আপনি আজ পর্যন্ত শোনেন নি। এমন কি, এই শ্রেণীর ভালো ভালো বিদেশী সেট থেকেও নয়! পৃথিবীর যে কোনও স্টেশন ধরুন না কেন, এ সেটে এর পরিষ্কার, জোরালো, মধুর ধ্বনি আসবে যে আপনি অবিরাম কেবলই তা শুনতে চাইবেন।

দেখুন! নিজের চোখে দেখলে সব সন্দেহই দূর হয় সেজন্য, ক্যাপরী যে দেখতে কত সুন্দর সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলার চেয়ে আপনি নিজে দেখে বিচার করুন। আপনি নিজেই এর পরিপাটি গঠন, আধুনিকতম আকর্ষণীয় ক্যাবিনেট এবং মনোহর ডিজাইন দেখে মুগ্ধ হবেন।

কিনুন! আপনার টাকার সদ্ব্যবহার করুন। একবার ন্যায্য দামে নেলকো ক্যাপরী কিনুন এবং বহুদিন পর্যন্ত রেডিয়ো শোনার আনন্দ উপভোগ করুন। (নেলকো) ক্যাপরীতে ব্যাটারী টিউনিং ইণ্ডিকেটর আছে, যা আপনাকে ব্যাটারী বদলাবার সময় নির্দেশ করে এবং স্টেশন ধরতে সাহায্য করে।

নেলকো ক্যাপরী শুনে দেখুন, আপনি নিজেই বলবেন, যে ক্যাপরী পৃথিবীর সেরা ট্রানজিস্টারের মধ্যেও অদ্বিতীয়।

৩৮৫৲ টাকা
এক্সাইজ সমেত, স্থানীয় কর পৃথক।

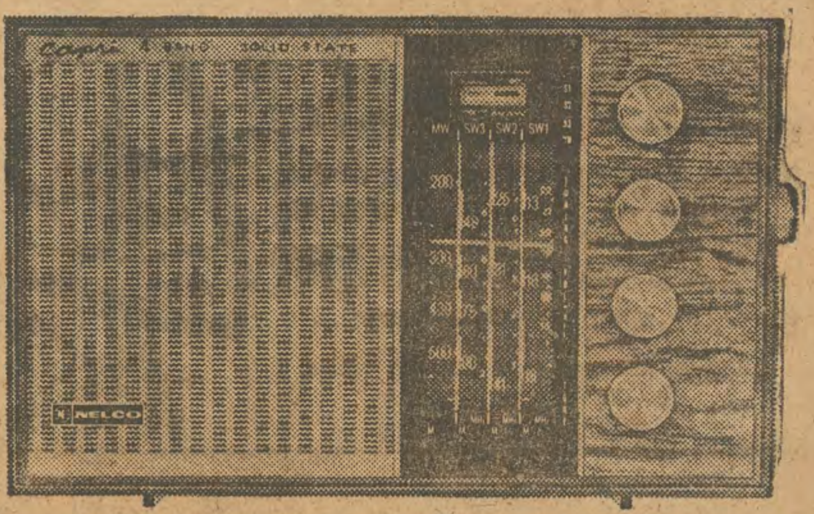

নেলকো

দি ন্যাশানাল রেডিয়ো অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স কোম্পানী লিমিটেড, বোম্বাই • কলকাতা • দিল্লী • মাদ্রাজ
টাটা উৎপাদন
আঞ্চলিক অফিস : ১৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-১৩

ULKA-NE-36 BEN

পড়ুন
সব সেরা সাপ্তাহিক
দেশ

রবিবাসরীয়
আনন্দবাজার পত্রিকা
রবিবার, ১০ পৌষ ১৩৭৮

হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড
দৈনিক ও রবিবারের বিশেষ প্রবন্ধগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে।
পূর্ব ভারতের অসাধারণ ইংরেজী দৈনিক

অপরাজিতা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মেয়েটি প্রায়ই আসে আমার বাড়িতে।

সবাই বলে সে খুব সুন্দরী।

কিন্তু সুন্দরী কাকে বলে, আমি ঠিক বুঝি না।

গায়ের রং ফর্সা হলেই তাকে সুন্দরী বলে না।

এমন মেয়েও আমি দেখেছি যার গায়ের রং ফর্সা। কিন্তু একবার তাকালে তাকে দেখা শেষ হয়ে যায়—দ্বিতীয়বার আর তাকাতে ইচ্ছা করে না।

কিন্তু সেই মেয়েকেই বোধহয় সুন্দরী বলে—যাকে বারংবার দেখেও দেখার সাধ মেটে না।

এতো গেল বাইরের রূপ।

সেরকম রূপের অভাব ছিল না মেয়েটির।

কিন্তু মেয়েদের আর একটি রূপ আছে। সেটি তার অন্তরের রূপ। সে রূপ চোখে দেখা যায় না। কথা বললেই ধরা পড়ে।

অথচ কথা সে সহজে বলতে চায় না। চোখে চোখ পড়লেই টানা-টানা কাজলকালো চোখদুটি সে নামিয়ে নেয়।

মনে হয় যেন কী এক গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে সে দুটি চোখে।

বললাম, —চুপ করে রয়েছ কেন, কথা বল।

চোখ দুটি আবার সে তুললে। এবার তার চোখ ভরা জল। মনে হলো বলতে তার কষ্ট হচ্ছে। তবু বললে,—

—আপনার জানা কোনও ভাল জ্যোতিষী আছে?

ভেবে বললাম, —আছে একজন। তাকে খবর দিতে পারি।

চুপ করে রইলো সে।

জিজ্ঞাসা করলাম,—কোথায় থাকো তুমি?

—শ্যামবাজারে।

—সঙ্গে আর কে আছেন?

মুখ নামিয়ে বললে, —সঙ্গে আর কে থাকতে পারে বলুন তো?

আমি বোললাম,—নিশ্চয়ই তোমার স্বামী।

—ঠিকই বলেছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—কতদিন বিয়ে হয়েছে?

মেয়েটি বললে, —চার বছর হলো।

—স্বামী কি করেন?

—কলেজে অধ্যাপনা করেন।

জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ বোধ করছিলাম, তবু জিজ্ঞাসা করলাম, —সন্তানাদি হয়নি?

মাথা নিচু করে মেয়েটি জবাব দিলে, —না, এখনও হয়নি।

একটু ভেবে বললাম, —সেই জন্যই কি জ্যোতিষীর সন্ধান করেছিলে?

সলজ্জ ভংগীতে মেয়েটি উত্তর দিল, —আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কোন ওষুধপত্র খেয়েছিলে?

—কত বড় বড় ডাক্তারের কাছে গেলাম, কত ওষুধই তো খেলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

জিজ্ঞাসা করলাম, —আগে কোন জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়েছ?

—না, তবে ছেলেপুলে হয়নি বলে আমার কাছ থেকে অনেক লোক অনেক টাকা ঠকিয়ে নিয়েছে।

—কিরকমভাবে ঠকালে আমাকে বলবে?

মেয়েটি হাসলো। বললে, সে এক ভারি মজার ঘটনা। শুনবেন আপনি।

—বল, শুনতেই তো চাচ্ছি।

মেয়েটি বললে, আগে যারা এসেছিল তাদের কথা আর বলবো না। এবার যিনি এলেন তিনি আমার পরিচিত। রীতিমত শিক্ষিত। মস্ত বড় ছাপাখানার মালিক। সব-কিছু শুনে তিনি বললেন, কাল আমি এক-জনকে নিয়ে আসবো। দেখি তিনি কিছু করতে পারেন কিনা। তান্ত্রিক সাধু, কিন্তু দেখলে চেনা যায় না। বয়স খুব কম।

পরের দিন তিনি একাই এলেন। বললেন, তাঁকে আনতে পারলাম না। অনেক লোকের ভিড়। তাঁর সঙ্গে কথাই বলা যায় না। আপনাকেই তাঁর আশ্রমে যেতে হবে। আমি নিয়ে যাব। কাল ঠিক দশটার সময় তৈরি হয়ে থাকবেন।

দশটার সময় বিজনবাবু এলেন গাড়ি নিয়ে। তাঁরই সঙ্গে গেলাম। কলকাতা থেকে মাইল পাঁচছয় দূরে ছোট্ট একখানি গ্রাম। সেই গ্রামের ভেতর আঁকা বাঁকা পথে যেতে যেতে গাড়িটা যেখানে গিয়ে থামলো, দেখলাম গাছপালায় ঢাকা ছোট্ট একটি নাট-মন্দির। সেখানে বিস্তর অচেনা লোক চাপাচাপি করে বসে আছে।

মাটির তৈরি খুব বড় একটি মনসার মূর্তি। সেই মূর্তির সামনে পেছন ফিরে বিড় বিড় করে আপনমনেই কি যেন বলছেন পুরোহিতের মত একটি লোক। গলায় একটি ফুলের মালা। প্রিয়দর্শন যুবক বললেই ভাল হয়।

এক-একজনের নাম ধরে ডাকছেন আর সেই ভিড়ের মাঝখান থেকে সে এগিয়ে যাচ্ছে তাঁর কাছে। কি যে তাদের কথা হচ্ছে কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

শেষে আমার নাম ধরে ডাকতেই আমি চমকে উঠলাম। আমার নাম তিনি জানলেন কি করে?

তা তিনি যেমন করেই জানুন, এগিয়ে গেলাম। তাঁর পাশে গিয়ে বসতেই তিনি বললেন, কি চাই তোর?

লজ্জায় আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না। তখন তিনি নিজেই বললেন, বুঝেছি। ছেলে চাই।

এই বলে তিনি চোখ বুজলেন। চোখ বুজে আবার সেই বিড় বিড় করে কথা। মিনিটখানেক পরে চোখ খুলে তাকিয়েই বললেন, ছেলে পাবি। কিন্তু তার জন্যে মাকে একটি 'গজমতি ভাস্কররাজ' এনে দিতে হবে।

বললাম, আমি তো কখনও ওর নামও শুনিনি। 'গজমতি ভাস্কররাজ' কোথায় পাব বাবা?

তিনি বললেন, সোনার দোকানে খুঁজবি।

কলকাতা শহরে সোনার দোকান আর বাকি রাখলাম না খুঁজতে। কিন্তু এই অদ্ভুত নাম শুনে সবাই হাসতে লাগলো।

শনিবার আর মঙ্গলবার তাঁর 'ভর' হয়। সপ্তাহের মধ্যে এই দুদিন তাঁর দেখা পাওয়া যায়।

শনিবার গিয়ে দেখি তেমনি লোকজনের ভিড়। তিনিও তেমনি বসে আছেন। গিয়ে বললাম, 'গজমতি ভাস্কররাজ' কোথাও পেলাম না বাবা।

তিনি বললেন, পাঁচিশ এক টাকা দাম। দিতে যদি পারিস তো টাকা আনবি আমি দেবো।

হাতে টাকা ছিল না, কিন্তু তখন আমার এমন বিশ্বাস হয়ে গেছে যে গলার সোনার হারটা বিক্রি করে পাঁচিশ এক টাকা নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে দিলাম। তার বদলে একটি সোনার ছোট মাদুলি তিনি আমার হাতে দিয়ে বললেন, রবিবার সকালে স্নান করে বাঁহাতে নাহয় গলায় এটি ধারণ করবি। তাহলেই একমাসের ভেতর মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

মেয়েটি হেসে তার হাতের মাদুলিটি আমাকে দেখালে। বললে, সাত মাস হয়ে গেল। কিছুই হয়নি। টাকাটা আমার গেল।

তারপর প্রায় বছর-দেড়েক তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

আমি চলে গিয়েছিলাম হিমাচল প্রদেশে।

ফিরে যখন এলাম, একদিন বাইরের ঘরে বসে আছি, দেখি না একটি মেয়ে আর একজন পুরুষ এসে দাঁড়ালো। মেয়েটি হাসছে। তার কোলে সুন্দর একটি ফুটফুটে ছেলে।

বললাম, বসুন।

—আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না? বসুন বললেন যে!

তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। নাঃ, কিছুতেই চিনতে পারছি না।

মেয়েটি বললে, আমি অপরাজিতা।

বলেই সে হেঁট হয়ে আমাকে প্রণাম করলে। ছেলেটিকেও প্রণাম করালে।

তার স্বামীও প্রণাম করবার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল, আমি নিষেধ করলাম।

অপরাজিতা বললে, এখন চিনতে পেরেছেন?

বললাম, হ্যাঁ। আমি তোমাকে ওষুধ দিয়েছিলাম না?

—সেই কথাই বলতে এসেছি। ছেলেকেও প্রণাম করাবার জন্যে নিয়ে এলাম।

বলেই সে একটি কাগজ বের করে বললে, আর একটি অনুরোধ আছে। এই কাগজে ওষুধের নামটি লিখে দিন। আমার এক ননদ কান্নাকাটি করে চিঠি লিখেছে। তাকে সেই কাগজটি পাঠিয়ে দেব। ছেলে না হওয়ার জন্যে তার সংসারে যে অশান্তি হচ্ছে তা যদি আপনি জানতেন—

লিখে দিলাম হোমিওপ্যাথির এই অসাধারণ ওষুধটির নাম।

ঋতু শেষে কনিয়াম (Conium 3) এবং সিপিয়া ২০০ (Sepea 200) পালটাপালটিভাবে তিন দিন অন্তর ৩ মাস খেয়ে দেখবে।

[খবর পেয়েছিলাম ওষুধ খেয়ে তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছিল।

মাত্র ৩০ টাকায় ট্রানজিসটার রেডিও
কি করিয়া তৈয়ারী করিতে হয়
৩ মাসের ভিতর শিখুন
শিক্ষান্তে মাসিক ২০০/৩০০ উপার্জন করুন
ভর্তি চলিতেছে
রয়েল কলেজ
১২, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জী রো
শিয়ালদহ
শাখা:
৮৭/২, বিধান সরণী (দর্পণার পাশে)
৫, ধর্মতলা স্ট্রীট (হরলালকার পাশে)
১৪৩, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড
খিদিরপুর

সেকালের কলকাতায় সুখের প্রতীক ছিল শীত। সাহেবরা শীতকালে ফূর্তিতে মাততেন। কারণ শীতে তাঁরা কলকাতায় বসে 'হোমে'র আস্বাদ পেতেন—গ্রীষ্মে দৌড়তে হত দার্জিলিং। শীত তাই তাঁদের উৎসবের ঋতু। নাচে-গানে আমোদে-প্রমোদে বিলাসে-ব্যসনে। এবং শীতের বেলা আসতেই মাততেন তাঁরা। যতদিন না বড়দিন এসে বড়-দিনের ইঙ্গিত না দেয়। শীতও আসত হিমালয় থেকে। 'হিম ঋতু মহীপতি,/হিমালয়ে নিবসতি,/সংপ্রতি ছাড়িয়া রাজধানী।' কিন্তু আমাদেরও আমোদ ছিল শীতে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ থেকে রেহাই পেয়ে কড়াইশুটি ফুলকপির রাজ্যে লেপতোষকের আরাম নিতে শীতই সম্বল। কারণ মাঠে মাঠে যে ধান ধরে নাক আর সেই রাশি রাশি ধান-কাটা সারা করে একটু তৃপ্তির পরশ এই শীতকালেই।

শীতের আগমনী তাই শান-চিবিয়ে তৃপ্তিদায়ক কবিতায়। সে-কালের কবিতা বসন্তের গীতিকবিতা নয়—শীতের উত্তম ফলারের কবিতা। গুপ্তকবি ত শীতের প্রশংসায় পঞ্চ-মুখ। বহুদিন পরে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, শরৎ এলেই হিমের পরশ

পাই। আমলকি বনের বুক দুরু দুরু কাঁপে, কারণ পাতা খসানোর খবর চাউর হয় শরতের শুরুতেই। অবশেষে শরত যায়। গুপ্তকবি বলেন, 'শরৎ ছিলেন রাজা এই পৃথিবী দেশে। ভাঙ্গিল তাহার ভাগ্য কার্তিকের শেষে।'

আর গুপ্তকবি শীতের কবি। শীতের ফসল ফলাবে পরিতৃপ্ত আমেজ তার কলমে, মনে, সর্বাঙ্গে। 'সর্ব-ঋতুমধ্যে হিম ঋতুরাজ জ্যেষ্ঠ/নিজ গুণ গৌরবেও গুরুতর শ্রেষ্ঠ।' অতএব তাঁর কলমই যেন ভগীরথ হয়ে বাংলা-দেশে—কলকাতায় শীত বয়ে আনল। সেকালের কলকাতায় নাকি প্রচণ্ড শীতও পড়ত দোয়াতের কালি জমে যাওয়ার গুজবও শোনা গেছে। আর 'জলের উঠেছে দাঁত, কার সাধ্য দেয় হাত, আঁক করে কেটে নেয় বাপ'।

কিন্তু তাই বলে শীতের অভ্যর্থনাও কম হত না। শীত ঋতুরাজ নয় কিন্তু গরিবদের নিজস্ব ঋতু। ধান ছাড়া অন্যান্য ফসলও শীতকালে পাওয়া যেত আগেই বলেছি। সাহেব-দের ফেয়ার কারনিভাল ইত্যাদির ঢেউ শেষ হত বাঙালীর নিজস্ব মেলা উৎসব পার্বণে। আর কে না জানে পার্বণের সেরা পৌষপার্বণ। নানাবিধ পুলি পিঠের বিশাল আয়োজন। 'প্রবাসী পুরুষ যত পোষড়ার রবে। ছুটি নিয়ে ছুটাছুটি বাড়ী এসে সবে।'

গ্রামে-গঞ্জে তখন পৌষপার্বণ উৎসব। হেমন্তে বিবিধ খাদ্য। কবিতায় গুপ্তকবি শীতের বিভিন্ন ফসলের সুবিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। শীতের ফসল—গম থেকে যে লুচি হয় সে সম্পর্কে কবির মন্তব্য 'পেটুক যদ্যপি শুনে লুচির ফলার। দড়ি ছিঁড়ে ছুটে যায় রাখে সাধ্য কার।' অড়হর, খেঁসারি, কড়াইশুটি, ছোলা, কলাই, মুসুর, তিসি, সরিষার ফুল, তিল, খেজুর, বেগুন, মুলো, লাউ, ফুলকপি, বহুবিধ শাকপাতা, শিম, পুঁই, পিঁয়াজ, শাঁকআলু, চিনিকন্দ, কমলা-লেবু, আমড়া, চালতে, কৎবেল, কুল, মেওয়া, পেয়ারা, বেদানা, আতা, আঙুর, পেস্তা, তামাক, ইত্যাদি ইত্যাদি ছাড়াও গুপ্তকবি মাছ ডিমের কথাও বাদ দেন নি। 'হংসবীজ' ডিম, গলদাচিংড়ি, চুনোমাছ, রুইমাছ, কাতলা, মৃগেল, ভেটকি, খয়রা, মাংস (মৃগ, মেষ, ছাগ, কূর্ম, জলচর) প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে কবির কলম সতৃপ্ত উল্লেখে সর্বদা ভরপুর। এই বিবিধ খাদ্যের সরস স্বতন্ত্র বর্ণনাসহ কবিতা পড়ে বোঝা যায় গুপ্তকবি সেকালের পরিতৃপ্ত নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রারই প্রতীক কলমে কবিতা লিখেছেন।

গুপ্তকবি শীতকালকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন সেই দৃষ্টি ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক কবির। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ত 'ফলার'কে তিন শ্রেণীতে ভাগই করেছিলেন। লুচির লোভে ছিনে জোঁক ব্রাহ্মণদের ত হাতেম 'ফলারে বামুন' ইত্যাদি অনেক কিছু বলেছেন। কিন্তু শীতকাল মানে কি ভাল খাবারদাবার বেলা শুধু।

সাহেবদের চোখে শীত হল উৎসবের বেলা। ১৮৬৪ সালে আলিপুরে যে কৃষি-প্রদর্শনীর কথা, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেছেন তাতে শীতের দুই দিকঃ তার ফসল ও মেলা দুই মিলেছে। কিন্তু মেলা ত শুধু শীতের ফসলের প্রচারের জন্য বসে নি। 'মেলা'টিই আসল লক্ষ্য। যেমন ধরুন না—সেই চৈত্রমেলার কথা। সেকালে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন গাজন-সঙের মেলা বসত। কিন্তু বাণফোঁড়া

কলকাতা : শীত : কবিতা

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ইত্যাদি ব্যাপারগুলো সাহেবদের তেমন পছন্দ হয়নি। উপরন্তু শ্লীলতা-বাদীরা 'সঙ'-এর অশ্লীল দিকটাও পছন্দ করেন নি। তাই এইসব কারণে চৈত্রের উৎসব বন্ধ হল। হল চৈত্র মেলা। কিন্তু চৈত্রের প্রখর গ্রীষ্মে এই মেলা কষ্টকর ছিল তাই তাকে সরিয়ে আনা হল শীতকালের প্রসন্ন রোদে পিঠ পেতে। ক্রমশ এই চৈত্রমেলাই তখন হয়ে দাঁড়াল হিন্দুমেলা। ন্যাশনাল মেলা।

আরও কত মেলা উৎসব। সাহেবদের অনুসরণে অনুকরণে। বিদেশী সাহেবদের নকলে প্রতিষ্ঠিত হল নেটিভদের নিজস্ব রেসকোর্স। অনেক বাঙালী ধনীবাবু ঘোড়া কিনলেন—নিজেই জকি হবেন। যথা, ছাতুবাবুর নাতি শরৎচন্দ্র ঘোষ। দারুণ ঘোড়া চালাতে পারতেন—নিজের থিয়েটার ছিল তাঁর—ছাতুবাবুর বাড়ির উল্টোদিকেরই পুকুর বুজিয়ে যে জমি—সেখানেই থিয়েটার—বেঙ্গল থিয়েটার। সেখানে স্টেজে ঘোড়ায় চড়েই প্রবেশ করতেন শরৎচন্দ্র ঘোষ। সেকালে থিয়েটারেরও মরশুম নামত শীতকালে। আর শীতের বাহন ঘোড়ার কথা কত বলব। ঘোড়ায় চেপে ইডেন গার্ডেনে শীতের ভোরে বেড়াতে যাওয়া ত ছিল ফ্যাসন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তো আরবী ঘোড়া কিনেই ফেললেন এক-জোড়া। সেকালের কলকাতার শীতের ভোরে চৌরঙ্গির রোদ্রের বুকে সস্ত্রীক দুটি ঘোড়ায় বেড়াতে যেতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

কয়েকটা 'মড়াখেগো' ঘোড়া নিয়ে বাঙালীর প্রথম সারকাস প্রতিষ্ঠা করলেন 'ন্যাশনাল' নবগোপাল মিত্র। নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলাকে করে-ছিলেন 'ন্যাশনাল' মেলা। তিনি 'ন্যাশনাল' পত্রিকার সম্পাদক। এমনি এক শীতের ন্যাশনাল মেলাতেই কিশোর রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা পড়লেন 'হিন্দুমেলার উপহার'। নবীনচন্দ্র সেন শুনে বললেন চমৎকার। এসব কথা নবীনচন্দ্র সেনের আমার জীবন বা রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি পড়লে পাই। সেই 'ন্যাশনাল' নব-গোপাল মিত্রের সারকাস আর নেই, কিন্তু আজও শীতকালের অন্যতম প্রমোদ উপকরণ সারকাস। রেসকোর্সের

পোষা ঘোড়া তেতলায় দিদিমার ঠাকুরঘরে উঠত সিঁড়ি বেয়ে—প্রসাদ দিতেন দিদিমা। নাতি ও তার ঘোড়া খেত একই সঙ্গে।

শীতকালে দেশীয়দের একটি নিজস্ব খেলা ছিল বুলবুলির লড়াই। গুপ্তকবি ত একবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর নিয়ে কবিতাই লিখলেন। শীতের রোদে পিঠ পেড়ে ছাতুবাবুর মাঠে বুলবুলির লড়াই দেখতো জনতা। ধনীদের পোষা বুলবুলির লড়াই। হেরে গেলেই 'বো মারা' ধ্বনি। এই বুলবুলির লড়াইয়ের স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ টিকে আছে আজও হাটখোলা দত্তবাড়িতে। শীতকালে আজও খেলা হয়। আর শীতের থিয়েটারের চিহ্ন আজ আলাদা করে নেই—পাকাপোক্ত রঙ্গমঞ্চে সারা বছর অভিনয় হয় বটে, কিন্তু অনেক খ্যাতনামা নাট্যকারের গ্রন্থাবলীতেই শীতের 'পঞ্চরং' নকশা খুঁজলে আজ পাওয়া যাবে। এগুলো শীতেরই ফসল।

সাহেবদের শীতের উৎসব চূড়ান্ত হয় শীতের শেষে—বড়দিন উৎসবে। এ ব্যাপারে গুপ্তকবির কলম স্থগিত থাকে নি। 'খৃষ্টের জনমদিন বড়দিন নাম। বহুসুখে পরিপূর্ণ কলিকাতা-ধাম।' নানান উৎসব-ভোজে কেটে যেত বড়দিনের রাত। দেশীয় কেরানীরা সেদিন কমলালেবু আর এণ্ডাওয়ালা তপসামাছের ভেট পাঠাতেন সাহেবের গৃহে।

কিন্তু শীতের উৎসব বোধ হয় কেবলই ধনীদের জন্য। দরিদ্রদের কষ্টের কথা ফুল্লরাও উল্লেখ করেছেন বারমাস্যায়। এদিকটায় গুপ্তকবি বড় অসহায় মনে হয়। শীত ধনী 'বাবু'দের জন্য। 'ধনীর শরীরে শাল/গরীবের পক্ষে শাল/কম্বল সম্বল করি রয়/বেনের পুঁটলি হয়ে/শুয়ে থাকে শীত সয়ে/উমু বিনা ঘুম নাহি হয়।'

শীত তাই বড়লোকের ব্যারো-মীটার। বিশেষত এই 'শাল' ও 'কম্বল'। ধনীরা শাল গায়ে দিতেন—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের উপহার দিতেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরও এক শীতকালে বিলেতে আশিজন সম্ভ্রান্ত বিদেশি ভদ্রমহিলাকে আশিটা কাশ্মিরী শাল উপহার দিয়েছিলেন।

আপনি কি গায়ে দেন, শাল না কম্বল! 'ধনীর শরীরে শাল/গরীবের পক্ষে শাল/কম্বল সম্বল করি রয়।'

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা শুধু বর্ধমান শোভাবাজার থেকে শাল উপহার পেতেন না, এক পণ্ডিত ত শালের ব্যবসাই শুরু করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু ব্যাপারের ব্যাপার থাক। চাদরের আদর বাড়ালেন নাকি বিদ্যাসাগর। 'শাল বিনা মান নাহি রহে' বাবুদের এ বিশ্বাস ভাঙলেন তিনি। বিদ্যাসাগরী চাদর বিখ্যাত হল। বিদ্যাসাগরী চটি ও চাদর। চটি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরী ঢংয়ে চাদর পরার কায়দাটা কি বিদ্যাসাগরেরই উদ্ভাবন? অন্তত যদুনাথ সর্বাধিকারীর নাতি দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর বক্তব্যঃ 'পিতামহের চাদরের অনুকরণে বিদ্যাসাগরী চাদর সৃষ্টি হইয়াছিল'। যদুনাথের বাসস্থান—'বিরসিংগা' গ্রামেই বিদ্যা-সাগরের জন্ম। যদুনাথের বড় ছেলে বিদ্যাসাগরের বন্ধু। দেবপ্রসাদ বলছেন—'বিদ্যাসাগরী চাদর যে বিদ্যাসাগরের না এবং তাহার বনিয়াদ যে যদুনাথের চাদর, একথা না বলিয়া থাকিতে পারি না।' যদুনাথের চাদর গায়ে ফটো তোলা হয় বেকার সাহেবের স্টুডিওতে। যদু-নাথের তীর্থভ্রমণ বইতে এর প্রতি-লিপিও আছে।

ব্যথা-বেদনায় আপনার চাই 'অ্যাসপ্রো'

তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য একমাত্র 'অ্যাসপ্রো'ই মাইক্রোফাইন করা
নিকোলাস এর তৈরী

কমলা স্যুটিং-এর চাল ব্যর্থ না যায়,

বারেক হেরিলে বালা ফিরে ফিরে চায়!

কমলা স্যুটিং পরে ওর নজরে পড়ার এই তো সময়! নব্যদের জন্যে হালফ্যাশানের মনমাতানো কাপড়—যেমন চমৎকার দেখতে তেমনি সেরা বুনন—নজরে পড়লে হৃদয় রাখা দায়।

একটুও কোঁচকায় না! পলিয়েস্টার, আর গরমের দিনের জন্যে টেরিন/কটন—দুয়েরই ফল একেবারে নিখুঁত। শুধু তাই নয়,—"সোয়্যাগার-স্যুট" পরলে—ধারে কাছে কেউ দাঁড়াতে পারে না।

কমলা ফ্যাব্রিক্স
কমলা মিল্‌স্‌ লিমিটেড, বোম্বাই

CU-695

ডিস্ট্রিবিউটরস ঃ ভগবতীপ্রসাদ, নারায়ণপ্রসাদ, ১৯৬, যমুনালাল বাজাজ স্ট্রীট (বিলাস রায় কাটরা), কলিকাতা-৭

ক্ষেতে ফলাতে সোনার ফসল....
Bhattacharjee
নলকূপ ও অন্যান্য সেচকার্যের জন্য স্বল্প খরচে, স্বল্প মূল্যে ভট্টাচার্য্য ডিজেল পাম্পিং সেট অপরিহার্য। ৫ ঘোড়া ৭.৫ সে.মি. × ৬.২৫ সে.মি. পাম্পট্রলী, সাকসন, ডেলিভারী পাইপ ও ফিটিংসহ।
ভট্টাচার্য্য ডিজেল পাম্পিং সেট

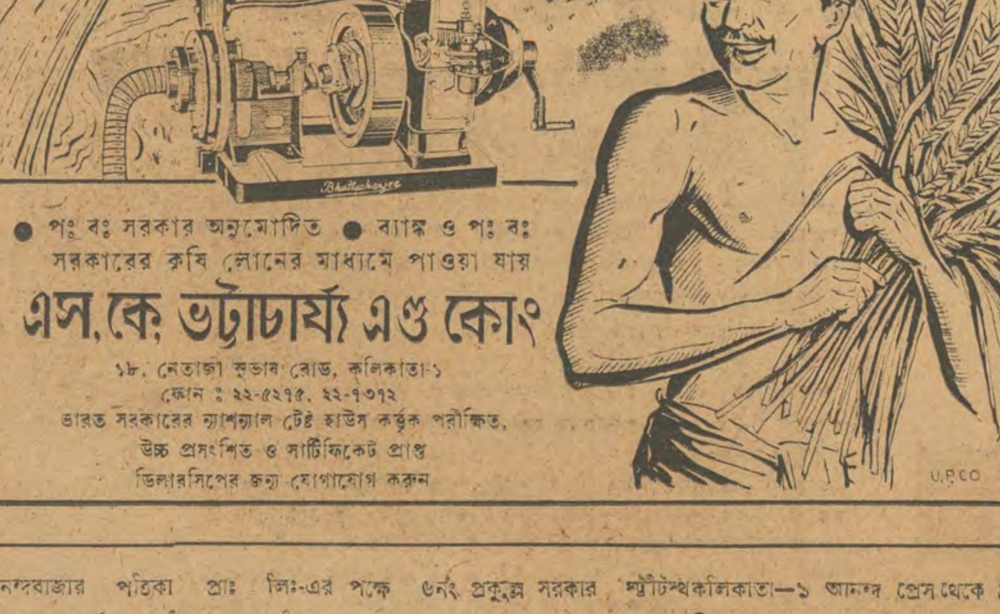

● পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ● ব্যাঙ্ক ও পঃ বঃ সরকারের কৃষি লোনের মাধ্যমে পাওয়া যায়
এস.কে. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১
ফোন : ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২
ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস কর্তৃক পরীক্ষিত, উচ্চ প্রসংশিত ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত
ডিলারসিপের জন্য যোগাযোগ করুন
U.P.CO

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা—১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার